শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রেম, ভক্তি ও করুণরসাত্মক

পঞ্চাঙ্ক নাটক

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শনিবার, ২রা আশ্বিন, ১৩৩৮ সাল, ইংরাজী ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৩১

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ পরিচালিত

ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিণ্টার শ্রীনরেন্দ্রনাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

কৈশোরে যাঁহার অমৃতের খনি

অমিয় নিমাই চরিত

পাঠে মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব লীলার সহিত

প্রথম পরিচিত হই,—

তখনকার

তরুণ বাঙ্গলার অন্যতম নেতা,

দেশ-মাতৃকার নৈষ্ঠিক পূজারী,

পরম ভাগবত, পরম বৈষ্ণব, পরম ভক্ত,

রসিক চূড়ামণি

স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ

মহোদয়ের

পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশে

শ্রীগৌরাঙ্গ

নাটক উৎসর্গ করিয়া

ধন্য হইলাম।

কলিকাতা
২রা আশ্বিন, ১৩৩৮

বিনীত
শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পাত্র ও পাত্রীগণ

পুরুষ

শ্রীগৌরাঙ্গ (শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য)
শ্রীনিত্যানন্দ
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য
শ্রীবাস পণ্ডিত
শ্রীগদাধর

মুকুন্দ, গোবিন্দ, জগন্নাথ, মাধব, জগদানন্দ, দামোদর	...	মহাপ্রভুর ভক্তগণ
চাপাল গোপাল	...	তান্ত্রিক ; বৈষ্ণব-বিরোধী
পাঁচুধন	...	ঐ পুত্র
চণ্ডেশ্বর, রত্নেশ্বর, পঞ্চানন	...	বৈষ্ণব-বিরোধী অধ্যাপকগণ
জনৈক ব্রাহ্মণ	...	গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা সুবুদ্ধি রায়ের প্রতিপালিত

তাপস	...	অপরিচিত সন্ন্যাসী
শ্রীমন্ত	...	শ্রীগৌরাঙ্গের শ্যালক
বাসুদেব সার্ব্বভৌম	...	উড়িষ্যাপতি প্রতাপরুদ্রের সভাপণ্ডিত
রায় রামানন্দ	...	ঐ প্রধান মন্ত্রী (বিদ্যানগর নিবাসী)
ব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেব	...	কূর্ম্মস্থানের ভিখারী
ঢুণ্ঢিরাম	...	ধনাঢ্য যুবক
নারোজী	...	মারহাট্টি দস্যু

শিবরাম, মায়াধর, বাইধর, মাগুনি, ভাবনা, নাগরিকগণ, ভক্তগণ,
ভাসান যাত্রার অধিকারী ও গায়কগণ, শিষ্যগণ, দর্শকগণ,
গ্রামবাসিগণ ইত্যাদি

স্ত্রী

শচীদেবী	...	শ্রীগৌরাঙ্গের জননী
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	ঐ সহধর্ম্মিণী
সীতাদেবী	...	অদ্বৈতাচার্য্যের পত্নী
কাঞ্চনিকা	...	বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গিণী
উদ্ধারিণী	...	চাপাল গোপালের স্ত্রী
ভিখারিণী	...	স্বামী-পরিত্যক্তা চণ্ডালিণী
বারমুখী	...	গণিকা
মীরা	...	ঐ সঙ্গিণী

দেবদাসীগণ, প্রতিবেশিনীগণ, পরিচারিকা ইত্যাদি

শ্রীগৌরাঙ্গ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবদ্বীপ—নিমাইয়ের বাটী

[বাহিরের উঠান মাটীর প্রাচীরে ঘেরা। সামনা-সামনি দুইখানি বড় ঘর—মাটীর আটচালা। ঘরের সামনে দাওয়া। দাওয়া হইতে উঠানে নামিবার মেটে সিঁড়ী। ঘর, দাওয়া, সিঁড়ী ও উঠান পরিষ্কার নিকান। ঘরের দরজায় ও জানালার উপরে ও পাশে আলিপনা দেওয়া। উঠানের এক ধারে একটি ছোট দরজা, বাড়ীর মধ্যে যাইবার পথ।

কাল—সকাল—যখন যবনিকা উঠিল, তখন মঞ্চের উপর কেহ নাই, কেবল দূরাগত খোল-করতালের অস্ফুট শব্দ ও হরিধ্বনি শুনা যাইতেছিল। এই গুঞ্জন-রোল থামিবার পর শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবেশ করিলেন। শচীদেবীর বয়স প্রায় আটষট্টি; শোকে-তাপে বয়সের চাইতে একটু বেশী বুড়া হইয়া পড়িয়াছেন; তাঁহার গঙ্গাস্নানে যাইবার বেশ; হাতে ফুল, একটি ছোট পঞ্চপাত্র, গায়ে হরিনামের নামাবলী, স্নানান্তে পরিবার জন্ত একখানি কেটের কাপড় গামছায় জড়ান। গলায় তুলসীর মালা। তিনি বাড়ীতে একবার প্রাতঃস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা সারিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন, মাথায় কপাল পর্য্যন্ত ঢাকা ঘোম্‌টা।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বয়স চৌদ্দ ছাড়াইয়া পনেরোয় পড়িয়াছে, দেখিতে সুশ্রী, বয়সের অপেক্ষা একটু গম্ভীর অথচ কৈশোরের চাঞ্চল্যও যে নাই একেবারে বলা যায় না। ঠিক কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির অবস্থা। স্বভাবতঃ ধীর, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী, মধুরভাষিণী, তিনি

স্নান করেন নাই। তবে শুভ্র-শুচি বস্ত্র-পরিহিতা। গায়ে সামান্য অলঙ্কার আছে। গলায় তুলসীর মালা, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, হাতে মুড়কী-মাদুলী, ওপর হাতে জসম,—কাণে ঢেঁড়ী ঝুম্‌কো, পায়ে জলতরঙ্গ মল পাঁজোর—হাঁটিলে ঝমর্ ঝমর্ করিয়া বাজে। তাঁহার ঘোম্‌টা প্রায় চোখের উপর পড়িয়াছে। তিনি শচীদেবীর সঙ্গে বাহিরের উঠান পর্য্যন্ত আসিলেন।]

শচী। বৌ-মা, তুমি সদরটা দিয়ে ঘরে ব'সো মা; নিমাই এলে দরজাটা খুলে দিও। আমার যদি ফিরতে দেরী হয়, আমার জন্যে অপেক্ষা করো না মা। বাপের বাড়ী থেকে তোমার ভাই এলেই তুমি তার সঙ্গে যেও বাছা। বেয়ান কাল অনেক ক'রে ব'লে গেছেন; তোমার বড়-বোনের আজ ব্রত; একটু সকাল সকাল যাওয়াই ভাল, নইলে নেহাৎ কুটুমের মত নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া—

বিষ্ণু। আপনার কি বেশী দেরী হবে মা?

শচী। কেমন করে ব'লবো বাছা, পূজো-আহ্নিক সেরে আসতে, একটু দেরী হ'তে পারে বৈ কি মা! বুড়ো-মানুষ!

বিষ্ণু। আমি না হয় সকাল সকাল ঠাকুরের ভোগ্‌টা নামিয়ে দিয়ে একটু বেলায় যেতাম।—

শচী। না মা, তা হয় না; বেয়ান আবার কি মনে ক'রবেন, তারপর কাজের বাড়ী;—ও তুমি কিছু মনে করো না মা; আমার কোন কষ্ট হবে না। নিমাইও এলো ব'লে। নিমাই এলে তাকে ব'লে যেও; ব'লো, আমি ব'লে গেছি। (দীর্ঘনিঃশ্বাস) কাল সেই যে সন্ধ্যা থেকে শ্রীবাসের ওখানে কীর্ত্তনে মেতেছে—! দেখি, আমিও যদি তাড়াতাড়ি আস্‌তে পারি।

বিষ্ণু। আমারও নেয়ে গেলে হোত না মা!

শচী। দূর্ পাগ্‌লী ; সকাল্ বেলা নেয়ে কি বাপের বাড়ী যেতে আছে ? নাইলেই যে খেয়ে যেতে হয়। নইলে যে ভায়ের অকল্যাণ হয় রে বেটি ! তা ব'লে শুধু মুখে যেন যাস্‌নি বাছা ; ঠাকুরের প্রসাদি মিষ্টি একটু মুখে দিয়ে—পান খেয়ে তবে যেও ; আমি সব গুছিয়ে রেখে গেছি।

বিষ্ণু। আমাকে ও-বেলা একটু সকাল সকাল আন্‌তে পাঠাবেন ; ঠাকুরের বৈকালীর গোছ-গাছ—আরতির যোগাড়, নইলে আপনার বড় কষ্ট হবে।

শচী। তা পাঠাব বাছা। আমার ঘরের লক্ষ্মী ! তোমায় যে এক দণ্ড না দেখ্‌লে বাঁচিনে মা !

বিষ্ণু। তবে মা যাব ? আপনি আসার আগেই ?

শচী। হ্যাঁ মা, হ্যাঁ ! কতবার ব'ল্‌বো। এমন তো মেয়ে দেখিনি—বাপের ঘর যেতে পা ওঠে না ! (শচীদেবী একটু হাসিলেন ; বিষ্ণুপ্রিয়া লজ্জায় ঘাড় নীচু করিলেন)

বিষ্ণু। (গলায় কাপড় দিয়া শচীদেবীকে প্রণাম করিলেন, পায়ের ধূলা মাথায় দিলেন)

শচী। (বিষ্ণুপ্রিয়াকে উঠাইয়া তার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন) এস মা, এস, মনের সুখী হও মা, মনের সুখী হও। আমার পাগল নিমাই ঘরবাসী হোক্ ! আর কি আশীর্ব্বাদ ক'রবো মা ! আমার বড় সাধের নিমাই—বড় সাধের বৌ তুমি ! (বলিতে বলিতে শচীদেবীর চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইল) নারায়ণ ! তোমার সংসার, তুমি দেখো। আর মা, দরজাটা দিয়ে একটু ব'স্ ; নিমাইও এলো ব'লে।

[প্রস্থান।

[বিষ্ণুপ্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে গিয়া সদরের দরজা দিয়া আসিলেন]

বিষ্ণু। মা'র বড় কষ্ট ; উনি ঘরবাসী নন, দিনরাত হরিনাম করেন, শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ ভগবান হ'য়েও তো ঘরবাসী ! বৈকুণ্ঠে তাঁর দুই স্ত্রী,—লক্ষ্মী আর সরস্বতী ! ভগবান আর ভক্তের প্রভেদ বুঝি ঐখানে। ভক্তের সংসারে আঁট থাকে না। ভাই যদি একটু বেলা ক'রে আসে ? ঠাকুরের ভোগটা নামিয়ে গেলেই হ'ত ! একে তো মা হেঁসেলে ঢুকতেই দেন না,—জোর ক'রে, আবদার ক'রে রাঁধতে হয়—নিজে রেঁধে না তাঁকে খাওয়ালে মা'র তো তৃপ্তি হয় না।

নেপথ্যে নিমাই।—"হরি হরি বোল" গোবিন্দ ! গোবিন্দ !

বিষ্ণু। দরজা খুলে দিয়ে ছুটে পালিয়ে আসি !

[দরজা খুলিয়া দিয়া দ্রুত দাওয়ায় উঠিতে গেলেন]

[নিমাই প্রবেশ করিলেন ; তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় গৌর-কান্তি, দীর্ঘ আকার, সুবলিত দেহ, আজানুলম্বিত বাহু, সুপ্রশস্ত ললাট, তাহাতে রাত্রের পরা চন্দনের দাগ রহিয়াছে ; পদ্মপলাশ-নয়ন ঈষৎ রক্তিম, ভাবে বিভোর ! শুভ্র শ্বেত উপবীত বিশাল-বক্ষের উপর দুলিতেছে। কণ্ঠে মালতীর মালা। পরণে কৃষ্ণকেলি ধুতি, স্কন্ধে উত্তরীয় ; নিমাইয়ের কেশের শোভা অতি অপূর্ব্ব, সচরাচর এরূপ কেশ দেখা যায় না ; প্রসন্ন বদন, বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন]

নিমাই। আহা ! দাঁড়াও দাঁড়াও ! আজ দেখছি দেউড়ীর ভার তোমার। মা বুঝি নাইতে গেছেন ! আমার আসতে একটু দেরী হ'য়েছে, না ? গোবিন্দ-দা কোথায় ?

বিষ্ণু। (নিম্নস্বরে) ভাসুর যে কাল শান্তিপুরে গেলেন; এখনো ফেরেননি।

নিমাই। ওঃ, তা বটে! ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু এ কি? প্রত্যুষেই যে ভুবনমোহিনী বেশ! কাল—রাত্রে তো গেছে—উৎকণ্ঠিতা— আজ সকালেই কি—খণ্ডিতা!

বিষ্ণু। (সলজ্জ ভাবে) যাও! আমি বাড়ীর ভেতরে যাই। সদর খোলা।

নিমাই। আমি বন্ধ ক'রে এসেছি। ভয় নেই, জটিলা-কুটিলার দ্বার বন্ধ। ইচ্ছা ক'রলে একটু অপেক্ষা ক'রতে পার। (নিমাই আসিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরিলেন)

[বিষ্ণুপ্রিয়া দাওয়ায় বসিলেন; নিমাই দাওয়ার নীচে দাঁড়াইয়া; বিষ্ণুপ্রিয়া একটু অবগুণ্ঠন সরাইলেন; নিমাই যে তাঁকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছেন, তাঁর হাত ধরিয়াছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার বড় ভাল লাগিল। তিনি সলজ্জ-দৃষ্টিতে নিমাইয়ের মুখের পানে চাহিলেন; চারি চক্ষে মিলন হইল; বিষ্ণুপ্রিয়া নিমাইয়ের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, নিমাইয়ের মুখ প্রফুল্ল হইলেও ক্রমশঃ গম্ভীর হইয়া আসিল: বিষ্ণুপ্রিয়া চোখ নত করিলেন, নিমাই—অতি আদরে বলিলেন]

নিমাই। তোমার বড় কষ্ট, না?

বিষ্ণু। (কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁর মনের কথা—) 'তুমি যাকে দাসী ব'লে পায়ে ঠাঁই দিয়েছ, তার আবার কষ্ট।'

[বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ আরও নত করিলেন; নখ দিয়া দাওয়ার মাটী খুঁটিতে লাগিলেন]

নিমাই। কথা ক'চ্ছ না যে, বড় কষ্ট, না?

বিষ্ণু। না।

নিমাই। হরি-কথা শুনলে আর কিছু মনে থাকে না ; সে নামের আনন্দে কোথায় ভেসে যাই,—মনে হয় কি জান ? আমার যে যেখানে আপনার জন আছে—সবাই এই আনন্দের স্রোতে ভাস্‌ছে,—কারোর কোন দুঃখ নেই, দৈন্য নেই। মনে হয়, কবে জগতের লোক এমনি আমার আপনার হবে—তোমাদের মত আনন্দের স্রোতে ভাসবে!

বিষ্ণু। আমি তো আনন্দেই আছি।

নিমাই। তাই থাকো, তাই থাকো, আনন্দেই থাকো! তুমি আনন্দময়ী ; তোমায় দেখলে আমার আনন্দ হয়—আমার বৃন্দাবন মনে পড়ে ; শ্রীরাধিকাকে মনে পড়ে ; শ্রীমতীর বিরহ মনে পড়ে ; ব্রজগোপীদের মনে পড়ে! (একটু পরে) বৃন্দাবনের মিলনে আনন্দ ? না বিরহে আনন্দ ? বিরহে—না ? কি বল ?

[নিমাই গাহিলেন]

আমি তোমার বিরহ সহিব বলিয়ে ধ'রেছি এ দেহ,
আমি তোমার প্রণয়ে কাঙ্গাল হইয়া ছাড়িব এ গেহ!

[বিষ্ণুপ্রিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন ; তাঁর মুখ সহসা মলিন হইল। তিনি স-বিষাদ দৃষ্টিতে নিমাইএর মুখ পানে চাহিলেন]

নিমাই। কি দেখ্‌ছো ? কি ভাব্‌ছো ? চোখের কোণে জল কেন ? যদি গৃহত্যাগ করি ? ভয় ? না—না, আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি!

[বিষ্ণুপ্রিয়াকে তুলিয়া কাছে আনিয়া তাঁর মাথায় হাত দিলেন ; বিষ্ণুপ্রিয়ার অবগুণ্ঠন খুলিয়া গেল, নিমাইয়ের মনে হইল, বিষ্ণুপ্রিয়ার যেন পূর্ণযৌবন-শ্রী-ভূষিত রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি!]

ভয় কি ? তোমায় না ব'লে, তোমার সম্মতি না পেলে আমি কোথাও যাব না।

বিষ্ণু। (কাঁদিয়া ফেলিলেন, মনে মনে বলিলেন) আমার এত সুখ কি সইবে ?

নিমাই। (বিষ্ণুপ্রিয়ার চিবুক ধরিয়া মুখ একটু উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিলেন; তার পর মুগ্ধ কণ্ঠে বলিলেন) বিশ্বাস হ'ল না ? সত্যই ভালবাসি। (একটু পরে স্বাভাবিক কণ্ঠে) আজ সকালেই এ বেশ-বিন্যাস কেন ?

বিষ্ণু। মা'র নিতে পাঠাবার কথা আছে। আজ দিদির ব্রত, তাই একবার যেতে হবে। ঠাকুরুণ স্নানে গেলেন, ব'লে গেলেন, তাঁর যদি আসতে দেরী হয়, তোমায় ব'লে ভা'য়ের সঙ্গে যেতে।

নিমাই। (মৃদু হাস্যে) তা সাজ মন্দ হয়নি, দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে,—তবে কাপড়খানি একটু ভাল হ'লেই মানাতো; সোনার কাজ করা ক্ষৌমবসন— তোমার সোনার অঙ্গে জড়িয়ে থাকতো—

গীত

কাঞ্চন অঙ্গে বিজুরি জড়িত, কিবা বিমোহিনী ঠাম,
লাবণি দেখিয়ে অবাক্ হইয়ে মুরছি পড়য়ে কাম !

আমার মনে হয়—অলঙ্কার যেমনই হোক্, সুন্দর বসনে তোমায় হয়তো আরো মানায় ভাল।

বিষ্ণু। (হাসিলেন)

নিমাই। আর একটা অভাব মনে হ'চ্ছে; এক ছড়া ফুলের মালা ! এখন আর নূতন মালা কোথায় পাই, আমার এই গলার মালাটি

পর। (নিমাই নিজের গলা হইতে ফুলের মালা খুলিয়া লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে পরাইয়া দিলেন)

বিষ্ণু। (নিমাইকে প্রণাম করিলেন, পরে বলিলেন) আজ আবার নতুন ক'রে মাল্যদান না কি ? তা আমার যে নেই, আমি কি দেব ?

নিমাই। (বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত দু'খানি নিজের গলায় রাখিয়া) এই ভুজবল্লরী !

বিষ্ণু। (ধীরে ধীরে হাত নামাইয়া লইলেন, পরে বলিলেন) আজ বিয়ের রাত্তিরের কথা মনে প'ড়ছে। মালা বদলের পর যখন তোমার সঙ্গে বাসরে যাই, পথে হোঁচট্ লেগে আমার পায়ের আঙ্গুল কেটে গেল ; আমি প'ড়ে যাচ্ছিলাম ; তুমি তোমার পা দিয়ে কাটা আঙ্গুল চেপে ধ'রে বল্লে, 'ভয় কি ! আমি তোমার পাশে আছি'। তোমার মনে আছে ?

নিমাই। আমি তো তোমার পাশেই আছি।

নেপথ্যে একজন ভিখারিণী হাঁকিল,—"ভিক্ষে দাও গো !"

বিষ্ণু। কে বুঝি ভিখিরি এলো ?

নিমাই। আমি দেখছি। (দরজা খুলিয়া দিলেন)

[বিষ্ণুপ্রিয়া দাওয়ার উপরে উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইলেন]

(নিমাইয়ের পিছনে একজন ভিখারিণী প্রবেশ করিল)

[সঙ্গে তার একটি পাঁচ বছরের মেয়ে। ভিখারিণীর রং রৌদ্রে পোড়া, তামাটে, মাথায় রুক্ষ চুল, হাঁটু পর্য্যন্ত একটা ময়লা গড়া পরা, মেয়েটা ক্ষুধায় ধুঁকিতেছিল]

ভিখা। বাবা, কিছু খেতে দ্যান,—(বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখিয়া) এই যে নক্ষ্মীঠাক্‌রেণ,—যা হোক ক্যান্না—এই বিটি ছাঁকে কিছু খ্যাতে দ্যান ; তিন দিন উপুসী মা ! ল'ড়তে পারেনি, এই টেনে হিঁচ্‌ড়কে আনচি।

নিমাই। ব'স মা ব'স। (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) দেখ, ঠাকুরের প্রসাদি মিষ্টি আর কিছু জলপান এনে দাও।

[বিষ্ণুপ্রিয়া ভিতরে গেলেন, ভিখারিণী বসিল, মেয়েটী ক্ষুধার জ্বালায় তার মায়ের কোলে ঢলিয়া পড়িল]

নিমাই। তোমাদের তিন দিন খাওয়া হয়নি ! কোন্ গাঁয়ে ঘর ?

ভিখা। এই বিচ্‌রেমপুর ; ল'দে হতে ছ' কোশ।

নিমাই। বিশ্রামপুর ?

ভিখা। হিঁ বাপ্।

নিমাই। তোমাদের কেউ নেই ?

ভিখা। (দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) থেকেও নেই বাবাঠাকুর !

[এই সময় বিষ্ণুপ্রিয়া একটি টুক্‌রি করিয়া কিছু খৈ-মুড়কী ও নারিকেল নাড়ু লইয়া আসিলেন]

ভিখা। নক্ষ্মী মা,—আগে একটু জল দ্যান্, গলাডা ভিজ্‌ইয়ে নিক্ ! নইলি ছুঁড়ীডার বুকে এটকে মরি যাবে।

বিষ্ণু। (নিম্নস্বরে) আঁচল পেতে এগুলো নাও, আমি জল আনছি।

ভিখা। আঁচল কি আছেন মা,—ঝাঁঝ্‌রি হ'য়ে গেইচেন। এই মাটীতেই ঢেলে দ্যান্।

বিষ্ণু। (নিমাইয়ের মুখের দিকে চাহিলেন),

নিমাই। ঐ শুদ্ধই দাও।

বিষ্ণু। (টুকরিশুদ্ধ খাবার রাখিয়া জল আনিতে গেলেন)

কন্যা। (এক মুঠো খাবার লইয়া) আমি জল খাবনি—ই-ই খাব।

ভিখা। (হাত ধরিয়া) আরে থাম্—থাম্ ছুঁড়ী! এক্কুনি যমের ঘর যাবি শুক্‌নো খালি। জল দিয়ে ভিজুইয়ে খা।

[বিষ্ণুপ্রিয়া ঘটী করিয়া জল লইয়া আসিলেন]

বিষ্ণু। (নিমাইয়ের দিকে চাহিয়া) এই ঘটীশুদ্ধই দিই।

নিমাই। তাই দাও।

ভিখা। না মা, না ; ও টুক্‌নি রাকেন, টুক্‌নি নিয়ে গেলি আস্তায় এক্কুনি চৌকীদারে চোর বলি ধরবে। আপনি হাতে ঢেলে ছ্যান্ মা ; (কন্যার প্রতি) চ' ছুঁড়ী, ওই আদাড়ের দিকি,—জল খেয়ে তবে গিলিস্।

নিমাই। না, ওদিকে যেতে হবে না। তুমি ঐখান থেকে জল খেয়ে এস। (নেপথ্যের দিকে স্থান দেখাইয়া দিলেন)

[নিমাই নির্নিমেষ নয়নে উহাদের দেখিতে লাগিলেন]

নিমাই। মানুষকে মানুষ এমনি জন্তু ক'রেই রেখেছে! উঠানে ব'সে তৃষ্ণার জল খাবারও ওর আর সাহস নাই!

(বিষ্ণুপ্রিয়া, ভিখারিণী ও তাহার কন্যার পুনঃ প্রবেশ)

ভিখা। মেয়েডা জল খেয়ি বাঁচলো। নে, এইবার খা, আমি বুড়ো মাগী, একন আর খাবনি, গঙ্গায় ডুবডো দিয়ে খাব'খুনি।

[মেয়েটি জলপান খাইতে লাগিল]

নিমাই। তোমরা কোন্ জাত ?

ভিখা। আমরা চাঁড়াল।

নিমাই। তোমাদের কেউ থেকেও নেই কেন ?

ভিখা। আর কি ব'লবো বাবা, এর বাপ আজ ছ' মাস হো'ল মোচলমান হ'য়েচেন। আমি তকন বাপের ঘর—সেকানেই শুন্নু ; বাপ ব'ল্লে—'চ' রেকে আসি সেকেনে ; নইলি তোর খোরাক যোগাবে কে ?' আমার কিন্তন যাতি পিরবিত্তি হ'ল না। বাপ পীড়াপীড়ি করতি নাগলো', শ্যাষে খাতি দেবার ভয়ে মা'র ধরলো, কি করি ? মেয়েডারে ক্যাকালি করি বাপের ঘর হতি পালালাম। তারপর থে এই ভিক্যে করি। এই হাল।

কন্যা। মা, বাবার কাছে চ'।—

ভিখা। প্যাট পুরেচে কিনা—একোন বাবার জন্যি পেরাণডা কাঁদচে। যা, জাত-জন্ম খোয়া গে যা—হারামজাদী !

নিমাই। তোমার স্বামী মুসলমান হ'ল কেন ?

ভিখা। একলা কি সে হ'য়েচে ! শোনলাম গাঁ শুদ্ধ, সবাই হ'য়েচে—এই আমাদের জাত যত—সব্বাই।

নিমাই। কেন ?

ভিখা। সেকানকার হেঁদু জমিদার মুনিবির মারির ঠেলায়। মার খেয়ে খেয়ে সব পরামর্শ আঁটলে, তারপর শোনলাম—গাঁ শুদ্দু মোচলমান হ'য়ে জমীদার বাবুরি সব এক ঘ'রে ক'রেচে।

বিষ্ণু। তুমি তোমার স্বামীর কাছে গেলেনা কেন ?

ভিখা। পিরবিত্তি হ'লনা—মা। নইলি সে খবর পেঠিয়েলো। চোদ্দপুরুষির জাত খোয়াব ? আসি মা, গড় করি ; গড়

করি বাবাঠাকুর! তোমরা আজা হও—আণী হও। চ'—পুঁটী—চ'।

কন্যা। বাবার কাচে নাবি?

ভিখা। হ্যাঁ—যমির বাড়ী যাব—চ'।

[উভয়ের প্রস্থান।

নিমাই। শুনলে?

বিষ্ণু। হ্যাঁ।

নিমাই। এদের কেউ নেই।

বিষ্ণু। না।

নিমাই। সত্যই কেউ নেই?

বিষ্ণু। কি জানি!

নিমাই। তুমি আছ—আমি আছি—আর আর

বিষ্ণু। কি?

নিমাই। পারবে?

বিষ্ণু। কি?

নিমাই। আমার বন্ধন মুক্ত ক'রতে! একবার বাইরে গিয়ে দাঁড়াব,—ঘরের বাইরে, সংসারের বাইরে, জাতির বাইরে; এই চণ্ডালদের বুকে তুলে নেব; এই বুকে,—এই বাহু বেড়ে,—ব'লবো, ওরে তোরাও মানুষ, আমরাও মানুষ; তোরা কুকুর ন'স, কাক বক্‌ ন'স, তোরা মানুষ—এই আমারই মত মানুষ! কে কোথায় আছিস তোরা—দীনের দীন,—হীনের হীন—ওরে পদদলিত—ওরে অত্যাচার-পীড়িত, ওরে চণ্ডাল—ওরে অস্পৃশ্য, আয় আয়—এই বুকে আয়—আমার বুক জুড়িয়ে দে,—আমার সঙ্গে তোরা একবার বল্‌, "কৃষ্ণরে—বাপরে

আমার," তোদের জাতে তুলে নিই, তোদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাক্, সকল দৈন্য ঘুচে যাক্। ওরে, আমরা যে এক বাপের ছেলে! আমরা যে এক গোষ্ঠী—কৃষ্ণের গোষ্ঠী! আমাদের যে এক ইষ্ট—শ্রীকৃষ্ণ!

[বিষ্ণুপ্রিয়া অবাক্ হইয়া নিমাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া আছেন ; তাঁহার চোখে জল]

(বিষ্ণুপ্রিয়ার ছোট ভাই—শ্রীমন্ত, বয়স বছর বার তের, প্রবেশ করিল)

শ্রীমন্ত। এই যে দিদি! এই যে মিশ্র মশাই ; প্রণাম! (নিমাইয়ের মুখের পানে চাহিয়া, পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখ দেখিয়া, নিম্ন স্বরে বলিল) দিদি, তোমাদের মুখ অমন কেন! চোখে জল, কি হ'য়েছে?

[বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর করিলেন না, নিমাই ক্রমশঃ আত্মস্থ হইয়া ধীরে ধীরে শ্রীমন্তের কাছে গেলেন। বিষ্ণুপ্রিয়াও সামলাইয়াছেন ; তাঁর অবগুণ্ঠন সরিয়া গিয়াছিল, তিনি অবগুণ্ঠন টানিয়া দিলেন

নিমাই। শ্রীমন্ত, তোমার দিদিকে নিতে এসেছ?

শ্রীমন্ত। হ্যাঁ মিশ্র মশাই ; বাবা পাঠিয়ে দিলেন ; ডুলি বেহারা সঙ্গে দিয়ে, দিদিকে এখ্খুনি যেতে হবে। কাল মা এসে মাউই মাকে ব'লে গেছেন। আপনি তখন বাড়ী ছিলেন না, দিদি জানে, না দিদি?

নিমাই। আমিও জানি, আমিও শুনেছি। তুমি যাও—আর দেরী করো না।

বিষ্ণু। মা ফিরে আসা পর্য্যন্ত থাকি।

নিমাই। না, তিনিতো ব'লেই গেছেন, তুমি যাও।

শ্রীমন্ত। দিদি, তোমার দেরী ক'রলে কিন্তু হবেনা; আমার অনেক কাজ, এখনো ক' বাড়ী নেমন্তন্ন সারতে হবে।

নিমাই। কৈ, আমায় নিমন্ত্রণ ক'রলেনা? কেবল দিদি বুঝি আপনার লোক?

শ্রীমন্ত। তা বৈ কি! এ যে কেবল মেয়ে নেমন্তন্ন, না দিদি? তা বেশ তো, আপনি যদি যান, শাড়ী প'রে চলুন—এয়ো হবেন।

নিমাই। তবে তোমার দিদিই যান। (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) যাও, আর দেরী ক'র' না।

বিষ্ণু। (জনান্তিকে নিমাইয়ের প্রতি) মাকে ব'লো, আমায় সকাল সকাল যেন আনতে পাঠান। আমার যেতে কেমন অস্বস্তি হ'চ্ছে।

নিমাই। আচ্ছা, ব'লবো।

বিষ্ণু। তোমার ঘরে পান সেজে রেখেছি। (প্রণাম করিলেন) আসি তবে?

নিমাই। এস।

বিষ্ণু। (শ্রীমন্তের প্রতি) চল ভাই।

শ্রীমন্ত। এস; মিশ্র মশাই প্রণাম। আসি।

[শ্রীমন্ত ও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

নিমাই। আনন্দ প্রতিমা! স্বর্গে তুমি বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী, আর এই মর্ত্ত্যে আমার সর্ব্বস্ব! তোমার মলিন মুখ কল্পনা ক'রতেও আমার প্রাণ কেঁপে ওঠে!

নেপথ্যে জনৈক ব্রাহ্মণ।—এই কি নিমাই পণ্ডিতের বাড়ী? পণ্ডিত কি বাড়ী আছেন?

নিমাই। কে ডাকে? ভিতরে আসুন।

(ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

[বয়স ষাট ; শীর্ণাকার, মাথার চুল রুক্ষ ; পরণের কাপড় ও উত্তরীয় পথপর্য্যটনে মলিন ; গভীর মর্ম্মবেদনায় ও অত্যধিক নৈরাশ্যে এবং আজীবন দারিদ্র্যে স্বভাবও রুক্ষ, কথা বলেন—একটু বেশী, মনে করেন, তাঁর বক্তব্য লোকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না]

ব্রাহ্মণ। আপনি নিমাই পণ্ডিত ?

নিমাই। হ্যাঁ মশায়।

ব্রাহ্মণ। আমার পরিচয় দিচ্ছি। আমি গৌড় থেকে আসছি। ব্রাহ্মণ—তাতো বুঝতেই পারছেন। আগে আমার নমস্কার নিন্।

নিমাই। নমস্কার। আসুন। জল আনি ; পা ধুয়ে বসুন। আপনাকে শ্রান্ত দেখছি, পরে আপনার কথা শুনবো।

ব্রাহ্মণ। বসবার অধিকার আছে কি না, না জেনে ব'সবো না। শ্রান্ত হ'লেও, এত শ্রান্ত নই যে, দাঁড়িয়ে আপনার সঙ্গে দু'টো কথা কইতে না পারি!

নিমাই। বেশ, আপনার কি বক্তব্য বলুন।

ব্রাহ্মণ। পূর্ব্বেই ব'লেছি, আমি গৌড় থেকে আসছি। আমি গৌড়ের ভূতপূর্ব্ব রাজা সুবুদ্ধি রায়ের একজন প্রতিপালিত ব্রাহ্মণ—অন্নদাস!

নিমাই। আমার কাছে কি প্রয়োজন ?

ব্রাহ্মণ। বিধর্ম্মী শত্রুরা সুবুদ্ধি রায়কে শুধু রাজ্যচ্যুত ক'রে সন্তুষ্ট হয়নি, তাদের ব্যবহারে সুবুদ্ধি রায় আজ সমাজ-চ্যুত—জাতি-চ্যুত!

নিমাই। সুবুদ্ধি রায়ের কথা বাংলার কে না জানে! তার পর ?

ব্রাহ্মণ। রাজ্যহারা রাজার আজ আর গৃহ নেই, পুত্র-পরিজন নেই,

আত্মীয় স্বজন নেই, বন্ধু-বান্ধব নেই। স্বজাতির উটজ প্রাঙ্গণেও তাঁর আজ প্রবেশের অধিকার পর্য্যন্ত নিষেধ! কিন্তু যে জন্য তাঁর এই অবস্থা, তার জন্য দায়ী তিনি নন্। শত্রুরা জোর ক'রে বন্দী রাজার মুখে জল ছিটিয়ে দেয়, সেই অপরাধে তাঁর এই সামাজিক দণ্ড!

নিমাই। এও আমি জানি।

ব্রাহ্মণ। রাজা রাজ্য হারিয়েছিলেন, গৃহ হারিয়ে পথে দাঁড়ালেন। এক-দিন যারা, রাজা চ'লে গেলে, তাঁর পায়ের তলার যে ধুলা আদরে অঙ্গে মাখতো, সেই পথের ধুলা তাঁর মুখে ছড়িয়ে দিয়ে ব'ল্লে—এর জাতি নেই, ধর্ম্ম নেই, এ আর হিন্দু নয়, এর ছায়া স্পর্শেও পাপ!

নিমাই। রাজা এখন কোথায়?

ব্রাহ্মণ। লজ্জায়—ঘৃণায়—অপমানে—মনস্তাপে—আত্মগোপন ক'রে তিনি এখন আমার কুটীরে! আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ; প্রায় ভিখারী। সংসারে আমার আপনার বলবার কেউ নেই। আমার সমাজই বা কি? জাত-ই বা কি? আর ধর্ম্ম? সমাজচ্যুত রাজাকে আশ্রয় দিলে যদি ধর্ম্ম যান, তিনি স্বচ্ছন্দে যেতে পারেন। তাতে আমার মত হতভাগ্যের ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নেই।

নিমাই। আপনি নবদ্বীপে এসেছিলেন কেন?

ব্রাহ্মণ। সমাজের যাঁরা শীর্ষস্থানীয়—সমাজের যাঁরা নিয়ন্তা, জাতি-ধর্ম্মের যাঁরা রক্ষক, রাজার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে তাঁদের অভিমত জান্‌তে। বাইরে বাংলার রাজা যিনিই হ'ন, যে জাতি বা যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী বাংলা শাসন করুন—বাংলার সত্যকার রাজা—সত্যকার শাসনকর্ত্তা বাংলার ব্রাহ্মণ—অধ্যাপক ব্রাহ্মণ—শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ! তাই তাঁদের

কাছে জান্‌তে এসেছিলেম—সুবুদ্ধি রায় এখনো হিন্দু, না সত্যই বিধর্ম্মী? আর যদিই বিধর্ম্মী হন, তাঁর সমাজে ওঠ্‌বার কোন প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না?

নিমাই। তাঁদের কি অভিমত জান্‌লেন?

ব্রাহ্মণ। এই তাঁদের পাঁতি, এই দেখুন। এতে স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্বাক্ষর আছে; নৈয়ায়িক রঘুনাথের স্বাক্ষর আছে, বাচস্পতি কৃষ্ণানন্দের স্বাক্ষর আছে, ভবানন্দের স্বাক্ষর আছে, আরও কত প্রাচীন ও অর্ব্বাচীনের স্বাক্ষর। এঁরা সকলেই ব্যবস্থা দিয়েছেন, রাজার ইহকাল তো গেছেই, যদি পরকালের কল্যাণ চান, তা হ'লে তাঁকে তপ্ত ঘৃত পানে, কিম্বা তুষানলে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হবে। এই দেখুন, দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন।

[নিমাই পাঁতি লইয়া পাঠ করিলেন
কিছুক্ষণ পরে—]

নিমাই। দেখ্‌ছি—রাজা আর হিন্দু নন, হিন্দুর ধর্ম্মে, হিন্দুর আচার-নিষ্ঠায় তাঁর আর অধিকার নাই; আর তাঁর অনিচ্ছাকৃত এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত প্রাণ বিসর্জ্জন! নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণের অভিমত এই। তারপর, ব্রাহ্মণ, আমার কাছে এসেছেন কি মনে ক'রে?

ব্রাহ্মণ। সকল পণ্ডিতের স্বাক্ষরই নেওয়া হ'য়েছে, কেবল একজনের নেওয়া হয়নি। সে একজন নিমাই পণ্ডিত! পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপে তাঁর স্থান সকলের উপরে। পাঁতি অসম্পূর্ণ রাখবো না, তাই আপনার কাছে এসেছি জানতে—আপনার কি মত?

নিমাই। আমার মত? আমার? আমি পণ্ডিত? না-না—আপনি

ভুল শুনেছেন—আমি পণ্ডিত নই; সে অভিমান আমার নেই—আমি মূর্খ; অফল শাস্ত্র ন্যায়, অফল শাস্ত্র স্মৃতি—আমি কবে সে সব গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছি! অধীত বিদ্যা, না না বিদ্যা নয়, ভক্তি-শূন্য বিদ্যা, শ্রদ্ধাশূন্য বিদ্যা,—যে বিদ্যা মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে, মানুষের মৃত্যুর বিধান করে, মানুষকে নাস্তিক করে, সে বিদ্যার নামে অবিদ্যা! আমি তাকে কবে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছি। ব্রাহ্মণ, আমি আর নিমাই পণ্ডিত নই, আমি মূর্খ, আমি হীন! আমার অভিমতে আপনার কি হবে?

ব্রাহ্মণ। তবু আমি একবার শুনবো।

নিমাই। আমার অভিমত? কে গ্রাহ্য ক'রবে, কে শুনবে? দেশ এখন চক্ষু থাকতে অন্ধ, কর্ণ থাকতে বধির! তবু যদি আমার অভিমত শুনতে চান, শুনুন ব্রাহ্মণ! আর আপনার রাজাকে গিয়ে বলুন,—তিনি যদি সত্যই তাঁর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে থাকেন, তাঁকে গিয়ে বলুন—তাঁর ধর্ম্ম যায়নি—জাতি যায়নি, তিনি এখনো হিন্দু; তার চেয়েও বড়—তিনি এখনো মানুষ! তাঁকে বলুন—যে, নবদ্বীপের নিমাই বলেছে—

"মুচি হ'য়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"—

কৃষ্ণের সংসার, কে কার জাত রাখে—কে কার জাত মারে? এই নিন্, যদি আমার কথায় বিশ্বাস হয়, এই পাঁতি পণ্ডিতদের ফিরিয়ে দিন্, তাঁদেরও বলুন—অপণ্ডিত নিমাই নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের পাঁতি উল্টে দিয়েছে।

ব্রাহ্মণ। একি শুনলেম? একি অমৃত পান ক'রলেম? "মুচি হ'য়ে

শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে!" নিমাই, নিমাই! তুমি আজ শুধু সুবুদ্ধি রায়কে রক্ষা ক'রলে না, আমি দেখতে পাচ্ছি, তুমি আজ হিন্দুকে রক্ষা ক'রলে—হিন্দুর জাতি রক্ষা ক'রলে—হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষা ক'রলে। আমার যাত্রা নিষ্ফল হয়নি। আমার নবদ্বীপে আসা সার্থক হয়েছে, আমি চূড়ান্ত ব্যবস্থা পেয়েছি! হাঁ, একটা কথা; রাজা যদি আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চান, তাঁকে কি এখানে একবার আনবো?

নিমাই। না, এখানে নয়, এখন নয়। রাজাকে সপরিবারে কাশীবাস ক'রতে বলুন। তাঁকে ব'লবেন, সময়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

ব্রাহ্মণ। আমি যাই। আর বিলম্ব ক'রবো না; রাজাকে এই কথা বলিগে। পণ্ডিত, তোমায় নমস্কার! তোমায় নমস্কার!

[ব্রাহ্মণের প্রস্থান।

নিমাই। আর কত সহ্য ক'রবো? মানুষের উত্তপ্ত চোখের জল আমার বুকের ভিতরটা জ্বালিয়ে দিলে—পুড়িয়ে দিলে! কোথায় আমার আপনার জন, নির্ব্বান্ধব দেশে আমার বন্ধু—আমার প্রিয়—আমার প্রাণের প্রাণ, কোথায় তোরা, আয়—আয়! বাংলা ম'রে গেছে—বাঙালী ম'রে গেছে, ওরে অমৃতের পুত্র! তোরা আমায় ভুলে কোথায় আছিস্—আয়! প্রেমময়ের অমৃতের ভাণ্ডার লুটে এনে সেই মৃত্যুহরা সুধা একবার এই শ্মশানে ছড়িয়ে দে,—মৃত পুনর্জ্জীবিত হোক—আমার কৃষ্ণের বাঁশী আবার বাজুক—আবার বাজুক!

(নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি
ভক্তগণের প্রবেশ)

নিত্যা। একি নিমাই, আজ সকালেই যে কীর্ত্তনে বেরুবার কথা; তোমার কি মনে নেই।

গদাধর। ভাই, তোমায় আজ অমন বিমর্ষ দেখছি কেন? কীর্ত্তনে স্ফূর্ত্তি নেই, মুখ মলিন! কি হ'য়েছে ভাই!

নিমাই। কফ নিবারিতে পিপ্পলী খাইনু,
কি ফল ফলিল তাহে?
ব্যাধির না হ'ল উপশম,
রোগ বৃদ্ধি দিনে দিনে!
কহ, জ্যেষ্ঠ সম পূজ্য নিত্যানন্দ বীর,
কহ গদাধর
কহ, কেন ধরি নরদেহ এই?
কেন করি ব্যাধির পোষণ?
কেন বহি শৃঙ্খলের ভার?

নিত্যা। কেন নিমাই, আজ হঠাৎ এ কথা ব'ল্‌ছো? কেন আজ তোমার এ ভাবান্তর? তুমি কি চাও?

নিমাই। বিপুল এ ধরা,
লক্ষ কোটী অধিবাসী তার,
নিরর্থক হাসে কাঁদে উন্মত্তের প্রায়!
অর্থশূন্য কার্য্যের উদ্যোগ,
অনাচার—অত্যাচার স্বার্থ-সিদ্ধিহেতু,

ধর্ম্ম মাত্র আবরণ তার !
মুখে বলে ঈশ্বর—ঈশ্বর,
কোথায় ঈশ্বর ?
শাস্ত্র ধরে তরবারি ধার,
কূট বিদ্যা—রজ্জু বন্ধনের,
আচারের যূপকাষ্ঠে
দুর্ব্বলের বলি শত শত !
নিত্য এই দুর্গতি অপার,
সহিতে না পারি আর।
বুঝিতে না পারি,
কত দিনে হবে দূর
এই মিথ্যা—এই ছায়া—এই অন্ধকার !

নিত্যা। নিমাই, নিমাই, তাহ'লে সত্যই কি তুমি—গৃহত্যাগ ক'রে—

নিমাই। এখন প্রকাশ ক'রো না। সেদিন তো তোমায় সবই ব'লেছি। আমার এ মহাকার্য্যে তুমিই প্রধান সহায়! তুমি আর অদ্বৈত! গদাধর—গদাধর! চোখের জল না ফেলে জগতে কোন্ মহাকার্য্য সাধিত হ'য়েছে ? নিত্য সঙ্গী, মুখ মলিন ক'রো না।

(বৃদ্ধ তাপসের প্রবেশ)

তাপস। কোথায় নিমাই পণ্ডিত ? কোথায় সে ?

নিত্যা। কেন ব্রাহ্মণ, কেন নিমাই পণ্ডিতকে ? এই যে তিনি তোমার সামনে।

তাপস। কাল রাত্রে তোমরা শ্রীবাসের বাড়ীতে কীর্ত্তন ক'রছিলে—না ?

নিত্যা। হ্যাঁ, প্রভু।

তাপস। দরজা বন্ধ ক'রে কীর্ত্তন ?

নিত্যা। "অন্তরঙ্গ সঙ্গে করে রস আস্বাদন, বহিরঙ্গ সঙ্গে করে নাম সংকীর্ত্তন"! রসের কীর্ত্তন, ঠাকুর, সেখানে যে অন্তরঙ্গ ভিন্ন আর কারোর প্রবেশের অধিকার নেই।

তাপস। অধিকার নেই, এ নিয়ম কে ক'রলে ? নিমাই পণ্ডিত কি ?

[নিমাই ব্রাহ্মণ তাপসের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে বলিলেন]

নিমাই। হ্যাঁ ব্রাহ্মণ, দাসই এ নিয়মের জন্য দায়ী ; আর কেও নয়।

তাপস। ওঃ—তাই বটে! এতদূর অহঙ্কার তোমার ? এতদূর স্বার্থপরতা ? দুর্লভ রসের আস্বাদ—সে রস উপভোগ ক'রবে—নিজ-জন নিয়ে, আর জগতের লোক তা থেকে বঞ্চিত থাকবে ? শুধু তাই নয়, কাল কোন উপায়ে আমি শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রবেশ ক'রেছিলেম! কিন্তু সেখানে এক অর্ব্বাচীন আমায় থাকতে দিলে না, আমায় বার ক'রে দিয়ে দ্বার বন্ধ ক'রে দিলে। কিন্তু শোন নিমাই পণ্ডিত, আমি যদি ব্রাহ্মণ হই, তপস্যায় যদি কিছুমাত্র পুণ্য সঞ্চয় ক'রে থাকি, এ ঔদ্ধত্যের, এ অবিচারের ফল তুমি পাবেই পাবে, কেননা তুমি নিজ মুখে স্বীকার ক'রেছ—এ নিয়ম তোমারই।

নিমাই। হ্যাঁ প্রভু, এ নিয়ম আমারই।

তাপস। বেশ, তবে এ নিয়মের ফল ভোগ কর ; আমি তোমায় অভিশাপ—দিচ্ছি, ব্রাহ্মণ তাপস আমি, আমার এই উপবীত খণ্ড খণ্ড ক'রে তোমার পায়ে রেখে তোমায় অভিশাপ দিচ্ছি,—তুমি যেমন আমায় কীর্ত্তনানন্দের সুখ হ'তে বঞ্চিত ক'রেছ, তেমনি তুমি চিরজীবনের

মত সংসার-সুখ হ'তে বঞ্চিত হবে। চন্দ্রসূর্য্য যদি মিথ্যা হয়, তবু আমার এ অভিসম্পাত কখনো মিথ্যা হবে না।

[তাপসের কথা শেষ হইবার একটু পূর্ব্বেই শচীদেবী স্নান করিয়া ফিরিয়াছেন—অভিশাপ শুনিয়া তিনি বিহ্বল হইলেন, কাতর কণ্ঠে বলিলেন]

শচী। কি ক'রলে ব্রাহ্মণ—কি ক'রলে? কাকে অভিসম্পাৎ দিলে? ও যে আমার নিমাই—আমি যে সর্ব্বস্ব হারিয়ে আজো ওকে বুকে ক'রে বেঁচে আছি। আমার বিশ্বরূপ সংসার ছেড়ে গেছে, আজ নিমাইকে সংসার ছাড়া ক'রলে? ফিরিয়ে নাও—ব্রাহ্মণ, ফিরিয়ে নাও, তোমার অভিশাপ ফিরিয়ে নাও, আমার প্রাণ বাঁচাও। আমি বড় দুঃখিনী—বিনাদোষে আমার মাথায় বজ্রাঘাত করোনা।

[তাপসের পদতলে পড়িলেন]

তাপস। সত্যাশ্রয়ী আমি, যে বাক্য একবার উচ্চারণ ক'রেছি, তা আর প্রত্যাহার ক'রতে পারিনা।

নিমাই। তার প্রয়োজনও নাই ব্রাহ্মণ! আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করুন; এ তো অভিসম্পাৎ নয়—এ আপনার আশীর্ব্বাদ! আপনি চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষ্য রেখে আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন; আমিও চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী ক'রে আপনার সেই আশীর্ব্বাদ মাথায় তুলে নিলেম।

[খণ্ড উপবীত মস্তকে ধারণ করিলেন; সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন]

দ্বিতীয় দৃশ্য

নবদ্বীপ—গঙ্গাতীরস্থ পথ

চণ্ডেশ্বর, রত্নেশ্বর ও পঞ্চানন

[তিনজনেই অধ্যাপক। চণ্ডেশ্বরের বয়স ষাট পঁয়ষটি ; মুখ চোখ দুরভিসন্ধিতে ভরা ; চিরকাল নিরীহের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছেন। কাহারও উন্নতি বা ভাল দেখিতে পারেন না, দলপতি। রত্নেশ্বর—বয়স পঞ্চাশ ; সরল, তবে দলে থাকেন, দল পাকান। পঞ্চানন, বয়স চল্লিশ ; জয়কেতে ; যে দিকে দলে পুরু—সেই দিকেই ভিড়েন। লোকের,—সে যেই হোক না কেন, অনিষ্ট করিতে পারিলেই আনন্দ ; তিনজনেরই টোল আছে ; তিনজনেই গোঁড়া পুরাতন পন্থী, বৈষ্ণব-বিদ্বেষী ; নিমাইয়ের দলের উপর ভারি চটা।]

চণ্ডেশ্বর। চাল কেটে তুলে দিতে হবে ; বুঝলে হে—চাল কেটে তুলে দিতে হবে ; শুধু কথায় কিছু হবে না। এত বড় স্পর্দ্ধা, নবদ্বীপের যারা মাথা, তাদের পাঁতি কেটে উল্‌টে দেয় ?

পঞ্চা। উনি—ঠাউরেছেন কি ? জগন্নাথ মিশ্রের বেটা,—আমাদের চোখের সাম্‌নে জন্মাল, আজ আর দুনিয়াকে দৃক্‌পাত নেই ? আজ সুবুদ্ধি রায়কে জাতে তুলতে যাচ্ছেন ; কাল ছিরে চাঁড়ালকে পূজোর দালানে বসাবেন আর কি !

রত্নেশ্বর। তাই বটে ! বুকের পাটা দিন দিন বেড়েই চ'লেছে ! মুচিকে কেষ্ট ভজাবেন, শাস্তর—পুড়িয়ে বোষ্টম হ'য়েছেন ! ও-সব নূতন ঢং নদেয় চ'লবে না। নেচে গেয়ে ধর্ম্ম !

চণ্ডেশ্বর। শাসন এবার নিজেদের হাতে নিতে হবে ; দেখি, ও কি ক'রে এখানে বাস করে ?

পঞ্চা। ওর কুশপুত্তলিকা ক'রে বাড়ীর সামনে পোড়াও ! জানুক যে, আমরা এখনো বেঁচে আছি। সুবুদ্ধি রায়—মহাপাপী, এক বেটা তার অন্নদাস, হাত মুখ নেড়ে ব'লে গেল দেখলে ! নিমাই হ'তে নদের মুখ পুড়লো !

(চাপাল গোপালের প্রবেশ)

চাপাল। কালী কুলাও—কালী কুলাও !

চণ্ড। এই যে চাপাল ! (জনান্তিকে সঙ্গীদের প্রতি) দেখ, এই চাপালটাকে সঙ্গে নিতে হবে, ও ষণ্ডা আছে, ও দু'ঘা খেতেও পারবে, দু'ঘা দিতেও পারবে।

চাপাল। না ! আর ছোঁড়াটাকে রাখতে পারলুম না। গেল—এইবারেই গেল।

পঞ্চা। কার কথা হে কার কথা ব'লছো—কে গেল ?

চাপাল। ওই—তোমাদের ও পাড়ার নিমাই। ছোঁড়াটা ছিল ভাল, কাল ক'রলে গুরুদেবকে ঘেঁটিয়ে। কালী কুলাও—কালী কুলাও !

রত্নেশ্বর। চাপাল, তা হ'লে শুনেছ ? ন'দের অধ্যাপকের পাঁতি উল্‌টে দেছে নিমাই ?

চাপাল। শুনিছি বৈ কি বাবা, সব শুনিছি। এতদিন পাল জড় ক'রে কীর্ত্তন গেয়ে বেড়াত, লোকে কিছু ব'ল্‌তো না, ক্রমে ধর্ম্মে হাত ? এবার এখানকার ভাত উঠলো দেখছি—আর উপায় নেই। তবু আমি অনেক চেষ্টা ক'রেছিলাম।

চণ্ডে। কিসের চেষ্টা ক'রেছিলে হে ?

চাপাল। ছোঁড়াটাকে বাঁচাবার। তা পাল্লুম না। ধর্ম্ম কথা ওর কানেই ঢুকলো না, তন্ত্র বুঝলে না। বল্লুম, নিমাই, ও হরি হরিতে কিছু হবে না। তন্ত্র ধর, আনন্দ পাবে। এমন ধর্ম্ম কি আর আছে ? ব্যান্নন রাঁধতে হয় না—ব্যা—ব্যা—ডাক শুনলেই কাঁসী কাঁসী ভাত ওঠে! তার উপর আনন্দ! এক পাত্র চড়াও—ব্যস, কুলকুণ্ডলিনী অমনি সোজা ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে ঠেলে উঠলেন! কালী কুলাও—কালী কুলাও!

পঞ্চা। চাপাল চল—ঐ নিমেটার বাড়ী গিয়ে, ওকে ডেকে সোজা জিজ্ঞাসা করি—ওর ওই কেষ্ট ভজা ছেড়ে, আমরা পাঁচজনে যেমন আছি, তেমনি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'রে ব্রাহ্মণের আচারে থাকবে কি না ? যদি বলে থাকবো, হ্যাঁ, কোন কথা নেই, দিব্যি গঙ্গা নাও, টোলে ছেলে পড়াও, স্মৃতির অনুশাসন মান আর শান্তশিষ্ট ভদ্রলোকের মত থাক।

রত্নে। আর যদি বেসুরো গাও, তা হ'লে আর কোন কথা নয়, চালাও লাঠি!

চাপাল। কিছু ক'রতে হবে না বাবা, তোমাদের আর কিছু ক'রতে হবে না। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ—তাঁর চেলা আমি! তোমাদের কিছু ক'রতে হবে না ; ও যা কিছু করবার তা আমিই সেরে দেব।

পঞ্চা। কি ক'রবে বলতো ?

চাপাল। সামনের এই অমাবস্যা পর্য্যন্ত একটু চেপে যাওনা, তারপর দেখবে কি করি ? ছিন্নমস্তার হোমের ব্যবস্থা হ'চ্ছে। এক—একটা বিল্বপত্র হোমের আগুনে ছাড়া—আর এক এক বেটা নেড়ার মাথা অমনি চড়াং! কালী কুলাও—কালী কুলাও!

রত্নে। আরে রেখে দাও॰ তোমার ছিন্নমস্তার হোম। তোমাদের ভণ্ডদের ও-বাবা ভেল্‌কী! ও সিঁদুরের ফোঁটায় আর বিল্বপত্রে কিছু হয় না। তুমিও তো সেদিন রাত্তিরে ওদের কীর্ত্তনের সময় শ্রীবাসের সদরে এক কলসী মদ, একটা বলির পাঁটা, আর সব কি কি রেখে এসেছিলে, তাতে ওদের কি হ'ল? ওরা তো শুনলুম হাড়ি ডেকে সে সব ফেলিয়ে দিলে।

পঞ্চা। আর তারপর থেকেই তো, তোমার নাক ফুলছে, হাতের আঙ্গুল ফুলছে দেখছি।

চাপাল। তোমাদের যেমন বুদ্ধি। ব্যাটারা সব আমার ফুল্‌তে দেখছেন। ওরে আহাম্মোক, তন্ত্র সাধনার গোড়ায় অমন একটু আধটু সব ফোলে, তারপর আনন্দে একবার স্থিতি হ'লে, ব্যস্—কালী কুলাও —কালী কুলাও!

পঞ্চা। তা বেশ, কালী কুলিও তখন; এখন আমরা যা মতলব ক'রেছি, তাতে তুমি আছ কি না বল?

চাপাল। না বাবা, ও মার ধ'রে আমি নেই, আমার যা করেন বিল্বপত্র আর সিঁদুরের ফোঁটা। হোম ক'রতে বল, তাতে আছি, আনন্দ ক'রতে বল, তাতে আছি, ও মূর্খের মত লাঠিতে নেই।

নেপথ্যে—দূরে নিত্যানন্দের গান

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিল তারে?
করি নীরে বাস গেল না তিয়াস, আপন করম ফেরে!

রত্নে। ত্যাখ—নিতেটার গলা, বোধ হয় এই দিকে আসছে।

চণ্ডে। ওই তো যত নষ্টের গোড়া! ঐ তো নিমেটার মাথা খেলে!

ব্যাটার কি জাত, কোথায় বাড়ী—তার ঠিক নেই, বলে অবধূত ! এদিকে সাজের বাহার দেখেছ —

চাপাল। উঁহুঁ, ওকে ঘেঁটিও না বাবা, ওকে ঘেঁটিও না। তোমরা তো মানুষ চেন না, আমি ওকে চিনেছি। ও ব্যাটা আসল তন্ত্রসিদ্ধ ! ও কারণ করে ; চোখ দু'টো দেখনি ? যেন লাল পদ্ম—দীঘির জলে ঢল ঢল ক'রছে। গুরুদেবের মুখে শুনেছি, ওর জটার ভিতরে ত্রিপুরা-সুন্দরীর যন্ত্র লুকানো আছে। ওকে কিছু ব'লো না—সুবিধা ক'রতে পারবে না। ও গানও গায়, লাঠিও চালায়।

(গীত গাহিতে গাহিতে নিত্যানন্দের প্রবেশ)

গীত

অবতার সার, গোরা অবতার, কেন না চিনিল তারে,
করি নীরে বাস, গেলনা তিয়াস, আপন করম ফেরে !
কণ্টকের তরু, সেবিলি সদাই, অমৃত ফলের আশে,
প্রেম কল্পতরু, গৌরাঙ্গ আমার, তাহারে ভাবিলি বিষে !
সৌরভের আশে পলাশ শুঁকিলি, নাসায় পশিল কীট,
ইক্ষু-দণ্ড বলি কাঠ চুষিলি, কেমনে লাগিবে মিঠ !
হার বলিয়া গলায় পরিলি, শমন কিঙ্কর সাপ,
শীতল বলিয়া আগুন পোহালি, পাইলি বজর তাপ !
সংসার ভজিলি গোরা না ভজিয়া, না শুনিলি মোর কথা,
ইহ পরকাল উভয় খোয়ালি, পাইলি আপন মাথা !

"লোচন"

চাপাল। বাবাজি!

নিত্যা। কি?

চাপাল। আছে না কি?

নিত্যা। কি?

চাপাল। কি আর বুঝতে পারছো না? তুমি একজন আসল মালোয়ার! দিনরাতই টল, এত আনন্দ যোগায় কে বল দেখি? এদিকে তো রেস্ত শূন্য।

নিত্যা। আমার সঙ্গে এস না, আনন্দের ভাণ্ডার দেখিয়ে দেব। যত পার লুটে নিও, বাধা দেবার কেও নেই।

চাপাল। না বাবা, সাহস হয় না; তুমি আসল তন্ত্রসিদ্ধ, তোমায় আমি চিনে নিয়েছি। কে জানে, লোভ দেখিয়ে কোথায় শ্মশানে নিয়ে গিয়ে নরবলি দেবে? তখন আর আনন্দ ক'রবে আমার কোন্ চোদ্দপুরুষ। আমারও ঘরে ব'সে যতদূর হয়। কালী কুলাও—কালী কুলাও—!

চণ্ডে। দেখ অবধূত, তোমার সঙ্গে যখন দেখা হ'ল, তোমায় সাফ ব'লে রাখি। নিমাইকে সাবধান ক'রে দিও, ব'লো—ওসব নূতন ঢং ন'দেয় চ'লবে না; চালাতে গেলে দেশছাড়া হ'তে হবে। আমরা তার অত্যাচার ঢের সহ্য ক'রেছি, আর সইব না। তাকে ন'দে ছাড়াব তবে আমাদের নাম!

নিত্যা। তোদের লাঠির বড় জোর, না? তা আয় না, আমার পীঠটা বড্ড সড়্ সড়্ ক'চ্ছে। দেনা দু' ঘা বসিয়ে।

পঞ্চা। (জনান্তিকে) ওহে স'রে এস, স'রে এস; ওটা ষণ্ডা, বিশ্বাস নেই। পারে, দু' ঘা বসিয়ে দিতে পারে!

[সকলে একটু সরিয়া গেল]

নিত্যা। যা, তোরা ঘরে গিয়ে ঘুমুগে যা,—তোদের জন্যেই সে ঘর ছাড়বে, ন'দে ছাড়বে। তোদের কোন চিন্তা নেই।

[প্রস্থান।

চাপাল। দেখ, ও মার-ধ'রে যেও না, শেষ সামলাতে পারবে না। ঘরের ছেলে সব ঘরে ফিরে যাও—যা করবার সে এই শম্মারাম—কালী কুলাও—কালী কুলাও!

[প্রস্থান।

পঞ্চা। নদেয় এ হ'ল কি? এক ব্যাটা ভণ্ড, ধর্ম্ম-কর্ম্ম ছেড়ে—বলে 'গোপী ভজ, গোপী ভজ'; আর এক ব্যাটা আগম বাগীশ, নিয়ে এল মদ, বলে 'কালী কুলাও—কালী কুলাও'!

চণ্ডে। চল, আগে নিমের শ্রাদ্ধ সারি, তার পর সব ব্যাটা ভণ্ডদের দেখে নেব।

রত্নে। তাই চল, তাই চল। ঐ নিমেটাকে তাড়ালেই দেখবে—সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নিমাইয়ের শয়ন-কক্ষ

নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া

কাল—রাত্রি

[অবনতমুখে বিষ্ণুপ্রিয়া ঘরের মেঝেয় বসিয়া কাঁদিতেছিলেন। পার্শ্বে নিমাই]

নিমাই। মা অনুমতি দিয়েছেন, এখন তোমার সম্মতির অপেক্ষা। তুমি যদি বারণ কর, আমার সাধ্য নাই—সংসার ত্যাগ করি। সংসারে আমার দারুণ যন্ত্রণা! আর সহ্য ক'রতে পারি না। আমি মনের সঙ্গে অনেক দিন থেকে যুদ্ধ ক'রছি, অনেক দিন থেকে চেষ্টা ক'রছি, যাতে আর পাঁচজনের মত সংসার পেতে বাস ক'রতে পারি; কিন্তু কিছুতেই মনকে বোঝাতে পারছি না। কেন কাঁদ? চোখের জল মোছ। আমার এক দিকে বৃদ্ধ মা আর তুমি, আর অন্যদিকে মানুষ—মানুষ—মানুষ! এই মানুষই আমায় পাগল ক'রলে! নইলে আমি তো বেশ ছিলেম। তোমাদের সঙ্গে ঘরে ব'সে কৃষ্ণনাম ক'রতেম। কিন্তু মানুষ ভগবানকে ভুলে আমায় কাঁদালে! আমি কেমন ক'রে ঘরে থাকবো? তুমিই বল, তুমিই বল!

বিষ্ণু। আমি কি পাষাণ— ?

নিমাই। তুমি প্রেমময়ী, তুমি পাষাণ নও; পাষাণ হ'লে তোমায় ব'লতেম না, তোমার অনুমতি চাইতেম না; তোমায় না ব'লে সংসার ত্যাগ ক'রতেম।

বিষ্ণু। আমি এখনো বুঝতে পাচ্ছি না, কি ব'লছো তুমি? কেন তুমি সংসার ত্যাগ ক'রতে চাও? তোমার সংসার তো—আমি আর মা!

মা'র বয়স হ'য়েছে, তিনি আর ক'দিন? এক আমি? আমিই যদি তোমার সংসার—আমায় ত্যাগ করাই যদি তোমার ইচ্ছা, যদি তাতেই তোমার ধর্ম্ম, আমায় ত্যাগ কর; আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দাও, তবু তুমি ঘরে থাক, ঘরে ব'সে কৃষ্ণ-ভজনা কর; আমি শপথ ক'রছি—এ মুখ আর কখনো তোমায় দেখাব না। নইলে বল, আমি গঙ্গায় ডুবে মরি, বিষ খাই—তোমার কণ্টক দূর হোক্। তোমার দোহাই, তুমি গৃহ ত্যাগ ক'রো না।

নিমাই। তুমি ভুল বুঝছো! তোমার জন্য আমি গৃহ-ত্যাগ ক'রতে চাই না; তোমার জন্য নয়,—তোমার জন্য নয়। আমি গৃহ সংসার ত্যাগ ক'রতে চাই মানুষের জন্য। আমি গৃহ-সুখ চাই না, আমি তোমার প্রেমে যে সুখ তা থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রতে চাই! আমি চাই কাঙ্গাল হ'তে, দীনের দীন, হীনের হীন হ'তে। আমি কাঙ্গাল হ'য়ে দেশে দেশে ফিরবো, মানুষের দ্বারে দ্বারে, মানুষ আমার দুঃখে কাঁদবে, আমি তার পায়ে ধ'রে ব'লবো, 'ওরে, এই দেখ, আমি সব ছেড়ে তোদের দ্বারে এসেছি, তোদের পায়ে ধ'রে ভিক্ষা চাচ্ছি, আমায় ভিক্ষা দে, একবার—একবার ভগবানকে স্মরণ কর; একবার হিংসা ভুলে, স্বার্থ ভুলে, অভিমান ভুলে আমার কৃষ্ণকে ডাক্, আমায় কিনে নে; আমি দুঃখের সংসারে একবার হাসি দেখি'!

বিষ্ণু। আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি, সঙ্গে যাই? তুমি যদি ভিখারী, আমি ভিখারিণী; তুমি যদি কাঙ্গাল, আমি কাঙ্গালিনী; তুমি যদি সন্ন্যাসী, আমি সন্ন্যাসিনী! তুমি গৃহত্যাগী হবে, আমি ঘরে থাকবো কেন?

নিমাই। তুমি যদি সঙ্গে যাও, তা হ'লে তো বৈকুণ্ঠ আমার সঙ্গে চ'ল্লো! কিসের কাঙ্গাল, কিসের দুঃখী তা হ'লে আমি? তুমি আর আমায় বাধা দিও না। আমি তোমার কাছে সত্য ক'রেছিলেম, তোমায় ব'লে, তোমার সম্মতি নিয়ে সন্ন্যাস নেব; তুমি আমার সত্য-রক্ষার সহায় হও। আমায় ত্যাগের মন্ত্র শেখাও—প্রেমের মন্ত্র শেখাও,—যে মন্ত্র আমি জগতের জীবকে বিলিয়ে ধন্য হব—কৃতার্থ হব। যে মন্ত্রে মানুষ অহঙ্কার ভুলে ভগবানকে চিনবে। মানুষ মানুষকে ভালবাস্‌বে।

বিষ্ণু। আমি তোমার দাসী, অজ্ঞান; আমি ক'দিন এ সংসারে এসেছি, ক'দিন তোমার সেবা করবার ভাগ্য পেয়েছি, ক'দিন তুমি এমনি ক'রে আমার সঙ্গে কথা ক'য়েছ? আমি বুঝতে পারছিনি— তোমার এ কি ছলনা? আমি তোমায় কি শেখাব? আমি কি জানি?

নিমাই। তুমি তোমার জীবন দিয়ে আমায় শেখাও। তোমার জীবনের আদর্শ—তোমার ত্যাগ—তোমার তপস্যা—তোমার নিষ্ঠা—আমার পাথেয় হোক! তুমি বল—আমি সংসারের বাইরে গিয়ে দাঁড়াই— দেখি—যদি তোমার চোখের জলে মানুষের মনের ময়লা ধুইয়ে দিতে পারি!

বিষ্ণু। যদি এই তোমার ইচ্ছা, তবে কাঙ্গালের সামনে এ মণিরত্ন ধ'রেছিলে কেন? লোকে আমার ভাগ্যকে ঈর্ষা করে, বলে— আমার স্বামী বৈকুণ্ঠপতি! সে ভাগ্য আমার কোথায় থাকবে? লোকে ব'ল্‌বে, অলক্ষণা, স্বামীকে বিবাগী ক'র্‌লে! এই কলঙ্ক নিয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে?

নিমাই। নইলে জীবের কলঙ্ক মোচন হয় কই? আমি কি জানিনি কি ব্যথা দিয়ে—কি ব্যথা নিয়ে আমি তোমায় ত্যাগ ক'রবো? আমি কি পাষাণ, আমি কি পশু? আমার স্নেহ নেই, মমতা নেই? বৃদ্ধ মা,—যাঁর একমাত্র অবলম্বন আমি,—যাঁর মুখ চাইবার আর কেউ নেই, শোকে তাপে যাঁর প্রাণ আঙ্গার হ'য়ে আছে, তাঁকে ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছি তাঁর অনুমতি নিয়ে; তুমি ধর্ম্মপত্নী—বালিকা, আমাগত প্রাণা, সংসারের সঙ্গে তোমার এই প্রথম পরিচয়, তোমার অকৈতব ভালবাসাকে ছিন্ন ক'রে তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় চাইছি! তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমার প্রাণে কি ঝড় বইছে? সংসারের যেদিকে চাই, দেখি—মিথ্যার হাট সাজানো! মানুষ মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা কিনছে, দুর্ব্বলকে পায়ে দ'লছে। ভগবানের সৃষ্টির যা কিছু ভাল, যা কিছু সৎ, যা কিছু সুন্দর, এ মিথ্যার হাটে তার আর স্থান নেই! এ মিথ্যাকে আমি আর সহ্য ক'রতে পারছি না। তাই, তোমাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে একবার দেখবো—যদি জগতের নরনারীকে আবার সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি! যদি আবার তাদের প্রেমের বন্ধনে বাঁধতে পারি! যদি আবার তারা ভগবানকে ভালবাসতে শেখে!

বিষ্ণু। কেবল আমিই তোমার জগৎ ছাড়া?

নিমাই। আবার কেন এ অভিমান? কে বলে তুমি জগৎ ছাড়া?

কেন ভোল প্রিয়ে,
ভুবন-ঈশ্বরী তুমি,
মূর্ত্তিমতী শুদ্ধ প্রেম

শুদ্ধা ভক্তি মানবী আকারে !
বয়সে কিশোরী,—
কিন্তু, আছ তুমি
জগতের আদি দিন হ'তে
নারী—চির কিশোরী আকারে,
মৃত্যু-ঘেরা পঙ্কিল ধরায়
অমৃতের পূর্ণপাত্র হাতে,
বিতরিতে—
শ্রী, ধী, আয়ু, যশ,
অখণ্ড বিজয় মরণ-সংগ্রামে !
কেন হও আত্ম-বিস্মরণ ?
কেন দুর্ব্বলতা ?
কেন ক্ষণিকের মোহ ?
রুদ্ধ-দ্বার গৃহমাঝে বাস,
দেখ চেয়ে দুয়ার বাহিরে,—
লক্ষ লক্ষ নরনারী,—সন্তান তোমার,
হৃদিভেদী তুলি হাহাকার
সুন্দর সংসার আজি ক'রেছে শ্মশান,
ভুলিয়াছে তোমারে কল্যাণী !
—তুমি যদি আপনা বিলায়ে
সে সন্তাপ না কর গ্রহণ,
মুক্ত নাহি কর বদ্ধ জীবে,
কহ—উপায় কি হবে তার ?

বিষ্ণু। আমি কি ক'রবো ?

নিমাই। মুছ অশ্রু,
হাসিমুখে আমারে বিদায় দাও।
উঠ প্রিয়ে,
দেখ চেয়ে অন্তরে তোমার,—
আজি নহ তুমি শুধু বধূ
গৃহ-কাজে রত,
সন্ধ্যাদীপ করে,
উজলিতে আঁধার এ পুরী ;
দেখ চেয়ে ভুবন-মোহিনি,
নারী তুমি,—জননী জীবের ;
সমগ্র এ বিশ্ব আছে তব মুখ চাহি !
শুষ্ক-কণ্ঠে তার
ঢাল অমৃতের ধার,
জ্বাল কামনা-বিহীন প্রেম বহ্নিপূত,—
নির্ম্মল আলোকে যার
হবে দূর নিবিড় আঁধার,
শান্তি পাবে নর,
শ্মশানে ফুটিবে ফুল,
স্বর্গ হবে ধরা,
মৃত পাবে নবীন জীবন !

বিষ্ণু। আমার আর স্বতন্ত্র ইচ্ছা কি ? তুমিই আমার সব। তোমার সুখে আমার সুখ ; তোমার দুঃখে আমার দুঃখ। তোমার যদি

এই ইচ্ছা, যদি সংসার, ত্যাগেই তোমার আনন্দ, যদি তাতেই জগতের কল্যাণ, তবে আমায় তোমার বিরহ সহ্য করবার ক্ষমতা দাও। আমায় আশীর্ব্বাদ কর, মূর্খ, অজ্ঞান, দুর্ব্বল—আমি, তোমার শৃঙ্খল না হ'য়ে যেন তোমার মহাকার্য্যের সহায় হ'তে পারি। আমি চোখের জল রোধ ক'রবো। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা হোক্!

নিমাই। হে লোক-কল্যাণি,
সত্য তুমি ধর্ম্মসহায়িনী!
কি বলিব আর?
কৃষ্ণময় হৃদয় তোমার,
সংসারের আবিলতা মাঝে
ক্ষণেকের তরে ভুলেছিলে আপনায়;
মেঘ গেল দূরে,
আজি তুমি করিলে সার্থক
ব্যাথাহত নিরর্থ জীবন মোর।
তোমার এ স্বার্থশূন্য প্রেম
অমর করিবে মোরে,
অমর করিবে প্রিয়ে বিশ্ববাসী জনে!
অয়ি ভক্তিময়ি,
ভিক্ষুকের কিবা আছে আর?
কিবা দিব দান?
তুমি শিখাইলে ত্যাগ,
শিখাইলে নিষ্ঠা, ভক্তি, প্রেম,

পূজা যোগ্যা তুমি ;
এনেছিনু যেই পুষ্পহার
সাজাতে তোমায়,
এই লও, আজি চরণে অঞ্জলি দিই ;
ধর পূজা, দেবি, ধর পূজা
নারীত্বের তব,
জয়যুক্ত হোক সাধনা তোমার,
জয়যুক্ত হোক সাধনা আমার !

বিষ্ণু। আর কেন অপরাধ বাড়াও আমার,
আর কেন কর পাপভাগী ?
শত অপরাধ ক'রেছি চরণে,
সেবায় সহস্র ক্রটী হ'য়েছে সতত,
কত করিয়াছি মান অভিমান,
ব্যথা দিছি কত কোমল অন্তরে তব ;
কৃষ্ণ-প্রেমে বাহ্যশূন্য, আপনা বিহ্বল,
ভুলিয়াছ গৃহ, ভুলেছ সংসার,
কীর্ত্তনে উন্মত্ত তুমি ভুলেছ আমায়,
মনে মনে কত জ্বালা সহিয়াছি আমি,
কত ঈর্ষা ক'রেছি তোমার কৃষ্ণে,
কত পাপ হইয়াছে তাহে !
আর বাড়াওনা ভার,
দেহ পদধূলি,—
পাষাণী বলিয়া মোরে

কভু রেখ মনে,
আমি রব বেঁচে তোমারে বিদায় দিয়ে ;
কিন্তু—কিন্তু—

[নিমাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন আর বলিতে পারিলেন না, চোখে দরবিগলিত ধারা]

নিমাই। বুঝিয়াছি—
আরক্ত কম্পিত ওষ্ঠে অস্ফুট ও বাণী—
আর দেখা হবে কিনা—?
সন্ন্যাসী তোমার স্বামী,
তুমি সন্ন্যাসিনী,
আশ্রম-বিরুদ্ধ নীতি—
এই দেহে তোমায় আমায়
আবার সাক্ষাৎ—!
কিন্তু দেবি,—
ঋণে বদ্ধ করিয়াছ মোরে,
এই দেহে ভিন্ন বেশে—
একদিন দেখা পাবে পুন।

[নিমাই চলিয়া গেলেন ; বিষ্ণুপ্রিয়া কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন ; পরে আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া মাটিতে আছাড়িয়া পড়িলেন]

চতুর্থ দৃশ্য

নবদ্বীপ—গঙ্গার ধারের পথ

[গভীরা রজনী, সমস্ত নগরী অন্ধকারে যেন বিষাদাচ্ছন্ন,
পথে জন মানব নাই]

(নিমাইয়ের প্রবেশ)

পশ্চাতে—গোবিন্দ

[নিমাই পদশব্দ শুনিয়া চমকিলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন]

নিমাই। কেও ?

গোবিন্দ। আমি গোবিন্দ।

নিমাই। গোবিন্দ ? তুমি ? তুমি কোথা থেকে ? তোমাকে এড়াব ব'লেই যে আমি তোমায় শান্তিপুরে পাঠিয়েছিলুম !

গোবিন্দ। শান্তিপুরেই তো ছিলাম। কিন্তু সেখানে তো শান্তি পেলাম না ঠাকুর। যত বেলা প'ড়তে লাগলো, ততই বুকের ভিতরটা যেন পুড়তে সুরু ক'রলে। তিষ্ঠুতে পারলাম না, যম-ছটফটানি ধ'রলো। কাউকে না ব'লে বেরিয়ে পড়লাম। ঘাটে নৌকা পেলাম না—সাঁতারে পার হলাম। এসে দেখি সব নিশুতি, সদর বন্ধ। কাউকে আর ডাকলাম না। সদরের ধারে বেলগাছ-টার গোড়ায় গামছাখানা বিছিয়ে বসলাম। বুকের পোড়ানি কিন্তু বাড়তেই লাগলো। খানিক পরে সদর খোলার আওয়াজ পেলাম, মনে করলাম বুঝি চোর। একটু গা ঢাকা হ'য়ে আছি, দেখলাম

সামান্যি চোর নয়—চোরের চূড়ামণি! আমার মায়ের ঘুম চুরি ক'রে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরুলেন। প্রথমে বুঝতে পারিনি—তারপর তোমার চলনের ধরণ দেখেই বুঝলাম, যে সদর খুলে তুমি আজ বেরুলে—সে সদরে আর ঢুকবে না। পাছু নিলাম। কেমন ঠিক নয়?

নিমাই। গোবিন্দ, তুমিই সার্থক বৈরাগ্য নিয়েছিলে। তোমার অনুমানই ঠিক; আর এ সদরে ঢুকবো না। নবদ্বীপ ঘুমুচ্ছে, তার ঘুম ভাঙ্গবার আগেই আমাকে যেতে হবে। তুমি ফিরে যাও, দোহাই তোমার—আর আমায় বাধা দিও না।

গোবিন্দ। ফিরেই যদি যাব, তা হ'লে সব ছেড়ে আজ ক' বছর তোমার দুয়ারে পড়ে আছি কেন দেবতা? ফিরে তো যাব না। তোমার চাকর আমি—তোমার সেবাই যে আমার ধর্ম্ম! আমি তোমার সঙ্গ ছেড়ে ধর্ম্ম খোয়াব? এমন অধর্ম্মের আদেশ আমাকে দিওনা ঠাকুর! চল, কোথায় যাবে। আমি তোমার খড়ম বইবো,—তোমার কৌপীন বইবো—তোমার কাট কাটবো, জল তুলবো। যদি বাধা দাও, জানতো—জাতে কামার? কামারের গোঁ—তোমার সামনে এই গঙ্গায় ডুবে ম'রবো!

নিমাই। সন্ন্যাসীর যে ভৃত্যের প্রয়োজন হয় না গোবিন্দ?

গোবিন্দ। কিন্তু ভৃত্যের যে সেবা করবার প্রয়োজন হয় ঠাকুর! দাস আমি, আমার যে এইটুকুই অধিকার; সে অধিকার থেকে বঞ্চিত ক'রবে কেন? তোমার দরকারে নয়, আমার দরকারে আমায় সঙ্গে নাও।

নিমাই। সব বন্ধন ঘুচিয়ে শেষ তোমার সেবার বন্ধন প'রবো গোবিন্দ? না, গোবিন্দ, তা পারব না; তুমি আমায় ত্যাগ কর, ফিরে

যাও, ঘরে যারা রইলো, যদি সেবা ক'রতে চাও, তাদের সেবা কর।

গোবিন্দ। সঙ্গে না নাও, ও আদেশ দিওনা ঠাকুর! যে ন'দে তুমি ত্যাগ ক'চ্ছ, সে ন'দেয় আমি থাকতে পারব না। নেমকহারাম ন'দে, যে এমন সোনার চাঁদকে চিনলে না, যেখানকার মানুষ তোমায় চাল কেটে তুলে দিতে চায়, যারা আমার দয়াল ঠাকুরকে কাঙ্গাল ক'রলে! সাত জন্ম নরকে পচবো, তবু সে ন'দেয় থাকবো না দেবতা; তুমি ব'ল্লেও নয়।

নিমাই। নবদ্বীপ—নবদ্বীপ! মাতৃগর্ভ হ'তে নিক্ষিপ্ত শিশু, যার বীঘৎ প্রমাণ স্থানে প্রথম আশ্রয় পেয়ে এত বড় হইছি, সেই নবদ্বীপ—সেই আমার মৃন্ময়ী মা, যাঁর প্রতি অঙ্গের—প্রতি ধূলিকণার সঙ্গে আমার স্মৃতি জড়িত, আমার সেই নবদ্বীপ—আমার শৈশবের ক্রীড়াভূমি, কৈশোর যৌবনের সরস্বতীর শতদলকুঞ্জ আর আজ এখনো যাঁর মমতাসিঞ্চিত মৃত্তিকার কোমল স্পর্শ—গোবিন্দ, প্রতিপাদক্ষেপে সংসার-ত্যাগী নির্ম্মম সন্ন্যাসকামী আমি—আমার গতি রুদ্ধ ক'রছে,—সে নবদ্বীপের নিন্দা ক'রে আমায় ব্যথা দিও না। আজ নবদ্বীপ ঘুমুচ্ছে, আজ সে আমায় চায়না, কিন্তু একদিন সে জাগবে, একদিন সে বুঝবে যে, এই নবদ্বীপের মাটি মাটি নয়, এ ব্রজেন্দ্র-নন্দনের চরণাঙ্কিত ব্রজের ধূলা—এর বাতাসে ত্রিলোক দুর্লভ শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের সৌরভ, এর আকাশ যমুনাতটবিহারী বংশীধারীর বেণু-রবে চিরমুখর! যাদের জন্য আমি নবদ্বীপ ত্যাগ ক'রে যাচ্ছি, তারা আমার শত্রু নয়, তারা আমার বন্ধু—আমার বৈরাগ্যের সহায়; আমার কাছে তাদের নিন্দা করো না।

গোবিন্দ। কামারের ছেলে আর কত বুদ্ধি বল। অপরাধ হ'য়েছে, ঘাট হ'য়েছে। এই নবদ্বীপের পায়ে নমস্কার। কিন্তু দেবতা, নবদ্বীপ বৈকুণ্ঠ হ'লেও আমার বৈকুণ্ঠ তোমার ঐ চরণ, আমি তো ও আশ্রয় ছেড়ে কোথাও থাকতে পারবো না।

নিমাই। কৃষ্ণের ইচ্ছা! তবে ভাই হোক! এস বন্ধু—সঙ্গেই এস। মনে ক'রেছিলেম—একা, নিঃসঙ্গ, এই অন্ধকারের আবরণে চব্বিশ বৎসরের মায়া মমতা আকর্ষণ স্নেহ প্রীতি—নবদ্বীপের গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়ে সংসারের পরপারে গিয়ে দাঁড়াব। তাই নিত্যানন্দকে সঙ্গে নিইনি, শ্রীবাস, গদাধর, মুরারি, মুকুন্দকে সঙ্গে নিইনি। তা হ'লনা, সঙ্গ নিলে তুমি, এক দীন ভৃত্য! এস, আমার বৈরাগ্যের প্রথম সাক্ষী, আমার বন্ধু, এস, আজ থেকে সমস্ত মমতা এই দীনের জন্য হৃদয়ে আবদ্ধ ক'রে দীননাথের চরণে আশ্রয় নিই।

[নিমাইয়ের প্রস্থান।

গোবিন্দ। তুমিই যে আমার দীননাথ ঠাকুর!

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

গঙ্গাতীর

(অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনা বিষ্ণুপ্রিয়া শচীদেবীর হাত ধরিয়া প্রবেশ করিলেন, তাঁহার অপর হস্তে প্রদীপ)

শচী। অন্ধকার! প্রদীপের কতটুকু আলো? চোখে যে দৃষ্টি নেই—দেখতে পাচ্ছিনা। দূরে—দূরে তুমি কি ছায়ার মত কাউকে দেখছো?

বিষ্ণু। না মা!

শচী। গঙ্গায় নৌকো দেখছো?

বিষ্ণু। না মা! কোথাও একখানি নৌকো নেই।

শচী। কোন্ পথে গেল—কতদূরে গেল? আমার পায়ের কতটুকুই বা শক্তি, আমি তার নাগাল পাব কেন?

বিষ্ণু। মেঘে চাঁদের আলো ঢেকে রেখেছে। এ মেঘ কি সরে না?

শচী। তুমি আমায় এখানে রেখে এই পথে একটু এগিয়ে দেখ। যদি দেখতে পাও, ব'লো—একবার যেন দেখা দিয়ে যায়। আমি তাকে ধ'রে রাখব না। যাবার আগে একবার তার মুখখানি দেখবো! ঐ না কে দাঁড়িয়ে? হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঐ তো নিমাই।

বিষ্ণু। না মা, ও পথের ধারের গাছ!

শচী। গাছ! সে নয়! সে নয়! সেও যে অমনি বাড়ন্ত, ন'দের

কারুর মাথা তার সমান উঁচু নয়। তুই একবার এগিয়ে দেখ্ মা, একবার এগিয়ে দেখ্।

বিষ্ণু। (স্বগত) নদী ফুলে ফুলে উঠেছে। তিনি গৃহত্যাগ ক'রছেন বুঝি সেই শোকে! আমার প্রাণে শোক নেই—দুঃখ নেই—আমি পাষাণ—(যেমন অগ্রসর হইলেন প্রদীপ নিবিয়া গেল) মা, মা, প্রদীপ যে নিবে গেল!

শচী। নিবে গেল, নিবে গেল! আমার ঘরের প্রদীপ নিবে গেছে, মাটীর প্রদীপ জ্বল্‌বে কেন?

[এমন সময় গঙ্গার জলে শব্দ হইল এবং
আকাশে পূর্ণচন্দ্র প্রকট হইল]

বিষ্ণু। মা মা—ঐ যে তিনি—ঐ যে গঙ্গাবক্ষে!

[দেখা গেল গঙ্গা-বক্ষে নিমাই
তৎপশ্চাৎ গোবিন্দ]

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবদ্বীপ—পথ

দিবা—প্রথম প্রহরের শেষভাগ

(চণ্ডেশ্বর, পঞ্চানন ও রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

চণ্ডে। তা হ'লে কথাটা সত্য ? কাল রাত্রেই ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

পঞ্চা। হ্যাঁ, আমাদের আর কুশের পুতুল পোড়াবার দরকার হ'ল না।

চণ্ডে। কি ক'রবো বল ? ধর্ম্ম যেখানে বিপন্ন, সেখানে এমনি হৃদয়হীন হ'তে হয়, নইলে সমাজ থাকে না। একটুখানি ছোঁড়া—আক্কেল দেখ দেখি। এই নবদ্বীপ শাস্ত্রাচারের পীঠস্থান, এখানে গেল বর্ণাশ্রম ভেঙ্গে দিয়ে নতুন মত চালাতে ?

রত্নে। নচেৎ আমাদেরই বা এত উদ্যোগী হবার আবশ্যক কি ছিল ? বৌদ্ধদের নাস্তিক্যবাদ থেকে দেশকে উদ্ধার ক'রতে অবতার হ'য়েছিলেন শঙ্করাচার্য্য, তাঁকে তরবারি ধ'রতে হ'য়েছিল। এ নিমেটা জাত-অজাত বিচার ক'রলে না—নেচে গেয়ে ধর্ম্ম-প্রচার সুরু ক'রলে।

পঞ্চা। আমরা তো তবু তত কঠোর হইনি, লাঠির উপর দিয়েই যাচ্ছিলুম।

চণ্ডে। দেখ দেখি অন্যায় ! বৈষ্ণব হবি, ভাল ক'রে বৈষ্ণব হ' ; তা নয়—নেচে গেয়ে ধর্ম্ম ? রামানুজ কি বৈষ্ণব ছিলেন না ? নিম্বার্ক, মধ্বাচার্য্য, তাঁদের কে কীর্ত্তন গেয়ে গেয়ে বেড়িয়েছে বলতো ?

পঞ্চা। ভাগবত কি আমরা পড়িনি? কোথা থেকে বা'র ক'রলে ভাগবত ছাড়া এক রাধা? বলে, 'রাধা ভজ—রাধা ভজ!'

চণ্ডে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে!

পঞ্চা। আরে সে রাধা প্রক্ষিপ্ত! আর বৈবর্ত্ত—ও পুরাণ তো অর্ব্বাচীন! ও কৈবর্ত্তে পড়ে।

রত্নে। আরে শুধু রাধা ব'ল্লেও তো চ'লতো। না হয় বোঝা যেতো যে জয়দেবের পথ ধ'রেছে।

চণ্ডে। আরে, তাই বা কি ক'রে হয়? জয়দেব হ'ল সহজিয়া। তার মত কি ভদ্রসমাজে চলে?

পঞ্চা। আরে ইদানীং আবার রাধা ছেড়ে ধ'রেছিল, "গোপী ভজ, গোপী ভজ"!

চণ্ডে। হ্যাঁ, কেষ্ট থেকে হ'ল রাধা,—রাধা থেকে হ'ল গোপী। আর দিনকতক থাকলে বলতো—"ষাঁড় ভজ—ষাঁড় ভজ"; ষণ্ড বেটারা!

(চাপাল গোপালের প্রবেশ)

চাপাল। কালী কুলাও—কালী কুলাও!

চণ্ডে। কিহে চাপাল, দক্ষিণপাড়া থেকে ঘুরে আসছ নাকি? নিমেটার বাড়ীতে মড়া কান্না শুনে এলে?

চাপাল। এঁ্যা—কান্না উঠেছে না কি? নিমাই দেশ ছেড়েছে?

পঞ্চা। তুমি শোননি কিছু? এতক্ষণ ছিলে কোথায়? দক্ষিণপাড়ায় যে ঢোকবার জো নেই। কাল রাত্তির থেকে নিমাইকে যে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

চাপাল। কালী কুলাও—কালী কুলাও! ঠিক হ'য়েছে, ছিন্নমস্তা গাপ ক'রেছে। জাগ্রত দেবী! কাল সারারাত শ্মশানে ব'সে, বারটা মড়ার মাথা নিয়ে লাখো বিল্বপত্রের হোম! সে কি আর বৃথায় যায়? প্রথম হোমেই নিমাই গাপ! তারপর এবার—সেই নিত্তে, তারপর শ্রীবাস। ব্যাটার দোরে পাঁঠার রক্ত ছড়িয়ে কিছু ক'রতে পারিনি। তারপর অদ্বৈত। সত্তর বছরের বুড়োর নাচন দেখ্‌লে হৃদ্‌কম্প হয়! দাঁড়াও বাবা! এক এক ক'রে হোম চড়াই,—আর সব ব্যাটা দেশত্যাগী হোক!

(জনান্তিকে পঞ্চাননের প্রতি) দিইনা এবার এটাকে সেরে? কি বল?

পঞ্চা। হাঁ, হাঁ; ওটাও কি কম?

চণ্ড। কিন্তু দেখ চাপাল, এইবার তুমি একটু সাবধানে থেকো।

চাপাল। কেন বল দেখি?

চণ্ড। তোমার ও কালীতে আর কুলুচ্ছে না। নবদ্বীপে প্রথম পাষণ্ড ছিল নিমাই, দ্বিতীয় হ'ল তোমার গুরু কৃষ্ণানন্দ। নিমাই তবু গোপী ভজতো, তোমরা ভজ পাঁঠা আর মদ। স্পষ্ট ব'লে দিচ্ছি, ও সব অনাচার নবদ্বীপে চ'লবে না।

চাপাল। দেখ, আর যা কর কর, আমাদের দলকে ঘেঁটিও না। চাক্ষুষ হোমের প্রকোপ দেখলে? এ—তন্ত্র! ফোঁটা কেটে, টিকি উড়িয়ে বুজরুকী নয়। যখন ঠেকবে, তখন বুঝবে।

চণ্ড। সে যখন বোঝবার তখন বুঝবো; উপস্থিত কাল সন্ধ্যায় তোমার বড় ছেলে এসেছিল টোলে বিধান নিতে। তোমার শ্রাদ্ধেরও ব্যবস্থা হ'চ্ছে।

চাপাল। শ্রাদ্ধ? আমি জল-জ্যান্ত বেঁচে, আর আমার বড় ছেলে বুঝি

কাচা গলায় দিয়ে তোমাদের কাছে এসেছিল ব্যবস্থা নিতে ? আর তোমরাও তা বিশ্বাস ক'রলে ?

চণ্ডে। কাচা গলায় দিয়ে কেন হে ? তোমার ব্রাহ্মণীও সঙ্গে ছিলেন। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াও—হাতে-পায়ে গঙ্গা মৃত্তিকা চাপা দিয়ে। অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে তোমার কুষ্ঠ হ'য়েছে। তাই তোমার ব্রাহ্মণী তোমার ছেলেকে সঙ্গে ক'রে এসেছিলেন বিধান নিতে।

পঞ্চা। তোমার আর শাস্ত্রে অধিকার নেই। সমাজে তুমি অপাংক্তেয়—আমরা ব্যবস্থা দিয়েছি। আজ থেকে ঘরেও তোমার স্থান নেই। তোমার জন্য বাড়ীর খিড়কীতে নতুন গোলপাতার চালা বাঁধা হ'চ্ছে। যাও—বাড়ীতে যাও, টেরটা পাবে।

চাপাল। (স্বগত) কালী কুলাও! শালারা বলে কি ? রাতারাতি এর মধ্যে বিধান দিয়েছে ? আর আমার ব্রাহ্মণী আর আমার ছেলে আমার জন্যে গোলপাতার চালা বাঁধছে ? কালী কুলাও—কালী কুলাও! (প্রকাশ্যে) দেখ, এ যদি ঠাট্টা হয় কোন কথা নেই। আর যদি সত্য হয়, আমি চাপাল, আগে বাড়ী গিয়ে দেখি—ও ব্রাহ্মণীও বাছবো না—ছেলেও বাছবো না; আর তোমরা—যারা বিধান দিয়েছ, তোমাদের ও টিকিওলা' মাথা—বাবা ও বিল্বপত্রের হোমে নয়—এই লাঠির ঘায়ে চড়াং !

[প্রস্থান।

রত্না। ভাল আবার মাতালটাকে দিলে খেপিয়ে।

পঞ্চা। খেপানো নয় হে, সত্যই ওর ব্রাহ্মণী আর ছেলে এসেছিল, সত্যই ওর কুষ্ঠ হ'য়েছে। ও মাটী চাপা দিয়ে বেড়ায়। ওকে নিয়ে সমাজে চলা যায় কি ক'রে ?

রত্না। ওহে ঐ নিমাইয়ের মেশো চন্দ্রশেখর, নিতাই, মুকুন্দ, আর গদাধর হ'য়ে হ'য়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। বোধ হয় খুঁজতে বেরিয়েছে। চল—আমরা আর দেখা দিই কেন? আমাদের কাজ তো হ'য়েছে।

চণ্ড। হ্যাঁ—হ্যাঁ ধর্ম্ম আছেন, তাঁর কাজ তিনিই ক'রবেন, চল।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চাপাল-গোপালের বাড়ীর উঠান

কাল—সকাল—প্রথম প্রহর

[উঠানে বিষহরির পালার গান হইতেছিল। কতকগুলি পাড়ার স্ত্রী-পুরুষ দর্শকও উপস্থিত ছিল।]

গাহকগণ।— গীত

কেন আইল নিদির ঘোররে—আইল নিদির ঘোর?
কাল নাগিনী কেটে গেল সোনার লখীন্দর রে—
সোনার লখীন্দর।
চ্যাং মুড়ী কাণী, ক'রেছে বেইমানি,—
মিছে হ'ল সাঁতালিতে, লোহারি বাসর রে—লোহারি বাসর॥
ভাসিয়ে ভেলা বেউলো সতী,
নিয়ে যাবে মরা পতি,
সতীর মেয়ে বেউলো সতীর—
এয়োৎ ভারি জোর রে এয়োৎ ভারি জোর॥"

"গিরীশচন্দ্র"

(চাপালের প্রবেশ)

চাপাল। একি, আমার বাড়ীতে মনসার ভাসান! ব্যাপার কি?

অধিকারী। (জনান্তিকে) ভাল ক'রে সুর ধর, ভাল ক'রে সুর ধর। এই বাড়ীর কর্ত্তা!

[গাহকগণ চাপালের কাছে আসিয়া উচ্চৈস্বরে তান ধরিল—
সোনার লখিন্দর ইত্যাদি]

চাপাল। (স্বগত) আরে ম'ল'; ভেড়ার গোয়ালে আগুন ধরালে দেখছি যে! আহা-হা—থাম থাম—চুপ কর ব'লছি—একটু চুপ কর। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

অধি। (জনান্তিকে) যতক্ষণ পেলা না দেয়—সুর ছেড় না, সুর ছেড় না।

চাপাল। নাদ্‌না না ধ'রলে এরা থামবে না! আচ্ছা দাঁড়াও।

[প্রস্থান।

দর্শকগণ। বলিহারি ভাই, বলিহারি; বেশ জমিয়েছ?

[যাত্রার দলের লোকেরা খুব চীৎকার করিয়া উঠিল,
স্ত্রীলোকেরা কড়ি প্যালা দিতে লাগিল]

দর্শকগণ। ওহো হো!

(চাপালের পুনঃ প্রবেশ)

[একটি ঢেঁকীর মুষল ঘুরাইতে ঘুরাইতে]

চাপাল। বেরোও আমার বাড়ী থেকে; বেরোও বল্‌ছি!

অধি। কি মশাই, ঢেঁকী পেটা ক'রবেন নাকি?

১ম দর্শক। আহা-হা গোপাল—থাম—সকাল বেলাই মদ খেয়ে বুঝি—

২য় দর্শক। আমরা আসতে চাইনি ; জানি মাতালের বাড়ী !

অধি। ওরে ঢোল সামলা—ঢোল সামলা !

চাপাল। মাতালের বাড়ী ? আমি মাতাল ?

১মা স্ত্রী। মুখ পোড়ার চেহারা দেখ, যেন অসুর !

স্ত্রীগণ। আর গান শুনে কাজ নেই। পালাই চল্।

১মা স্ত্রী। আহা—গানটা এমন জমেছিল !

২য়া স্ত্রী। লখিন্দরকে সাপে না খেয়ে এই মাতাল ডেক্‌রাকে খেত !

[স্ত্রী-লোকগণের প্রস্থান।

১ম দর্শক। গোপাল—থাম—থাম।

২য় দর্শক। এ বাড়ী আসাই অন্যায় হ'য়েছে। মাতালের কাণ্ড। চল—চল।

[পুরুষ-দর্শকগণের প্রস্থান।

চাপাল। (অধিকারীর প্রতি) তোমাদের কে গান গাইতে ব'লেছে ?

অধি। আজ্ঞে বাড়ীর গিন্নী।

চাপাল। গিন্নী ? কেন, গিন্নীরাই আজকাল বাড়ীর কর্ত্তা হ'য়েছেন না কি ?

অধি। তা কর্ত্তারাই জানেন। আমরা কি ক'রে ব'লবো বলুন।

চাপাল। এ বাড়ীর কর্ত্তা কে জান ?

অধি। আজ্ঞে সে এ বাড়ীর গিন্নীই ভাল জানবেন।

চাপাল। ভালোয় ভালোয় বেরোও বল্‌ছি আমার বাড়ী থেকে—নইলে দেখ্‌ছো ?

(এক কলসী জল লইয়া উদ্ধারিণীর প্রবেশ)

উদ্ধা। এ কি? তুমি? আর সব গেল কোথায়? গান এর মধ্যেই ভেঙ্গে গেল? (চাপালের প্রতি) কাণ্ডখানা কি?

চাপাল। সেটা আমাকেও জান্‌তে হবে। আগে এ শালারা যাক্।—

অধি। গালাগালি দেবেন না ম'শাই। গান না হয় নাই গাইতে দেবেন। আমাদের প্যালা দিন—আমরা চ'লেই যাচ্ছি।

চাপাল। (ঢেঁকীর মুষল উঠাইয়া) এই যে, বহর দেখেছ; দিচ্ছি প্যালা ভাল ক'রে।

[দলের সকলে—"ওরে পালা—পালা ; আর প্যালায় কাজ নেই]

অধি। আজকের দিনটাই মাটী হ'ল।

[সকলের প্রস্থান।

উদ্ধা। সকালবেলাই মদ খেয়ে ম'রেছ? তোমার জ্বালায় আমি কি গলায় দড়ি দেব? ছোট ছেলেটার অসুখে মানত ছিল—কত ক'রে খুঁজে, এই শেষ রাত্তির থেকে মার পালা গাইয়ে মানত শোধ ক'চ্ছি; আর তুমি আমার মাথা খেয়ে সব দিলে গোল্লায়!

চাপাল। তা আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে—

উদ্ধা। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা ক'রবো কি? তুমি বাড়ীর কোন্ খবরে থাক! কতগুলো হতভাগাদের দলে মিশে দিন-রাত পুজোর নামে মদ খেয়ে—বেড়াও ধেই ধেই ক'রে। এই তো তোমার বাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ।

চাপাল। দেখ, দিনরাত ঝগড়া ভাল লাগে না। মুখ্‌খু মেয়ে মানুষ কিনা? বলে মদ খাই। বোঝে না যে কারণ করি! পালা ভেঙ্গে

দিইছি ; বেশ ক'রেছি, আমাদের দলের শত্রু ঐ নিমেটাকে তাড়াবার জন্যে আমি যার আসছি সাররাত জেগে শ্মশানে ব'সে ছিন্নমস্তার হোম ক'রে—মেহন্নতটি কেমন আগুনের তাতে ব'সে? মা হাতে হাতে ফলও দিয়েছেন—নিমে আজই নদে ছাড়া! এখন গা ভাঙ্গচে—একটু ঘুমুতে এলুম, দেখি বাড়ীতে ষাঁড়ের চীৎকার! আমি তান্ত্রিক—আমার বাড়ী বিষহরির গান! ভালই হ'য়েছে, তাড়িয়েছি ; আমার ঐ কালী কুলাও যা করেন ; আমায় আর বিরক্ত ক'রো না,—যাই, একটু বিছানায় গড়াইগে।

উদ্ধা। উহুঁ হুঁ! কর কি? ও ঘর নয়, ও ঘর নয়। তোমার জন্যে আজ থেকে নতুন চালা বাঁধা হ'য়েছে, ও ঘর নয়।

চাপাল। কি রকম?

উদ্ধা। ঐ রকম! নাও, আর নয়-নেতুড় ক'রো না। আমি যার কাল থেকে ছিষ্টি কেচে কুচে ভোর না হ'তে ছড়া গোবর দিয়ে শুদ্ধ, আচারে—পালার গান সুরু ক'রে, পাঁচ বাড়ীর লোকেদের হাতে ধ'রে এনে,—

চাপাল। ছড়া গোবর! নয় নেতুড়? তা হ'লে ঐ শালারা যা ব'ল্লে—যা শুনে এলুম—তা মিথ্যা নয়।

উদ্ধা। কি শুনে এলে, তা জানিনে। তবে আমার মুখেই শোন। আজকাল আজকাল ক'রে আমি টোলের বিধান নিইছি। মদ আর অখাদ্যি খেয়ে তোমার যা হ'য়েছে, তাতে তোমার আর এ ঘরে থাকা চ'লবে না। গোয়ালঘরের পাশে তোমার জন্যে নতুন গোলপাতার ঘর বেঁধে দিইছি, আজ থেকে সেখানে থাকবে। আমি দু'বেলা ভাত দিয়ে আসবো। পদ্মপাতায় খাবে।

চাপাল। খাব?

উদ্ধা। হ্যাঁ গো হ্যাঁ।

চাপাল। তার আগে তোমাদের মাথা খাব না?

[ঘরের দিকে অগ্রসর]

উদ্ধা। তা খেও। নাও, ঘরে ঢুক' না ব'ল্‌ছি।

চাপাল। তোমায় আমি বিয়ে ক'রে এনেছিলুম—না তুমি আমায় বিয়ে ক'রে এ বাড়ী এনেছিলে?

উদ্ধা। তার মানে?

চাপাল। মানে? এ বাড়ী কার, এ ঘরদোর কার? হুকুম চালাচ্ছ, ঘরে ঢুকনা। আমার ঘর—আমি ঘরে ঢুকবো না—গোলপাতার চালায় থাকবো, আর তুমি?

উদ্ধা। তোমার জন্যেই থাকা। নইলে রেঁধে পিণ্ডি গেলাবে কে? বুঝ্‌ছো না—ব্যায়রামটা কি হ'য়েছে! তখন যে পৈ পৈ বারণ ক'রেছিলুম, শুন্‌লে না। মদ খেয়ে ব'ল্লে, 'আমরা তন্তর ক'রছি, আমরা কল্‌ হইছি! বামুনের শরীরে ও সব সইবে কেন?

চাপাল। কল্‌ না, কৌল?

উদ্ধা। তা যাই হোক। এখন যেমন কম্ম, তেমনি ফল ভোগ কর। বাড়ী ঘর দোর তোমার ছিল বটে, এখন আর তোমার নয়। সেও ঐ টোলের ভট্‌চায্যিরা বিধান দিয়েছে—শাস্তরে আছে। নইলে কপালে অনেক দুর্গতি হবে—ব'লে রাখচি। ও ছোঁয়াচে রোগ, তোমায় ঘরে ঢুকতে দিয়ে শেষকালে কি ছেলে দু'টোকে খোয়াব? নিজে ম'রবো?

চাপাল। কত দিন ধ'রে মতলব ঠাউরে—এই নতুন ব্যবস্থা ক'রেছ ?

উল্কা। কত দিন আর কি ? অনেক দিন থেকেই পাঁচ জনে সৎ পরামর্শ দিচ্ছিল, নেহাৎ ধর্ম্মের মুখ চেয়ে এতদিন কিছু করিনি। কিন্তু কাল রাত্তিরে দাদা এসে ব'ল্লেন—

চাপাল। ওঃ দাদা এয়েছেন! সে গাঁয়ে বুঝি দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে ? তাই আগে দাদা এয়েছেন, তারপর মা আসবেন, তারপর দাদার বৌ, ছেলে মেয়ে, শ্বশুর বাড়ীর রাবণের গুষ্ঠি! তারপর নতুন চালায়ও আগুন ধরিয়ে মারবে! বটে!

উল্কা। তা তোমার যেমন পাপীর মন—তেমনি ব'লবে বৈ কি ? শ্বশুর বাড়ীর রাবণের গুষ্টি ? চোক্ খেগো! চোখে আগুন লাগুক। আসবে, বেশ ক'রবে। দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে, তারা খেতে পায় না ? এতদিন তুমি তাদের পুষেছ ? যেমন কুচুটে মন, তেমনি কুচুটে ব্যাম হ'য়েছে। বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে। ধর্ম্ম আছেন! ভগবান আছেন! আমায় কথায় কথায় এমনি ক'রে অপমান করা! তা থাক তুমি তোমার ঘর নিয়ে; আমি আজই ছেলে দু'টোকে নিয়ে বাপের বাড়ী চ'লে যাচ্ছি।

[জলের কলসী উপুড় করিয়া ফেলিয়া কাঁদিতে বসিল]

(কাঁদিতে কাঁদিতে চাপালের ছোট ছেলে পাঁচুধনের প্রবেশ)

উল্কা। কিরে পেঁচো, কাঁদছিস কেন ? তোকে যে পূজোর বাতাসা আনতে কড়ি দিইছিলুম—বাতাসা কৈ ? কড়ি কি ক'ল্লি ? অতগুলো কড়ি হেরে ম'রেছ বুঝি!

পাঁচু। না মা, কড়ি খেলিনি।

উদ্ধা। তবে বাতাসা কি ক'ল্লি ?

পাঁচু। দাদা বাতাসা আনছে।

উদ্ধা। তবে তুই শুধু শুধু কাঁদছিস্ কেন ?

পাঁচু। শুধু শুধু কাঁদিনি। আমাতে দাদাতে বাতাসা কিন্‌তে যাচ্ছি, পথে দু'জন টোলের ছাত্তর দাদার সঙ্গে তক্ক ক'রে প্রমাণ ক'রে দিলে, আমার নাকি বাবা ম'রে গিয়েছে। মদ খেলে নাকি মানুষ আর মানুষ থাকে না। ম'রে ভূত হয়।

উদ্ধা। (জনান্তিকে চাপালের প্রতি) ঐ শোন। (পাঁচুর প্রতি) বালাই বালাই! হতচ্ছাড়া, ডেঁপো ছোঁড়ারা তক্ক করবার আর লোক খুঁজে পায়নি। দুধের ছেলে ধ'রে তার সঙ্গে তক্ক। অত যদি তক্কের সাধ—নিয়ে এলিনে কেন আমার কাছে ধ'রে, আমি একবার বুঝিয়ে দিতুম—তাদের ক'টা ক'রে বাপ ম'রেছে !

পাঁচু। তা হ'লে বাবা মরেনি ? ভূত হয়নি ?

উদ্ধা। না রে হতভাগা—না। ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে ? ঐ যে দাঁড়িয়ে—দেখ্ না !

পাঁচু। (দেখিয়া) এঁ্যা—বাবা ! বাবা, তুমি মরনি, বেঁচে আছ ?

[চাপালের নিকট গেল]

উদ্ধা। ছুঁসনে ছুঁসনে হতভাগা, ছুঁলে এখুনি গঙ্গা নাইতে হবে।

পাঁচু। (পিছাইয়া আসিয়া) তবে ?

চাপাল। তারা ঠিকই ব'লেছে রে পেঁচো। আমি বেঁচে নেই। সত্যই বেঁচে নেই। ম'রে ভূত হ'য়েছি, তোদের ঘাড় মটকাব ব'লে।

পাঁচু। (ভয় পাইয়া) ওরে বাবারে—মারে !

[উদ্ধারিণীকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল]

উদ্ধা। গেল বুঝি ছেলেটা ভয় পেয়ে ককিয়ে ম'রে—ষাট্! ষাট্! দেখ দেখি, তোমার কাণ্ড! কচি বাচ্ছাকে ঐ রকম ক'রে ভয় দেখায়? ভয় নেই, ওরে বাবা পাঁচুধন, ভয় নেই। ও মরেনি, ভূত হয়নি। বেঁচে থেকেই হাড় জ্বালাচ্ছে! মাতাল—নেশাখোর—(কাঁদিতে কাঁদিতে) আমি এমন কপালও ক'রেছিলুম, একটা মাতাল দস্যির হাতে প'ড়ে শেষে সাতগুষ্টি মহাব্যাধি হ'য়ে ম'রবো।

চাপাল। ভয় নেই, কাউকে ম'রতে হবে না! আমি বেঁচে থাকতেই যখন ব্যবস্থা হ'য়ে গেছে, এ বাড়ী আমার নয়, ঘর আমার নয়, পরিবার যখন টোলের বিধান নিয়ে আমার জন্য চালা বাঁধেন, পদ্মপাতায় খেতে দেবার বন্দোবস্ত করেন, তুত্তোর কালী কুলাও—কালী কুলাও—আজ থেকে তবে আমি সত্যই ম'রে গেছি। আর যখন মরিইছি—তখন গঙ্গার কূলেই আমার উপযুক্ত স্থান। যাই—সেখানেই প'ড়ে থাকিগে। কেউ দয়া ক'রে দেয়—এক মুঠো জুটবে। নয় উপোস তো কেউ নেবে না!

[প্রস্থান।

উদ্ধা। ওঃ—ঝাল ক'রে চ'লে যাওয়া হ'ল! কেন, মন্দ ব্যবস্থা কি ক'রেছিলুম? আমার কি? আমি তো ধম্মে খালাস! (পাঁচুর প্রতি) নে' চ। আজ আর তোর টোলে গিয়ে কাজ নেই। চ—!

পাঁচু। হ্যাঁ মা - বাবা কোথায় গেল?

উদ্ধা। স্বজ্ঞানে তীরস্থ হ'তে! নে—আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

শান্তিপুর—অদ্বৈত আচার্য্যের বাটীর সম্মুখস্থ পথ

জগাই—মাধাই ও দ্বারে ভৃত্য গোবিন্দ

সময়—অপরাহ্ন

জগাই। হ্যাঁ বাবা, সত্য দেখেছ—প্রভুর আমার কাঙ্গালের বেশ? মিছে কথা নয়? সত্য দেখেছ?

মাধাই। সে চাঁচর চিকুর নেই? সত্যই মাথায় ক্ষুর বুলিয়ে দিয়েছে?

গোবিন্দ। হ্যাঁ বাবা, আমি মিছে বলিনি। সে সোনার অঙ্গে গেরুয়া পরা, মাথায় সে চুল আর নেই—মাথা কামানো, কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি।

মাধাই। তুমি কি সঙ্গে ছিলে?

গোবিন্দ। হ্যাঁ বাবা। কাটোয়ায় কেশব ভারতী—এই কাল ক'ল্লে; সন্ন্যাসী—দয়া নেই, মায়া নেই, ডাকাত! নাপিত কি কামাতে চায়?—ক্ষুর হাতে ক'রে কাঁদে—পায়ে ধ'রে গড়াগড়ি দেয়—বলে আমি পারবো না—আমি পারবো না; তারপর প্রভুর কাকুতি—! জোড় হাত ক'রে নাপিতকে ব'ল্লেন—'মধু আমায় খালাস কর, খালাস কর, আমার মাথা মুড়িয়ে দাও, আমায় কাঙ্গাল ক'রে দাও'।

জগাই। ওরে মাধাই—মাধাই, প্রভু আমাদের জন্য নবদ্বীপ ত্যাগ ক'রেছেন, আমাদের জন্য সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, আমাদের জন্য! আমরা

মহাপাতকী! যেখানে আমাদের মত দুরাচারের বাস—সেখানে তিনি থাকবেন কেন?

মাধাই। তিনি যে দয়াল, ভাই,—তিনি যে দয়াল! তবে কেন থাকবেন না? কেন আমাদের ত্যাগ ক'রবেন? আমাদের মত মহাপাপীকে কোল দিয়েছেন! কোন্ দুষ্কার্য্য করিনি? ব্রহ্মহত্যা, নারীহত্যা, পরস্ব অপহরণ, ব্রাহ্মণ সন্তান—মদ্যপায়ী লম্পট! কোন্ পাপ করিনি? তবু যে আপনি এসে আমাদের এই দুই ভাই, এই ব্রাহ্মণ চণ্ডালদের কোল দিয়ে ব'লেছেন—'তোরা আমার আপনার জন, তোরা এই বুকে আয়'! সে ঠাকুর কি নিষ্ঠুর হ'য়ে আমাদের ত্যাগ ক'রবেন?

জগাই। আমাদের সেই নিমাই—নবদ্বীপের সেই নিমাই!

গোবিন্দ। তিনি এখন নবদ্বীপের নিমাই নন, এখন তিনি শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

মাধাই। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য? না না—আমাদের নিমাই—আমাদের নিমাই। এ দ্বার কি একবার খুলবে না? আমরা যে একবার দেখবো—একবার দেখবো!

গোবিন্দ। দরজা তো খুলতে পারি না বাবাঠাকুর! গোঁসাইজীর মানা। তাঁর হুকুম না হ'লে দরজা তো খুলতে পারবো না।

মাধাই। তবে কি হবে? জগাই—কি হবে? একবার—একবার কি প্রভুকে দেখ্‌তে পাব না?

জগাই। কেন পাব না? সে যে আমাদের নবদ্বীপের নিমাই। সে শান্তিপুরের নয়, অদ্বৈতের নয়, আমাদের নিমাই! কোন্ অধিকারে অদ্বৈত তাঁকে আট্‌কে রাখে?

(কতিপয় স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

১মা স্ত্রী। হ্যাঁ বাবা, এই বাড়ীতে নিমাই আছে—এই বাড়ীতে ?

২য়া স্ত্রী। ওলো—এরা যে সব আমাদের ন'দের। তবে তো বাছা এইখানেই আছে। হ্যাঁগা, তোমরা নিমাইয়ের খোঁজে এসেছ ? কোথায় বাছা, কোথায় বাছা ? সে নাকি সন্ন্যাস নিয়েছে ?

জগাই। মাধাই, দেখছিস্ কি ? নবদ্বীপ বুঝি পার হ'য়ে আজ শান্তিপুরে এলো।

মাধাই। মা, তোমরা নিমাইয়ের খোঁজে এসেছ ? তোমাদের নিমাই এই বাড়ীতে আছে—এই অদ্বৈত আচার্য্যের বাড়ীতে। তোমরা ডাক, তোমরা ডাক ! যদি তোমাদের ডাকে সে সাড়া দেয়।

১মা স্ত্রী। হ্যাঁগা, একবার দোর খুলবে না ? একবার আমরা তাকে দেখতে পাব না ? শচী ঠাকুরুণকে সেই পাগলা অবধূত নিয়ে এলো। বুড়ীর সেই বুক চাপড়ে কান্না দেখে ঘরে আর তিষ্ঠুতে পারলুম না। বৌটা সেই অজ্ঞান হ'য়ে উঠানে প'ড়ে আছে, কে তার মুখে জল দেয় ! নদী পার হ'য়ে এখানে আসছি—নিমাইকে একবার দেখ্‌তে। ওগো দরজা কি খুলবে না ?

২য়া স্ত্রী। ন'দেয় আজ ক'দিন কারোর ঘরে হাঁড়ী চড়েনি। মেয়ে-পুরুষ সবাই ছুটে আসছে শান্তিপুরে, তাকে দেখ্‌তে।

জগাই। মাধাই, কি করি—কি করি ?

মাধাই। দরজা ভেঙ্গে ফেলি আয়।

(ভিখারিণীর প্রবেশ)

ভিখা। নদীতে আর নৌকা নেই ; মর্দ্দরা সব সেঁতুরে পার হ'চ্ছে, মেয়েরা গাঙ্গের ধারে দেঁড়িয়ে। হাঁগা, বাবাঠাকুর সন্ন্যাস নিয়ে হিতাকেই আছেন ? তোমরা যদি দেখতে পান তো আমরাও পাব। আহা মনিষ্যি তো নয়—দ্যাব্‌তা—দ্যাব্‌তা !

(দলে দলে নাগরিক ও স্ত্রীলোকগণের প্রবেশ)

সকলে। দরজা ভেঙ্গে ঢুকবো। আমাদের নিমাইকে দেখাও—নিমাইকে দেখাও।

গোবিন্দ। বড়ই গোল বাধালে দেখ্‌ছি ; দরজা তো আর রাখতে পারিনি ! বাবাঠাকুর—বাবাঠাকুর !

নেপথ্যে-অদ্বৈত। কি গোবিন্দ ?

গোবিন্দ। বাবাঠাকুর, বাঁধ ভেঙ্গে বন্যের জল আসছে। দরজায় যে আর আটকায় না।

নেপথ্যে-অদ্বৈত। ভয় নেই—আমি যাচ্ছি।

জগাই। ওই অদ্বৈত আসছেন—অদ্বৈত আসছেন।

সকলে। এইবার দরজা খুলবে, এইবার নিমাইকে দেখবো। নিমাই—নিমাই—

(দরজা খুলিয়া অদ্বৈতের প্রবেশ)

অদ্বৈত। তোমরা স্থির হও, আমার কথা শোন।

সকলে। কোন কথা নয়, নিমাইকে দেখাও, গোঁসাই, নিমাইকে দেখাও।

[অদ্বৈত ধীরে ধীরে দ্বারের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন]

অদ্বৈত। এই যে জগন্নাথ, এই যে মাধব! ভালই হ'য়েছে। তোমাদের দুই ভায়ের ওপরেই ভার। এই উন্মত্ত নাগরিকদের শান্ত ক'রে ভিতরে নিয়ে এস। প্রভু এখন তাঁর মা'র সঙ্গে কথা ক'চ্ছেন, তোমরা একটু বহির্ব্বাটীতে অপেক্ষা কর। সময় হ'লেই আমি তোমাদের সঙ্গে ক'রে প্রভুর কাছে নিয়ে যাব। মা সকল, তোমরা আমার সঙ্গে অন্তঃপুরে এস।

[অদ্বৈতের সহিত স্ত্রীলোকগণের প্রস্থান।

জগাই। প্রভুপাদ! আমাদের প্রাণ রাখলেন! (নাগরিকগণের প্রতি) তোমরা গোল করো না—ধীরে ধীরে এস। অদ্বৈত প্রভুর কৃপায় তোমাদের নিমাইকে দেখবে এস।

সকলে। চল চল নিমাইকে দেখবো। নিমাই—নিমাই!

সকলে।— গীত

ওরে আয়, কে তোরা দেখবি নিমাই চাঁদে।
তার দু'নয়নে বয়রে ধারা, হরি ব'লে কাঁদে।
চাঁচর চিকুর নাইরে মাথে,
নিয়েছে দণ্ড হাতে—
ছেঁড়া কাঁথায় অঙ্গ ঢাকা ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে।
রাধা ব'লে ধূলায় গড়ায়,
কাঙ্গালেরে প্রেম যে বিলায়,
সে নাকি দীনের দায়ে ঘর ছেড়েছে সাধে—!

[সকলের গীত গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অদ্বৈত প্রভুর অন্দরের প্রাঙ্গণ

সময়—অপরাহ্ন

শচীদেবী, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর প্রভৃতি অন্তরঙ্গগণ

শচী। নিমাই, বাবা, তোমার এ চাঁদমুখ আর আমি দেখ্‌তে পাব না, তুমি আর আমায় মা ব'লে ডাকবে না, আর ঘরে ফিরে যাবে না? আমি কি নিয়ে শূন্য গৃহে বেঁচে থাকবো? লক্ষ্মীর অংশে জন্ম, আমার লক্ষ্মী বৌ, কে তার ভার নেবে বাবা? সে কি আর বাঁচবে? ওরে নিমাই, ওরে নিমাই, তোর এ বেশ দেখবার আগে আমি মরিনি কেন? না বাবা, না, আমি কিছুতেই তোকে আর ছেড়ে দিতে পারবো না।

শ্রীচৈতন্য। মা, আমি তোমার অভাগা সন্তান—তোমাকে দুঃখ দেবার জন্যই আমার জন্ম! কিন্তু তুমি তো সামান্যা নও! তুমি আমায় অনুমতি দিয়েছ, মনের সুখে আমায় অনুমতি দিয়েছ, তবে আমি সন্ন্যাসী হ'য়েছি। নইলে আমার সাধ্য কি আমি বন্ধন-মুক্ত হই? তুমি কৃপাময়ী, তোমার কৃপা না হ'লে আমার ত্রাণ কোথায়? তুমি আর অকরুণ হ'য়ো না। সন্ন্যাসীর তিন রাত্রি গৃহীর আশ্রমে বাস ক'রতে নাই। আমি কেবল তোমারই জন্য এ ক'দিন এখানে আছি। আমায় বিদায় দাও।

শচী। আমি পাগল হ'য়েছিলাম, আমাতে আমি ছিলাম না, তাই আমি অনুমতি দিয়েছিলাম ; নইলে মা হ'য়ে কেউ কি এ পারে ? বেদে, পুরাণে কেউ কি কখনো শুনেছে—মা ছেলেকে ব'লেছে "তুমি সন্ন্যাসী হও।" নিমাই, নিমাই ! তুই কি সেই অভিমানে সন্ন্যাসী হ'য়েছিস্ ! আমার উপর অভিমান ক'রে ? বল্ বাপ্ বল্ ? ওরে নিতাই, তুই নিমাইকে বুঝিয়ে বল্। তোরা নিমাইকে ধ'রে রাখ্। নিমাইকে ছেড়ে আমি বাঁচবো না।

নিতাই। মা, তুমি বল, তুমি বল। নিমাই বৃন্দাবনে যাচ্ছিল। আমি তোমার কথায় তাকে ভুলিয়ে এখানে এনেছি। নিমাইকে আর কিছু ব'ল্তে আমার সাহস হ'চ্ছে না। তুমি বল।

শচী। কথা যে আমার ফুরিয়ে এসেছে বাপ ! আমার সোনার নিমাই সন্ন্যাসী—সোনার গৌর সন্ন্যাসী !

(অদ্বৈতের প্রবেশ)

অদ্বৈত। বাইরে লোকারণ্য—বাড়ী বুঝি ভেঙ্গে ফেলে। প্রভু, সকলে যে তোমাকে একবার দেখতে চায়। নবদ্বীপের সবাই যে পাগল হ'য়ে এখানে ছুটে এসেছে, ; বাইরে যে তাদের আর স্থান দিতে পারছি না।

শচী। (অদ্বৈতের প্রতি) গোঁসাই, নবদ্বীপের যারা এসেছে সবাইকে ডাক। তারা আসুক। তোমরা আছ। তোমাদের সকলের ভার—নিমাইকে আমার ধ'রে রাখ—নিমাইকে আমার ধ'রে রাখ—

(অবগুণ্ঠনা সীতাদেবীর প্রবেশ)

সীতা। (শচীদেবীর প্রতি) দিদি, ঘরে আসুন, ঘরে আসুন। যাদের জন্য নিমাই আজ সন্ন্যাসী তারা আসছে, তারাই নিমাইকে ধ'রে রাখুক।

শচী। চল বোন! তুমি সত্য ব'লেছ। নিমাই আজ আর আমার নয়, নিমাই সবার। যাদের নিমাই তারা নিমাইকে ধ'রে রাখুক। নিমাই! বাপ আমার! ওরে, আমার যে বলবার আর কিছু নেই।

[সীতাদেবী শচীদেবীকে লইয়া ধীরে ধীরে
গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন]

অদ্বৈত। এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না। গোবিন্দ, গোবিন্দ, সকলকে এইখানে নিয়ে এস।

(নেপথ্যে গোবিন্দ)। বল্‌তে হবে না বাবাঠাকুর, তরঙ্গ আজ কূল হারিয়ে ছুটেছে! আনবার অপেক্ষা নেই।

(অবরুদ্ধ জনতা, অঙ্গনে প্রবেশ করিল)

সকলে। এই যে আমাদের নিমাই—এই যে আমাদের নিমাই!

১মা স্ত্রী। হেই ঠাকুর, এ কি বেশ—এ কি বেশ!

পুরুষগণ। আমরা যেতে দেব না, আমাদের নিমাইকে ধ'রে রাখবো, আমাদের নিমাইকে ধ'রে রাখবো। নিমাই, তুমি দয়াল, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।

জগাই। আমরা পাপী ব'লে কি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছ? কিন্তু পাপ তো

আর নেই, তুমি যে আমাদের উদ্ধার ক'রেছ। তবে ছেড়ে যাবে কেন ?

মাধাই। তুমি যে নরক থেকে তুলে তোমার পায়ে আমাদের আশ্রয় দিয়েছ, তবে সে আশ্রয়ে বঞ্চিত ক'রবে কেন ?

তুমি দীননাথ—পাতকী-তারণ,—
দ্বিজবংশে দুই ভাই—চণ্ডাল অধম,
অযাচিত করুণার দানে
হীন পশু হ'তে
নরত্বের উচ্চ-শিরে ক'রেছ স্থাপন ;
নামামৃত পানে
অধিকার ক'রেছ প্রদান ;
তবে আজি কেন নির্ম্মম হৃদয়ে
পরিহার করিয়া মোদের,
কৌপিন করঙ্ক দণ্ড করিয়া ধারণ,
সন্ন্যাসীর বেশে বিদায় লইতে চাও ?
তুমি তো কোমল প্রাণ—দয়ার সাগর,
হেন নিঠুরতা শিখিলে বা কোথা ?
ব্যথা দিতে জান না তো তুমি !
ব্যথাহারী—!
দয়া কর, দয়া কর, অকিঞ্চনে।
নদীয়ার নিমাই মোদের
সত্য যদি নদীয়া ত্যজিবে—
কপাল-মোচন !

সেবিতে চরণ
সঙ্গে লহ দাস দুই জনে।

শ্রীচৈতন্য। (স্বগত) কহে—মমতা বর্জ্জন একমাত্র ধর্ম্ম সন্ন্যাসীর।
গৃহ-সুখ, সৌহার্দ্দ-বন্ধন, বান্ধবতা,
আত্মীয়ের স্নেহ-আকর্ষণ,
কহে—মায়ার বিকার সব।
কিন্তু, একি অস্থিরতা ?
মমতার সিন্ধু দেখি
উদ্বেলিত হৃদয়ে আমার !
জননীর নয়নের ধার,
শুষ্ক মুখ স্বজনের,
পরিচয়-হীন অনাত্মীয় যারা,—
আর্ত্তস্বরে কাকুতি তাদের,
প্রতি শ্বাসে বিকল করিছে মোরে !
কোথা নারায়ণ—কোথা কৃষ্ণ প্রেমময় !
সত্য মূর্ত্তি তব করহ প্রকাশ,
তোমার রূপের জ্যোতি—
ধর দেব, সম্মুখে আমার,
আমারে দেখাও পথ।
ল'য়ে তব নাম,
মহাসত্য করিতে প্রচার
সংকল্প ক'রেছি দৃঢ়,—
দীনবেশে জগতের প্রতি গৃহ-দ্বারে

প্রেম-ধর্ম্ম—করিব স্থাপন।
কিন্তু—সত্য যদি মায়া এই আকুলতা,
বিন্দুসম তারে কর লয় প্রেমসিন্ধু মাঝে,
মুক্ত কর বন্ধন আমার।

অদ্বৈত। নিমাই, নীরব কেন? এদের উত্তর দাও। বল—তুমি কি সত্যই নিঠুর হ'য়ে এদের ত্যাগ ক'রবে?

শ্রীচৈতন্য। নিত্যানন্দ, তুমি অবধূত, তুমি মায়ার অতীত, তুমি কি উপদেশ দাও?

নিতাই। ভাই, তুমি যদি গৃহ ত্যাগ কর, শচীদেবী বাঁচবেন না। তুমি মাতৃবধ মহাপাতকের ভাগী হবে। আমি কোন্ মুখে তোমাকে গৃহত্যাগ ক'রতে ব'লবো?

শ্রীচৈতন্য। অদ্বৈত, গদাধর, জগাই, মাধাই, আর তোমরা সকলে আমার পরিচিত, অপরিচিত বন্ধু, আত্মজন, তোমাদের সকলেরই কি এই মত?

অদ্বৈত। শচীদেবীর মুখ চেয়ে আমি সকলের হ'য়ে ব'লছি—সকলেরই এই মত।

সকলে। হ্যাঁ—হ্যাঁ—আমাদের নিমাই আমাদের থাকবে। আমরা নিমাইকে ছেড়ে দেব না—নিমাইকে যেতে দেব না।

শ্রীচৈতন্য। বেশ, যদি শ্রীকৃষ্ণের এই ইচ্ছাই হয়, আমি প্রতিজ্ঞা ক'রছি—মা যা অনুমতি ক'রবেন—আমি তাই ক'রবো। মা যদি আবার আমায় সংসারী হ'তে বলেন, আমি সন্ন্যাসীর বেশ ত্যাগ ক'রে আবার গৃহী হব।

সকলে। জয়—জয় নিমায়ের জয়! জয় শচীদেবীর জয়! মাকে আনুন,

মাকে আহ্বন ; মা সকলের সামনে বলুন, আমাদের নিমাই আমাদের ঘরে থাক।

নিতাই। ভাই নিমাই, তুমি আজ শুধু মার প্রাণ বাঁচালে না। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর জীবন রক্ষা ক'রলে। আমি যাই, আমি মাকে আনি।

[নিত্যানন্দের গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান।

(মুকুন্দের প্রবেশ)

মুকুন্দ। কোথায় আমার প্রভু—কোথায় আমার প্রভু! এই যে এই যে! প্রভু—প্রভু! এ ভুবনমোহন রূপ—এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলে! মরি—মরি—

মুকুন্দ। গীত

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহ'তে গড়িল গৌর দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিগাড়িল গো,
এক কৈল সুধার স্থ-লেহ।
অখণ্ড পীযূষ ধারা কেবা আউটিয়া গো,
সোনার বরণ কৈল চিনি।
সে চিনি মথিয়া কেবা এ ফেণী তুলিল গো,
হেন বাসি গোরা অঙ্গ খানি।
বিজুরী বাঁটিয়া কেবা গা খানি মাজিল গো,
কত চাঁদে মাজিল মুখখানি—
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমিল গো,
অপরূপ রূপ বলনী!

'লোচন'

শ্রীচৈতন্য। মুকুন্দ, মুকুন্দ, কি অনুরাগ তোমার এই করস্পর্শে আমি অনুভব ক'রছি। একি ভক্তি, একি আকিঞ্চন, একি নির্ভরতা! মুকুন্দ, মুকুন্দ, তোমার মত কাতর হ'য়ে যেন আমি নীলাচল চন্দ্রের চরণ ধ'রতে পারি, তোমার মত অনুরাগে যেন তাঁকে ডাকতে পারি।

(শচীদেবীকে লইয়া নিতায়ের পুনঃ প্রবেশ)

নিতাই। মা, বড় সুসংবাদ! আপনি যদি বলেন তা হ'লে নিমাই শিখা-সূত্র ধারণ ক'রে আবার গৃহবাসী হয়।

শচী। ব'লেছে? নিমাই ব'লেছে? নিমাই – নিমাই—

শ্রীচৈতন্য। হ্যাঁ মা, তুমি যদি বল, আমি আবার গৃহে গিয়ে তোমার চরণ সেবা করি।

শচী। কই বাবা, কই—কই তুমি? দেখি, তোমার চাঁদমুখ দেখি? একি! এত লোক আমার নিমাইকে দেখতে এসেছে! এতলোক আমার নিমাইকে দেখে কাঁদছে—আমার নিমাই—আমার সন্ন্যাসী নিমাই! (নিকটে গিয়া চিবুক ধরিয়া) এই যে, আমার মাতৃভক্ত সন্তান! নিমাই, তুমি স্বীকার ক'রেছ—স্বীকার ক'রেছ—আমার কথা রাখবে?

শ্রীচৈতন্য। হ্যাঁ মা, এই জনমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি—তুমি আমায় গর্ভে ধারণ ক'রেছ, তুমি আমায় পালন ক'রেছ, অল্প বয়সে পিতৃহারা আমি, তুমি আমায় মাতার স্নেহে পিতার যত্নে বর্দ্ধিত ক'রেছ, শিক্ষা দিয়েছ, কৃষ্ণ প্রেমের রসাস্বাদে সহায় হ'য়েছ, তোমার কথা আমি অমান্য ক'রবো না। তুমি যদি বল—শিখা-সূত্র ধারণ ক'রে আমি আবার গৃহী হব।

শচী। সুপুত্র আমার! বীর পুত্র আমার! ওরে, সার্থক আমি নিমাইয়ের মা! কিন্তু বাবা! উচ্চ ব্রাহ্মণ বংশে তোমার জন্ম, ভাগ্যবশে মহর্ষিতুল্য তোমার পিতার চরণ সেবার অধিকারিণী হ'য়েছিলেম আমি। আমি তোমার পুণ্য-পিতৃকূলে কলঙ্ক দিয়ে কেমন ক'রে কোন্ মুখে ব'লবো—পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়ে তুমি আবার সংসারী হও! ওরে—সে কথা ব'লতে যে আমার বুক ফেটে যাবে। আমি যে চিরকাল সহ্য ক'রে আসছি। বিশ্বরূপ সন্ন্যাসী হ'য়ে গেছে—সে তাপ সহ্য ক'রেছি। আজও এ ব্যথা আমি সহ্য ক'রবো।

সকলে। মা—মা—

শচী। না—না, আমি তা পারবো না। লোকে নিমাইকে আঙ্গুল দেখিয়ে ব'লবে—ও সন্ন্যাসী হ'য়েছিল, মায়ের কথায় আবার গৃহী হ'য়েছে! না—না—আমি মা হ'য়ে আমার নিমায়ের মাথায় এ কলঙ্কের পশরা তুলে দিতে পারবো না। আমি বুঝতে পেরেছি,—নিমাই আমার মান রাখতে এই কথা ব'লেছে। নিমাই—বাবা, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বলছি, তুমি যে আশ্রম গ্রহণ ক'রেছ সে আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষা কর। তোমার সন্ন্যাসে জগতের কল্যাণ হো'ক! আমি ক্ষণিক মোহে ভুলেছিলাম। কষ্ট সহ্য ক'রতে আমার জন্ম, যতদিন বাঁচবো সহ্য ক'রবো। আমি আশীর্ব্বাদ ক'রছি—জগতের লোক তোমায় পূজা ক'রে ধন্য হবে।

শ্রীচৈতন্য। মা—মা,

সার্থক জঠরে তুমি দিয়েছিলে স্থান,
জন্ম মোর ক'রেছ সার্থক!
নাহি ভাষা—নাহি মন্ত্র,

বেদে নাহি বাণী,
মহিমা তোমার করিতে বর্ণন !
ঈশ্বরীর তুমি গো ঈশ্বরী—
মানবী আকারে !
তুমি দেবী—দেবহূতি, অদিতি, দেবকী,
তুমি পৃশ্নী, কৌশল্যা জননী,
সৃষ্টির অনাদি শক্তি—
বিশ্ব-প্রসবিণী !
দিগম্বর ক্ষুদ্র শিশু,
স্বর্গোপম অঙ্কে তব শুয়ে
স্তন্যধারে প্রেমামৃত করিয়াছি পান,
ক্ষুদ্র পুষ্প—বিকশিত ক্রমে !
তুমি দেবি,
আজি তারে উৎসর্গ করিলে
শ্রীকৃষ্ণ-চরণে,
কৃপায় তোমার
নর জন্ম ধন্য হ'ল মোর।
মাতা, কর আশীর্ব্বাদ—
যেন সন্তপ্ত সংসারে—
প্রেম-ধারে
নিবারিতে পারি দুর্গতি জীবের।

অদ্বৈত। এমন নইলে নিমাইয়ের মা হবার ভাগ্য আর কার? কিন্তু দেবি, আমরা যে নয়ন-মণি হারিয়ে আজ অন্ধ হলেম !

সকলে। কি ক'রলে দেবি—কি ক'রলে! আমরা কোন্ প্রাণে আর দেশে থাকবো?

শ্রীচৈতন্য। বৃথা শোক কর পরিহার;
শুন সবে,
শুন জগাই, মাধাই, শুন হে মুকুন্দ,
আর আর আত্মীয় স্বজন
যে আছ এখানে,—
যেই প্রেমে আমারে বাঁধিতে চাও,
ডাক—সেই প্রেমে বিশ্বের ঈশ্বরে!
প্রেমে বাঁধ হরি,
মুখে বল হরি,
উচ্চকণ্ঠে গাও হরিনাম;
লুপ্ত-ধর্ম্ম কলির প্রভাবে,
যাগ-যজ্ঞ তপ,—
জ্ঞানের আশ্রয়,
কষ্ট-সাধ্য সাধনা জীবের;
আয়ু নহে স্বেচ্ছাধীন,
কালক্ষয় বিদ্যার অর্জ্জনে;
জড় বুদ্ধি লালসার দাস,—
পরিণাম—আমরণ অবিদ্যার সেবা,
নরকের দ্বার সুপ্রশস্ত যাহে!
মহাঘোর এই অন্ধকারে
একমাত্র সত্যপথ কর নিরীক্ষণ,

ভেদাভেদ ভুলি,
জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিচারে,
ত্যজি অভিমান, গাও হরিনাম ;
হ'য়ে তৃণ হ'তে হীন,
তরু সম ধৈর্য্যের আধার,
অমানীরে দানি উচ্চমান,
গাও হরিনাম,
হরিনাম করহ কীর্ত্তন !
শুন শুন—কহি সত্য করি,
হরিনাম একমাত্র কলির তারণ—
রসের সাধন, নাম বিনা গতি নাহি আর !
শুন—পুনঃ কহি,
হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ।

ভিখা । বাবা, আমি যে জেতে চাঁড়াল, আমি কি ও নাম নিতে পারি ?

শ্রীচৈতন্য । আচণ্ডালে সম অধিকার,
নাহি বাধা—নাহি শাস্ত্রের বন্ধন ;
নামে পাপের খণ্ডন,
প্রেমের উদয় হৃদে,—
সেই প্রেমে ব্রজেন্দ্র-নন্দন বাঁধা !
প্রেমে ফুটে নূতন নয়ন,
নবচক্ষে হেরে নূতন সংসার,
বিশ্বজন এক পরিবার,

উচ্চ নীচ প্রেমের পাথারে ভাসে !
মাতা, উচ্চ বর্ণ দ্বিজসম
তুল্য অধিকারী তুমি নামামৃত পানে !

ভিখা। বাবা, কাছে গিয়ে কি একবার দণ্ডবৎ ক'রতে পারি !

শ্রীচৈতন্য। এস মা, এস, তোমার জন্যই তো দাঁড়িয়ে আছি।

ভিখা। (অগ্রসর হইয়া প্রণাম করিল)

শ্রীচৈতন্য। মা, তোমার সঙ্গে তোমার কন্যাকে দেখেছিলেম না ? সে কোথায় ?

ভিখা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) উপোস সইতে পারলে না, ছেলেমানুষ, ম'রে জুড়িয়েছে।

শ্রীচৈতন্য। মা, তোমার তাপিত হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বাস করুন ; তোমার কণ্ঠের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে জগৎ পবিত্র হোক !

[ভিখারিণী কাঁদিতে কাঁদিতে একান্তে দাঁড়াইল]

(শচীদেবীর প্রতি) মা, তোমাকে প্রণাম—কোটী কোটী প্রণাম, এইবার আমাকে বিদায় দাও। (সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন পরে উঠিয়া) আর নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, গোবিন্দ, নীলাচলনাথের চরণাশ্রয়-পথের পথিক আমি, তোমরা আমার সঙ্গে এস।

অদ্বৈত। আমি কি নিয়ে থাকবো ?

চৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তির ভাণ্ডার তোমায় দিয়ে গেলেম। অদ্বৈত ! ভাণ্ডারের দ্বার ভেঙ্গে সেই ভক্তি বাংলায় লুটিয়ে দাও। (জনতার প্রতি) আর তোমরা ? তোমাদের কি ব'লবো, তোমরা আমায় কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে একবার গাও—

গীত

দীনের বন্ধু কোথায় হরি, পতিতপাবন দয়াময় !
দেশজুড়ে ঐ ডাকছে পতিত, হ'য়োনা হে নিরদয় ।
কাঙ্গাল আজ ভাস্‌ছে চোখের জলে,
কাঙ্গাল আজ ডাকছে হরি ব'লে—
কাঙ্গালের মরম-ব্যথায় পাষাণ যায় গ'লে,
তারে আর ভুলাও কোন ছলে—?
এস ধরার মাঝে দীনের সাজে,
তোমার চরণ জীবের অভয় !

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

পুরীধাম

সময়—প্রাতঃকাল

[শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের বাসগৃহের সংলগ্ন একটি ছোট উদ্যান। বাগানে বৃক্ষতলে বেদী, বেদীর উপরে বসিয়া মুকুন্দ গান গাহিতেছিল।]

মুকুন্দের গীত

আমার কৌমার কাল হরণ করিল যেই, বরিণু যাহারে সাধে,—
সেই প্রিয় বঁধু মোর, প্রেমাধিনী আমি সেই, বাঁধা তারি ভুজ-ফাঁদে।
সেই ত সজনী, চৈত্ররজনী, সেই ত বিকচ নীপ বনানী,
মন্দ পবনে মালতী কুসুম-সৌরভ সদা ভাসে !
তবু উচাটন, কেন এ মন, চাহে নিবিড় মধু মিলন,
কেলি সতত, রেবা রোধিত, বেতসী কুঞ্জবাসে।

"উদ্ভট"

(গীতান্তে দামোদরের প্রবেশ)

মুকুন্দ। তুমি একা ? প্রভুকে কোথায় রেখে এলে ?

দামো। তিনি অবধূতের সঙ্গে সমুদ্রতীরে গেলেন।

মুকুন্দ। সঙ্গে আর কেউ নেই ?

দামো। না; গোবিন্দ একটু দূরে দূরে তাঁর অনুসরণ ক'রেছে; মুরারি, জগদানন্দ শ্রীমন্দিরে গেছে।

মুকুন্দ। প্রভুর ভাব কিছু বুঝ্‌তে পারছো?

দামো। না; দু'মাস হ'য়ে গেল এখানে এসেছি, যত দিন যাচ্ছে, দেখ্‌ছি ততই তিনি অস্থির হ'চ্ছেন। মুখ সর্ব্বদাই বিরস, চক্ষে বিরাম-বিহীন ধারা! আমার ভয় হ'চ্ছে—এ তীব্র বৈরাগ্যের পরিণাম কি?

মুকুন্দ। তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর! তাঁর কার্য্যের পরিণাম আমরা কি স্থির ক'রবো?

দামো। নিত্য শ্রীমন্দিরে যান, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখেন, দু'চোখ দিয়ে পিচ্‌কারির মত ধারা ছোটে; মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছিত হন—হুঙ্কার করেন। কখন কখন আবার 'বিশ্বরূপ' 'বিশ্বরূপ' ব'লে কাকে যেন ডাকেন। সে রব শুন্‌লে প্রাণ কেঁপে ওঠে! এতদিন পরে কি তাঁর ভাই বিশ্বরূপকে মনে প'ড়লো!

মুকুন্দ। সাগর দেখ্‌লে "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" ব'লে ধেয়ে যান। সদাই বাহ্যশূন্য—দিব্যোন্মাদ ভাব! সেখান থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা তো সহজ নয়।

[নেপথ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের কণ্ঠনিঃসৃত গান শুনা গেল।]

"কাঁহা কৃষ্ণ বাপধন যশোদা জীবন।
ব্রজের গোপাল কাঁহা বাঁশরী বদন॥"

দামো। ওই প্রভুর কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, এত সত্বর যে ফিরলেন!

(শ্রীচৈতন্ত ও নিত্যানন্দের প্রবেশ

নিত্যা। দিন দিন নব ভাব তব ;
অজ্ঞ মোরা বুঝিতে না পারি
কি ভাবে কখন কিবা বল তুমি ?
কহ, কেন চাঞ্চল্য এমন ?
কেন অস্থিরতা ?
কেন দিবানিশি
দু'নয়নে বহে বারিধারা ?
কেন কাঁদিয়ে কাঁদাও মোরে ?

শ্রীচৈতন্ত। গূঢ় কথা শুন ভাই,
শুন—প্রাণের অধিক
প্রিয়জন তোমরা আমার,
শুন,—
নিত্য যাই শ্রীমন্দিরে আমি;
নিত্য হেরি চাঁদ মুখ যবে—
দারুব্রহ্ম জগতের নাথ
রাজ-বেশে বসি রত্ন-সিংহাসনে,—
দু'নয়নে মোর বহে বারিধারা,
আত্মহারা,—পলক ফেলিতে নারি !
মনে হয়—দীননাথ কেন ঐ বেশে ?
জগতের নাথ !
কিন্তু কোথায় জগৎ ?

কত দূরে জগতের জীব ?
বিশ্বরূপ ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত,
আর, বিশ্বে বহে পাপের প্লাবন !
নর আছে নারায়ণে ভুলে !
কবে হবে সেই শুভ দিন,—
রাজরাজেশ্বর রাখালের বেশে,
পীত ধটি কটিতটে,
দীন সাজে দীনের সমাজে,
দীননাথ রূপে হবেন উদয় !
দীন পাবে ত্রাণ,
দীন পাবে প্রাণ,
দীননাথে হেরি জুড়াবে দীনের জ্বালা,
বৈরাগ্য গ্রহণ সার্থক হইবে মোর !

নিত্যা'। অবতার সার—গৌরাঙ্গ আমার,
ভাই বলি দেছ আলিঙ্গন
বাড়াইতে মান !
কি দিব উত্তর ?
তুমি সূত্রধর,
নাচাও যে ভাবে, নাচি সেই ভাবে,
তুমি জান আপনার লীলা !
আপন মহিমা করিতে প্রচার
এসেছ ধরায় ;
মোর কাছে তুমি আর শ্রীমূর্ত্তি অভেদ !

তুমি জান বিশ্ব আর বিশ্ববাসী জনে।
তুমি যবে স্মরণ ক'রেছ জীবে,
দীনতা তাহার আর নাহি রবে,
রাখাল হইবে রাজা প্রণয়ে তোমার!

শ্রীচৈতন্য। হরি—হরি!
স্নেহে অন্ধ—বদ্ধ মন,
কার সনে কর কাহার তুলনা?
নরে কর ঈশ জ্ঞান!
জগতের নাথ—যথা জ্বলন্ত অনল,
জীব—ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ তাহার!
আমি সেই কণা হ'তে কণা,
দাস হ'তে দাস,
কিম্বা তাহারো অধম,—
ভক্তি-শূন্য, প্রেম-শূন্য প্রাণ—
নিরবধি যাচি তাঁর পায়
জীবের উপায় কিসে?
মাগি সেবা-ভার—
নাম তাঁর করিতে প্রচার,
কলির কলুষ,
ধুয়ে দিতে নয়নের জলে!
দেখি, প্রতিবাদী তোমরা সকলে,
পুনঃ
মায়ার বন্ধনে আমারে বাঁধিতে চাও!

কিন্তু আমি করিয়াছি স্থির,—
একাকী ভ্রমিব—যথা ইচ্ছা যাব,
বিরক্ত বৈরাগী।—
ভৃত্য, বন্ধু, কিবা প্রয়োজন ?
করে ধ'রে সাধি,
আমারে বিদায় দাও।
প্রভু-কার্য্য করিতে সাধন
হইয়াছে মন,
তাহে বাদ নাহি সাধ'।

মুকুন্দ। বুঝিয়াছি প্রভু,
পাপ-সঙ্গ মো সবার ;
তাই চাও ত্যজিতে মোদের !

(স-শিষ্য সার্ব্বভৌমের প্রবেশ)

সার্ব্ব। প্রভু—প্রভু !

শ্রীচৈতন্য। কারে কহ প্রভু ?
প্রভু নহি আমি।
তুমি জ্ঞানের ভাণ্ডার,
শিষ্য আমি তব।
হে আচার্য্য,
'প্রভু' বলি মোরে নাহি কর সম্বোধন

গদা। সার্ব্বভৌম, সার্ব্বভৌম,
কি বলিব আর,

দুর্ভাগ্য অপার,—
প্রভু চান ত্যজিতে মোদের!

সার্ব্ব। অকস্মাৎ একি শুনি বাণী?
কহ, হে সন্ন্যাসী!
ত্যজি লীলাধাম
কোথায় যাইতে চাও?

শ্রীচৈতন্য। প্রভু-পদে আশ্রয় লইতে
এসেছিনু জগন্নাথ-ধামে,
ক'রেছিনু মনে,—
শ্রীধামে তাঁহার
বিশ্বরূপে পাব দরশন;—
বিশ্বরূপ—বিশ্বরূপ!
বহু দিন দেখিনি সে রূপ!
বিশ্বমাঝে তাঁহারে খুঁজিব,
যাব আমি বিশ্বরূপ অন্বেষণে,
প্রতিবাদী না হও তোমরা।

সার্ব্ব। হব কার প্রতিবাদী?
জানি আমি—কেবা তুমি!
কৃপা করি এসেছিলে হেথা
উদ্ধার করিতে মোরে।
আজন্ম তার্কিক,—
চিরদিন শুষ্ক জ্ঞান—
নিম্ব-ফল ক'রেছি আস্বাদ,

তুমি, ভক্তি-সুধা করায়েছ পান,
দিয়াছ নূতন আঁখি !
বৃদ্ধ আমি—
বাঁধিয়াছ কৃষ্ণপ্রেম-কাঞ্চনের ডোরে !
আজি পুনঃ,
স্বেচ্ছায় তাহারে চাও ছিন্ন করিবারে ?
ইচ্ছাময় ! তুমি হে সকলি পার।
কি বলিব আর,
যদি অকস্মাৎ
এই স্থানে দেহ হয় পাত,
শিরে বজ্র পড়ি যদি পুত্র মরে মোর,
অকাতরে তাহা সহি আমি ;
কিন্তু, তোমার বিচ্ছেদ সহি,
কহ প্রভু—কহ স্বামি,
নাহি জানি কেমনে ধরিব প্রাণ !

শ্রীচৈতন্য। তোমাদের এই ভালবাসাই আমার কাল হ'য়েছে ! আমি সংসার ছেড়ে এসে এখানে নূতন সংসার পেতে ব'সেছি ! তোমাদের মায়ার বন্ধন আমায় নাগপাশে বেঁধে রেখেছে। আমি সংসার-ত্যাগী সন্ন্যাসী—আমি কেন এ বন্ধন সহ্য ক'রবো ? আমায় তোমরা দয়া ক'রে যেতে দাও।

নিত্যা। তুমি যখন যেতে চেয়েছ, ত্রিভুবনে কারও সাধ্য নেই যে, তোমায় বাধা দেয়। আমরা আর কি ব'ল্‌বো ? তবে আমাদের একটি অনুরোধ—ভিক্ষা—

শ্রীচৈতন্য। কি, বল?

নিত্যা। তুমি আমাদের কাউকে না নেও, একজন—ভৃত্য সঙ্গে নাও। হরিনাম-কীর্ত্তনে তোমার চৈতন্য থাকে না, তুমি মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হও; সে সময়ে কে তোমায় ধ'রবে? কে তোমার দেখবে? তোমার কৌপীন-করঙ্ক কে-ই বা বহন ক'রবে?

শ্রীচৈতন্য। এও কিন্তু মায়া।

নিত্যা। হোক্ মায়া! আমি মায়ায় মুগ্ধ, এ মায়া আমি ত্যাগ ক'রতে চাই না। এই মায়ার বশীভূত হ'য়ে আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি; এ ভিক্ষা অবহেলা ক'রো না।

মুকুন্দ। প্রভু, নিত্যানন্দ আমাদের মনের কথা ব'লেছেন, আমাদের ভিক্ষা—ভিক্ষা—

শ্রীচৈতন্য। বেশ, তবে তাই হোক্—গোবিন্দই আমার সঙ্গে যাবে। কিন্তু আমি এখনই যাব,—দক্ষিণ দেশে আর এখানে বিলম্ব ক'রবো না।

সার্ব্ব। স্বামি, এঁদের ভিক্ষা পূর্ণ ক'রলেন। কিন্তু, আমিও যে আজ এক ভিক্ষার সংকল্প নিয়ে এখানে এসেছিলেম?

শ্রীচৈতন্য। সার্ব্বভৌম, তোমাকে অদেয় আমার কি আছে? কি, বল?

সার্ব্ব। আমাদের তো ত্যাগ ক'রেই যাবেন। কিন্তু যাবার পূর্ব্বে আজ যদি দয়া ক'রে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন, আমি কৃতার্থ হই।

শ্রীচৈতন্য। কবে অবাধ্য তোমার আমি?
ভাল, আজি—যাত্রা পূর্ব্বে
তব গৃহে ভিক্ষা আমি করিব গ্রহণ।

সার্ব্ব। কৃপার নাহিক শেষ,

কৃপাময় তুমি—

বেদাতীত মহিমা তোমার !

নিত্যানন্দ, দামোদর, মুকুন্দ ধীমান,

মোরে হেরি সম্বর হে শোক ।

সীমাবদ্ধ জ্ঞান,—

তাই ভাবি কৃপাময়ে কৃপার অভাব ।

জগৎ তারিতে ভবে যাঁহার উদয়,

সদা প্রেমময়,

উচ্চ কণ্ঠে কর তাঁর গান—

পাবে শান্তি,

জেনো,—শান্তিময় করুণা-নিদান !

সমবেত গীত

উজ্জ্বলবরং গৌরবর দেহং বিলসতি নিরবধি ভাব বিদেহং ।
ত্রিভুবন-পাবন কৃপয়া লেশং ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥
অরুণাম্বরধর সুচারু কপোলং, ইন্দুবিনিন্দিত নখচয় রুচিরম্ ।
জল্পিত নিজগুণ নাম বিনোদং, ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥
বিগলিত নয়ন-কমল-জল-ধারম্, ভূষণ নবরস ভাব বিকারম্ ।
গতি অতি মন্থর নৃত্য বিলাসং, ত্বং প্রণমামি চ শ্রীশচীতনয়ম্ ॥
যুগ ধর্ম্মযুতং পুনঃ নন্দসুতং, ধরণী সুচিত্রম্ ভব-ভাবচিতম্ ।
তনু ধ্যান চিত্রং নিজবাস যুতম্ প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥
অরুণ-নয়নং চরণং বসনং, বদনে স্খলিত স্বনাম মধুরম্ ।
কুরুতে সুরসং জগত জীবনং, প্রণমামি শচীসুত গৌরবরম্ ॥

'সার্ব্বভৌম'

দ্বিতীয় দৃশ্য

কূর্ম্মস্থান—পল্লী-পথ

সময়—এক প্রহরের পর

(কাঁদিতে কাঁদিতে শিবরামের প্রবেশ)

শিব। মু আর কৌটি যিমি? কোঁয়াড়ে খুঁজিমি? মোর মুণ্ডেরে বজ্র পড়িলা। ইয়ে প্রভু জগড়্নাথ, তম মনেরে এই থলা? মতে পথেরে বসাইলু! মু আর জোররে কান্দিবাকু পারিছি না—মোর ছাতি ফাটি গলা। (ক্রন্দন) মোর স্বুর বন্ধ হই যাউচি! মোর কঁড় হলা? মোর ভাগেরে এতে থলা?

(মায়াধর, মাগুনি, ভাবনা, বাইধর প্রভৃতি গ্রামবাসিগণের প্রবেশ)

মায়া। ইয়ে শিবরাম, পথ পরি বসি কি কাঁইকি কাঁদচু? তোমর হেলা কঁড়? তম বাড়ীরে কেঁই যমঘর যাউচি—মরুচি?

মাগুনি। কেইটারে মলা? কঁড় বিমারি হই থলা? জ্বড়? না—আউ কিচ্ছে হই থলা? আমমানে তো কিচ্ছে শুন নাই—কিচ্ছে খবর দেউ নাই?

শিব। মোর ঘররে কেউ মরু নাই—মু আপে মরুচি। কান্দিবাকু কেই ঘরর না হন্তি, সেই নিকা আপে কাঁদুচি। (ক্রন্দন) মতে কঁড় হেলারে—

মায়া। (মাগুনির প্রতি) আরে, এ কঁড় হেলা ? এ দেহেরে কঁড় হাওয়া পশিলা ? গুটে রাতেরে কঁড় পাগড় হেই যাইচি ?

ভাবনা। এর ঘরর মনুষ্য কোঁয়াড়ে গলা ? এ শিবু ভাই—শিবু ভাই—

শিব। শিবু ভাই অচ্ছনিকা মরুচি—একথরে মরুচি—কে তম কথাকু জবাব দব ?

মায়া। আরে, এ তম কঁড় কহুচ ? তেমে মরুচ কঁড় ? মোর সাঙ্গেরে কথাবর্ত্তা কহুচ—ঠিয়া হউচ ?

শিব। মু কঁড় তেমে সাথেরে কথাবর্ত্তা কহুচি,—মু ঠিয়া হউচি ? এই শিবরাম শুইলা—এই শিবরান মুহ বন্ধ করিলা।

[লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল]

মায়া। হেই, এ নিচ্চয় পাগড় হউচি—এবে কঁড় করিমি ?

মাগুনি। যেমতি ক্ষপি গলা, আমমানে মারিব, না কঁড়—

ভাবনা। ঠিয়, ঠিয়, মু গুটে রসি আনুচি—ওর হাত—গোড় বান্ধি দিমি।

মাগুনি। মু পানি আনি কি তা মুণ্ডের উপর ঢালি দিম—

মায়া। মু গুটে বৈদ্য ডাকু আনুচি—

বাইধর। মু গুটে লোহার সিক আনি দাগ দেমি।

শিব। (স্বগত) আরে, ইয়ে কঁড় আপদ করিলা ? দেখুচি—মরি কি গাঁওর মনুষ্য পাকু রক্ষা না হস্তি। গুটে মতে বান্ধিবাকু চায়, জনে মোর মুণ্ডেরে পানি ঢালিবাকু চায়, জনে শড়া কহুচি লোহার সিক দেইকি দাগ দিম (উঠিয়া) ওরে, মু সত্যের মরুনি, বাঁচুচি—বাঁচুচি, তু কাকু বাঁধিবু ?

মায়া। যেত্তে বেড়েকু পাগড় হউচি—বাধিমিনি ?

শিব। ইয়ে, মু পাগড় হউচি কিমিতি ?

মায়া। হউনি ? কাঁইকি পথ উপর কাঁহুচি ? আপে মরুচি বলিকি শুই গলা ?

শিব। ইয়ে মায়াধর ভাই, না—না—মু সত্য সত্য মরুনি—পাগড় হেইনি ; ইয়ে দেখ—মু হাসিবাকু পারুচি (উচ্চহাস্য) মু ফুন্ কাঁদিবাকু পারুচি, (উচ্চক্রন্দন) ; মু ফুন্ মুহ বন্ধ করিকি ঠিয়া হউ পারুচি।

মায়া। সে মু বুঝি পারুচি। তেবে তমর হেলা কঁড় ?

শিব। মু বর্ত্তমান পাগড় হইবাকু সুরু হেলা। তা বাদঃ পগড় হইকিরি তম গাঁওর মনুষ্যর হাতেরে পড়িলাসিন্ মরিবাকু আউ দেরী কঁড় !

মাগুনি। হুঁ, অচ্ছুনিকা পড়ীশাজনক' দোযে হলা ? তোর হলা কঁড় ?

শিব। টিকা মন দেই কিরি ঠিয়া হই কিরি শুন। দুঃখ কথা অউ কঁড় কহিমি ? তেমে জানিচু ত, কে দিন হেলা মোর ভার্য্যা বাপ ঘরকু গলা ?

মায়া। হঃ, সে মু জানুচি, যেবে ভার্য্যা রহুছন্তি, সে বাপ ঘরকু যাউচি। তা হেলা কঁড় ?

শিব। কাল মু তাকু আনিবাকু যাইথিলা।

মায়া। হঃ আনিবাকু হব—সে উচিত। তেবে ?

শিব। থিয়া পিয়া সারিকি, পাশর গাঁওকু শকট আনিবাকু গলা।

মায়া। হঃ !

শিব। শকট নেইকিরি আসি কি দেখিনি, ঘরকু কেই না হস্তি!

মায়া। কেই না হস্তি! সবু গলা কোঁয়াড়ে?

শিব। আরে ভাই, খালি কি ঘরকু কেই না হস্তি? দেখিনি—পড়ারে কেই না হস্তি!

মায়া। আরে পড়ারে কেই না হস্তি—ইকঁড় কহুছ?

শিব। পড়ারে কেই না হস্তি? খালি কি পড়ারে! বুলি কিরি দেখি—সারা গাঁয়েরে জমা কেই না হস্তি।

মায়া। তেমে কঁড় কহুচ? ইয়ে গাঁওর সবু মনুষ্য গলা কঁউটি?

শিব। বুলিবাকু যাউচি, পথেরে শুনি এ পাকু জনে 'হড়িবলা' সাধু আসুচি। সে গানে হড়ি বলিকি চিড়ুচি, আউ যেতে ছুয়া, বুড়া পুও, ঝিয়, সব একা সাঙ্গেরে তাহাঙ্কর সাথেরে হড়ি বলিকি ঘর দুয়ার ছাড়িকিরি ছুটুচি!

মায়া। আরে, সে কউ দেশের মনুস্য? তম—তাকু দেখুচ?

শিব। মু দেখিলাস্নি—মু তার পাছুকু চলি যাউন্তা। সে যেবে সবু গাকু উজাড় করিলা, মতে কঁড় ছাড়ি দেওন্তা? তেবে শুনুচি, সে এ দেশর মনুষ্য না হস্তি; সে গুটে বঙ্গাড়ী।

মায়া। তেবে তো ভারি ডরর কথা হেলা। যেবে আমর গাউকু পশে? ইয়ে বঙ্গড়ী দেখিব আউ মারিব। নেইতো আমর গাঁওকু সবু হড়ি বলি কি দেশছাড়া করিব।

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। তাই তো, কোন্ দিকে গেলেন, কেউ যে ব'ল্‌তে পারে না! ছুট্‌ছেন যেন হাওয়ার মত! আমি কামারের ছেলে, সব সময়

নাগাল রাখতে পারিনি। কোন্ দিকে গেলেন—কোন্ দিকে গেলেন ?

[গোবিন্দকে দেখিয়া গ্রামবাসিগণের পরস্পর ইঙ্গিত]
[সকলে রুখিয়া দাঁড়াইল]

এই যে কতকগুলো লোক দাঁড়িয়ে আছে দেখছি, এদের জিজ্ঞাসা করি। এদের কিষ্কিন্ধের ভাষাও ছাই ভাল বুঝতে পারি না। হাঁ হে বাপু, ব'লতে পার—এই দিক দিয়ে একজন হরিবলা সাধুকে যেতে দেখেছ ?

মায়া। (সঙ্গিগণের প্রতি) কঁড় বুঝিচু ? ইয়ে গুটে বঙ্গাড়ী—সেই হড়িবলাকু খুঁজুচি। ইয়ে তাঙ্কর চর !

মাগুনি। তেবে কঁড় করিমি ?

গোবিন্দ। হাঁ ভাই, ব'লতে পার ?

মায়া। তোর ঘর কৌঁটি—এইঠি আসুচি কাঁই ?

মাগুনি। তেমে হড়ি বলুচ ?

গোবিন্দ। বলি না ? হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল ! একজন সাধুকে যেতে দেখেছিস ভাই ? হরি বলেন আর নাচেন ! তাঁরও মুখে কেবল হরিবোল—হরিবোল !

সকলে। মার, মার, এই শড়া 'হড়ি বলা' !

গোবিন্দ। ওরে বাবা, মারবি কেন ? হরি বলি, তাতে দোষটা কি হ'য়েছে ? তোরাও আমার সঙ্গে হরি বল্‌না ? বল্—হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !

মায়া। বাঁধ—বাঁধ, রসি নেই আস—রসি নেই আস।

মাগুনি। মুগুর! মুগুর!

• শিব। আম ভার্য্যা কোঁয়াড়ে ক। দে—আম ভার্য্যারে দিও; তাঙ্কু কোঁয়াড়ে গোপন করি রাখুচ?

গোবিন্দ। আরে ম'লো। পরিবার লুকুব কি বল্? ছেলে-ধরা শুনেছি, মেয়ে-ধরাও শুনেছি;—বাবা, বৌ-ধরা তো কখন শুনিনি!

মায়া। চুপ করি রহুচি। হুঁ—এ নিচ্চই তম ভার্য্যাক চুরি করি রাখুচি; এ চোর বটে। দেখ, ওর—ঝুলির ভিতরকু দেখ।

শিব। হঃ হঃ তেমে ঠিক কহুচ; হঁ, মোর ভার্য্যা তাঁকর ঝুলি ভিতরকু আছি। বার কর তম ঝুলি—মু দেখিমি। নিচ্চই তার ভিতর আছি।

গোবিন্দ। এ তো বড় ফ্যাসাদে ফেল্লে! এমন বুদ্ধিমান জীব তো কখনো দেখিনি! বলে—ঝুলির ভেতর পরিবার আছে!

মায়া। ঝুলি দেখাউচিনা। কাড়ি পকা, তাঙ্কর ঝুলি কাড়ি পকা।

গোবিন্দ। বটে! ঝুলি অমনি কাড়লেই হ'ল! বেটারা জান না—আমি জাতে কামার? তোদের ঠুক্ ঠাক্ আর আমার এই এক ঘা! আয়না দেখি—কে ঝুলি কাড়বি? বাঙ্গালীর চড়ের বহর তো জান না?

[রুখিয়া দাঁড়াইল]

মায়া। লাঠি আন।

মাগুনি। রসি আন।

ভাবনা। বাঁশ আন।

বাইধর। ইটা আন।

[সকলে চোখ বুজিয়া পিছাইয়া দাঁড়াইল]

গোবিন্দ। বেটারা চোখ বুজে পেছু হাঁটছে, এদের বিদ্যে বোঝা গেছে। প্রভু এ পথ দিয়ে যাননি। এখানে দেরী ক'রে লাভ কি? খুঁজে দেখি—কত দূরে গেলেন।

[প্রস্থান।

মায়া। শড়া গলা?

মাগুনি। আঁখি খুড়িমি?

মায়া। ই শড়া চোর।

শিব। শড়াঙ্কর ঝুলি ভিতরকু মোর ভার্য্যা আছি। (ক্রন্দন)

মায়া। ইয়ে শিবরাম ভাই, মাথা ঠাণ্ডা কর। ভার্য্যা গলানি আউ ভার্য্যা হব। ভেমে গলাসি্‌ন্‌ আউ ভেমে না হব। এবে দেখ, শড়া গাঁওর পশিলা না কঁড়? ঘরকু আম মানে ভার্য্যা আছি, তাঁকর সাথেরে না নেই যায়?

সকলে। চল—দেখি—দেখি।

[শিবরাম ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিব। তাঙ্ক ভার্য্যা অছি—সবু অছি, মু কঁড় শূন্ত ঘরকু পশিমি? ইয়ে চম্পা রাণীরে—তম মনেরে এই থলা? চোরকু ঝুলি ভিতরকু চাড়ি চাল গলু?

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কূর্ম্মস্থান—গ্রামপ্রান্তে শ্মশানস্থ বৃক্ষতল

সময়—অপরাহ্ন

[পাতার ঝুপড়ীর মধ্যে বৃদ্ধ রুগ্ন বাসুদেব বসিয়াছিল]

বাসুদেব। নারায়ণ! নারায়ণ! ঠাকুর, তোমার অপার দয়া, আর সে দয়ার প্রকাশ মানুষের হৃদয়ে। অতি হীন ব্যাধি—সংক্রামক, গ্রামে বাস করি না—পাছে আর কারও হয়? ভিক্ষার জন্য কখনো গ্রামে ঢুকি না, তবু গ্রামের লোক খুঁজে খুঁজে এসে আমার ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল এইখানেই দিয়ে যায়। মানুষের হৃদয়ে নারায়ণ বাস করেন—এ কথা সত্য—সত্য—সত্য! কিন্তু আমি মানুষ হ'য়ে মানুষের কোন কাজেই এলুম না, আমার জীবনই বৃথা।

[বাসুদেবের গাত্রের ক্ষত হইতে কীড়া ঝরিয়া পড়িতেছিল। বাসুদেব অতি যত্নে তাহাদের এক একটি করিয়া মাটী হইতে তুলিয়া পুনরায় ক্ষতস্থানে বসাইয়া দিতেছিল]

শরীরের রস শুকিয়ে আসছে! এমন দুর্ভাগ্য, ক্ষতের পোকারা আর খেতে পায় না—খ'সে খ'সে প'ড়ছে। আহা! মানুষ জন্ম নিয়ে এই সামান্য কীট, এদেরও কোন উপকারে এলুম না। মহাপাপী! ইহজন্ম পরজন্মের কর্ম্মফল! নারায়ণ! নারায়ণ! যে ক'দিন

আছি, এই ক্ষতের রক্তে পুষ্ট হও। ম'রে গেলে, এই পচা দেহ হ'তে অনেক দিন তোমাদের আহার হবে। নারায়ণ! নারায়ণ!

(গোবিন্দের প্রবেশ)

গোবিন্দ। অনেক কষ্টে প্রাণ বাঁচিয়ে তো এলাম। গাঁ-শুদ্ধ লোক যদি লাঠি-পেটা ক'রতো, ভবলীলা তো সেইখানেই সাঙ্গ হ'য়ে যেতো। লোকগুলো বেশ! 'মারবো' বলে, কিন্তু মারে না; হাত তোলে আর কেবল পেছোয়। বেঁচে তো এলাম, কিন্তু প্রভুর দেখা কোথায় পাই? সেবার অপরাধ হ'য়েছে ব'লে প্রভু কি ছলে ত্যাগ ক'রলেন? তাই যদি হয়, তাহ'লে বেঁচে থাকবো কোন্ প্রাণে? কে ব'লে দেবে—কোথায় আমার প্রভু, কোথায় আমার প্রভু?

বাসু। প্রভুকে কি চোখে দেখা যায় ভাই, প্রভু যে অন্তরে। বাইরে তাঁকে কোথায় খুঁজছো?

গোবিন্দ। কে কথা কইলে? কোথায়—কে তুমি মহাপুরুষ?

বাসু। মহাপুরুষ নই ভাই, ভিখারী বাসুদেব আমি। তোমার বাড়ী কোথায়? তুমি বিদেশী। নইলে এ অঞ্চলের সবাইতো জানে—এটা কুঠের গাছতলা। আমি ব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেব।

গোবিন্দ। আমি এ দেশের নই, তুমি সত্যই অনুমান ক'রেছ। ভাই, এ পথ দিয়ে একজন বাঙ্গালী সাধুকে যেতে দেখেছ? তাঁর গায়ের বরণ কাঁচা সোনা, অঙ্গের বসন অরুণ-রাঙা, মুখে কেবল হরিবোল, চোখের কোণে করুণার সিন্ধু!

বাসু। না ভাই, দেখিনি। দেখবো কি ক'রে? এ পথ দিয়ে কি সাধু যায়? এ যে পরিত্যক্ত শ্মশান! নিকটের গাঁয়ের লোক

দয়া ক'রে এসে এক একবার খেতে দিয়ে যায়। এ পথে পথিক তো চলে না। এ তো পথ নয়!

গোবিন্দ। পথ নয়? তবে আমি এলাম কি ক'রে?

বাসু। পথ ভুলে এসেছ ভাই, পথ ভুলে। তোমার প্রভুকে খুঁজ্ছো? তোমার তো পথ-অপথ জ্ঞান নেই! নারায়ণ, নারায়ণ! কবে তোমায় এমনি আগ্রহে খুঁজবো? জীবনের পথে—কত ঘুরে—কত দূরে, কবে তোমার দেখা পাব? না, বড় জ্বালাতন্ ক'রলে। এরাও দেখছি আর এ দেহে থাকতে চায় না। এরাও বুঝেছে—এ দেহে রস নেই, রক্ত নেই, আমার পথের শেষ হ'য়ে আসছে। নারায়ণ! নারায়ণ! যাও ভাই, তোমার প্রভুকে খোঁজ গে। আমি আমার মনের পথে একবার প্রভুকে খুঁজে দেখি। যাও, আর সময় নষ্ট ক'রো না।

গোবিন্দ। একি! একি কোন ছদ্মবেশী মহাপুরুষ? সর্ব্বাঙ্গে ঘা, দেখলে ভয় হয়—সেই ঘায়ে পোকা কিল্-বিল্ ক'রছে, ঘা থেকে খ'সে খ'সে প'ড়ে যাচ্ছে, আর তাদের যত্ন ক'রে তুলে নিয়ে ঘায়ের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন। জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই, মুখ এতটুকু বিকৃত নয়! মহাপুরুষ, মহাপুরুষ—

বাসু। কেন সময় নষ্ট ক'রছো? আমি মহাপুরুষ নই। ব'লেছি তো আমি বাসুদেব, ব্যাধিগ্রস্ত বাসুদেব। যাও ভাই, এখানে থেকো না। এখানকার বাতাসে দুর্গন্ধ, ব্যাধির সংক্রামকতা। এখানে বেশীক্ষণ থেক না। নারায়ণ—নারায়ণ!

গোবিন্দ। অনায়াসে ঐ পোকাগুলোকে ঘায়ের মুখে তুলে দিচ্ছেন?

বাসু। তুলে দেব না? চিরদিনের অক্ষম দীন, কখনো কারুর কিছু

ক’রতে পারিনি আর এই সব নির্জীব কীড়া, কৃষ্ণের জীব, আমার শরীরের ক্লেদ হ’তে যে টুকু আহার পায়, তা থেকে তাদের বঞ্চিত ক’রবো ? নারায়ণ ! নারায়ণ !

(শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ)

শ্রীচৈতন্য। নারায়ণ !—নারায়ণ !
কে ডাকিল নারায়ণে ?
মর্ম্মভেদী রব !
এ রব তো বহুদিন
কর্ণে মোর করেনি প্রবেশ।
হরি হরি, কে শুনালে নাম ?
প্রেমোন্মত্ত কেবা, কোন মহাজন
নিরজনে করে নামের সাধন ?
ডাকে নারায়ণে ?
দেখা দাও, দেখা দাও মোরে !
তৃষিত আমার প্রাণ !
নাম-সুধা করিবারে পান—
ব্যাকুল সংসারে ফিরি ;—
কৃপা করি দেখা দাও মোরে !

গোবিন্দ। প্রভু—প্রভু ! আমায় ভুলিয়ে কোথায় লুকিয়েছিলে ?

শ্রীচৈতন্য। গোবিন্দ, গোবিন্দ, তুমি এই খানে ? ভাগ্যবান, তা হ’লে তুমি তো জান, কে এখানে—নারায়ণকে ডাক্‌লে ? এমন মিষ্টি ডাকতো বহুদিন—শুনিনি। গোবিন্দ, গোবিন্দ, যদি দেখে

থাক, বল—কোথায় সে মহাজন? আমায় দেখাও, আমায় দেখাও।

গোবিন্দ। প্রভু, ওই গাছের তলায়—ঐ পাতার কুঁড়েয়। ওই যে রোগে জীর্ণ বৃদ্ধ—সর্ব্বাঙ্গে ঘা, সেই ঘা থেকে পোকা খ'সে খ'সে মাটিতে প'ড়ে যাচ্ছে, আর ঐ বৃদ্ধ, নিজের ছেলেকে যেমন যত্ন ক'রে খাওয়ায়, তেমনি ক'রে তাদের তুলে আবার ঘায়ের মুখে বসিয়ে দিচ্ছেন!

শ্রীচৈতন্য। (ছুটিয়া বাসুদেবের নিকটে গিয়া) আমি পেয়েছি,—আমি পেয়েছি। তুমি—তুমি?

সাধুত্তম, কোন্ প্রাণে ডেকেছিলে নারায়ণে,
ডাক আর বার।
হৃদয়ের কোন্ তন্ত্রী হ'তে
উঠেছিল নামের ঝঙ্কার—
করি' ভেদ যোজনের পথ—
আকর্ষণ করিল আমারে
ফিরিয়া আইনু হেথা দেখিতে তোমায়!
ডাক, ডাক,
আলিঙ্গনে বদ্ধ হিয়া
কর্ণে মম করহ গুঞ্জন—
নারায়ণ—নারায়ণ—
নাম—সুধা-প্রস্রবণ,
জুড়াক তৃষিত চিত্ত।

বাসু। করেন কি ঠাকুর, করেন কি ঠাকুর! দূরে দাঁড়ান—দূরে দাঁড়ান, আমার কাছে আসবেন না। আমি যে ব্যাধিগ্রস্ত

বাসুদেব। আমায় যে ছুঁলে অশুচি হয়, আমি যে মহা-পাপী-নরাধম।

শ্রীচৈতন্ত। নরাধম নহ তুমি কভু—
নরমাঝে নরোত্তম তুমি,
সাধুমাঝে সাধুত্তম,
ভক্ত-মাঝে ভক্তের প্রধান!
তুমি সত্য চিনিয়াছ নারায়ণে,
তুমি জানিয়াছ
প্রেম-ভক্তি মাহাত্ম্য অপার!
নির্জ্জনে বসিয়ে,
নিজ দেহ-রক্ত দানে
অতুল আনন্দে কর কীটের পোষণ,
যেই কীট—
প্রতিদানে করে জ্বালাময় বিষ উদ্গীরণ!
দেহ আলিঙ্গন,
সাধু-স্পর্শ হ'তে মোরে করো না বঞ্চিত;
কোল দেহ—কোল দেহ মোরে।

[বাসুদেবকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন]

বাসু। জীর্ণ দেহ, রুদ্ধ কণ্ঠ—
বাষ্পাচ্ছন্ন নয়ন আমার—
আমারে স্পর্শিলে তুমি!

দিলে আলিঙ্গন !
প্রেমময় পতিত-পাবন,
কোথা নারায়ণ আর ?
আজি দেখি নারায়ণ সম্মুখে আমার,
ধরি নরের আকার
বৈকুণ্ঠ ত্যজিয়ে
উদ্ধারিতে মোরে এসেছ আপনি !
নহে পদতলে,
বক্ষ'পরে দিয়েছ হে স্থান,
ভাগ্যবান মম সম কেবা ?
কর আশীর্ব্বাদ—
যেন এই ভাগ্য রহে,
জন্ম জন্ম মোর !
জন্ম জন্ম বহি যেন এই রোগ-ভার,
সর্ব্ব ঘৃণ্য—সর্ব্ব হেয়—বান্ধববিহীন—
দীন হ'তে দীন,
পরিচয়-হীন—আসিয়ে সংসারে—
তোমার করুণালাভে হই অধিকারী ।

শ্রীচৈতন্য । বাসুদেব, বাসুদেব !
যদি শ্রীকৃষ্ণ-চরণে
সত্য মতি থাকে মোর,
যদি
কণামাত্র ভক্তিধনে হই অধিকারী,

করি আশীর্ব্বাদ—
গলিত স্বর্ণের কান্তি,
করহ ধারণ,
সর্ব্ব ব্যাধি মুক্ত হও তুমি।

বাসু। (পায়ে ধরিয়া) প্রভু, প্রভু, একি আশীর্ব্বাদ ক'রলেন? আমি তো বেশ ছিলাম, আমাকে দেখে সকলে ঘৃণা ক'রতো, সকলের দয়ার পাত্র! সুস্থ সুন্দর সবল দেহ পেলে আবার যে মাৎসর্য্যে ডুব্‌বো, আবার যে অভিমান আমায় মজাবে! তখন তুমি যে দূরে স'রে যাবে। দয়াময়, আমি ব্যাধি হ'তে মুক্ত হ'তে চাইনি। তুমি আমায় স্পর্শ ক'রেছ, আমার এ দেহ তো সোনাই হ'য়েছে। আর আমার আরোগ্যের প্রয়োজন কি? তোমার দয়াই যে আমার আরোগ্য, তোমার দয়াই আমার শ্রী, তোমার দয়াই আমার মুক্তি!

গোবিন্দ। প্রভু, তোমার লীলা শিব-বিরিঞ্চি বুঝতে পারে না, আর আমি বুঝবো? বাসুদেবের এই তীর্থ দেখাবে ব'লেই কি আমাকে ছলনা ক'রে লুকিয়েছিলে?

(দলে দলে নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। ওরে এই যে সেই হরিবোলা হরিঠাকুর—এই বাসুদেবের ঠাঁই।

২য় নাগ। একি! বাসুদেব! তোমার এ দিব্য কান্তি হো'ল কি ক'রে?

বাসু। সম্মুখে ভগবান—শ্রীহরি! আবার জিজ্ঞাসা ক'রছো কি ক'রে?

২য় নাগ। এ্যাঁ! বল কি?

সকলে। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!!

২য় নাগ। ঠাকুর, ঠাকুর, একবার নিজমুখে হরি বল, শুনে প্রাণ জুড়াই।

গীত

সকলে ।— একবার চাঁদমুখে ওই বল হরি,
নাম শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যাই ;
এমন সুধার হরিনাম আর কখনও শুনি নাই !

শ্রীচৈতন্য ।— হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল !
আমারে কিনিয়া লহ,—বল হরিবোল !

সকলে ।— হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল,
তোল' গগন ভেদি নামের রোল !
যার নাম শুনে প্রাণ এমন করে,
চায়না মন আর ফিরতে ঘরে,
না জানি কি হয় দেখ্‌লে তারে,
এবার বুঝি নামের গুণে কুল হারাই !

চতুর্থ দৃশ্য

বিদ্যানগর

রায় রামানন্দের নাট-মন্দিরের কক্ষ

দেবদাসীগণের গীত

শারদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুম গন্ধ—
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী ।
হেরত রাতি, ঐ ছণ ভাতি, শ্যাম মোহন মদনে মাতি,
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত চোরণী ।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ, এক নয়নে কাজর রেহ,
বাহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু, একু কুণ্ডল ডোলনি ।

শিথিল-ছন্দ, নিবিক বন্ধ, বেগে ধাওত যুবতীবৃন্দ,
খসত বসন, রসন চোলি, গলিত বেণী লোলনি ॥

'গোবিন্দ দাস'

(গীতান্তে শ্রীরাধার প্রবেশ)

শ্রীরাধা। তোরা তো বেশ নেচে-গেয়ে আনন্দ ক'রছিস, কিন্তু আমার তো ভাই, অভিনয়ের দিন যত কাছে আসছে, তত ভয় বাড়ছে। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সাম্‌নে অভিনয় ক'রতে হবে। এতটুকু ত্রুটি হ'লে আর মুখ দেখাতে পারবো না।

ললিতা। নূতন কোন নাটক হ'লেই তোমার ঐ এক কথা—ভয় হ'চ্ছে! তুমি হ'লে নাটকের নায়িকা—শ্রীরাধিকা। আমার তো সখী, কেউ বৃন্দা, কেউ বিশাখা, কেউ ললিতা, কেউ চিত্রা।

দূতী। না হয়, বড় জোর আমি দূতী।

ললিতা। তোমার যদি ভয় হয়, আমরা তো নেই-ই!

শ্রীরাধা। ভাবের অভিনয়! কেবল তো কণ্ঠস্থ ক'রে বলা নয় ভাই! এতটুকু ভাবের অভাব হ'লে—আমাদের কথা ছেড়ে দাও—আমাদের প্রভুরও তো লজ্জা কম হবে না? তাঁর নাটক তিনি শিখিয়েছেন, আমাদের দোষে তাঁর নিন্দা হবে, ভগবান কি এমনই ক'রবেন?

চিত্রা। কখ্‌খনো নয়, এতদিন করেন নি—এবারও ক'রবেন না।

শ্রীরাধা। তিনি এতদূর সাবধান যে, আমরা যে যা সাজবো, আমাদের সত্যিকারের নামের বদলে, সেই সব নামই রেখেছেন। আমি রাধিকা সাজ্‌বো—আমার নাম 'শ্রীরাধা'; তেমনি তুমি বৃন্দা, তুমি ললিতা, তুমি বিশাখা, তুমি চিত্রা, এমনিতর।

দূতী। আর আমি দূতী!

শ্রীরাধা। হাঁ, তুমি দূতী। এ নাম বদলের মানে তো আর কিছু নয়, আমাদের যার যে নাম, দিনরাত,—উঠ্‌তে ব'সতে, খেতে শুতে, সেইভাবে ভাবিত থাকবো ব'লেই না এমনি ক'রেছেন? কিন্তু ভাই, আমরা যে সেই ভাবটাই ভুলে যাই—আমাদের মন এমনি চঞ্চল!

বিশাখা। আজ প্রভু এখনো আসছেন না কেন? রোজ তো এমনি সময়েই এসে আমাদের শিক্ষা দেন।

বৃন্দা। দাঁড়া—দাঁড়া। কেন আজ এখনো আসেন নি, আমার মনে প'ড়েছে ভাই!

শ্রীরাধা। কেন বল দেখি?

বৃন্দা। আমি প্রভু-পত্নীর দাসীর কাছে শুনেছি, আজ যখন তিনি গোদাবরীতে স্নান ক'রতে যান, সেখানে এক অপরূপ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়।

শ্রীরাধা। তারপর?

বৃন্দা। শুনলুম ভাই, কেউ কাকে চেনেন না, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! দু'জনের দেখা হ'তে প্রভু যেমন তাঁকে বুকে তুলে নিলেন। তারপরই দু'জনে সেই গোদাবরীর তীরে—হাজারে হাজারে লোক, তাদেরই সামনে—মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়লেন।

শ্রীরাধা। তারপর—তারপর?

বৃন্দা। অনেকক্ষণ পরে তাঁদের জ্ঞান হ'ল। ইঙ্গিতে তাঁদের কি কথা হ'ল তাঁরাই বুঝলেন। তারপর—আমাদের লোকেরা কোন রকমে প্রভুকে প্রকৃতিস্থ ক'রে বাড়ীতে এনেছেন। শুনলুম, সেই থেকেই তিনি যেন কেমন বিভোর হ'য়ে আছেন।

ললিতা। তাহ'লে বোধ হয় আমাদের শেখানোর কথা আজ ভুলেই গেছেন।

শ্রীরাধা। তা হবে, আশ্চর্য্য কি।

চিত্রা। কিন্তু যতক্ষণ কোন খবর না আসে, আমাদের তো এখানে থাকতেই হবে।

শ্রীরাধা। নিশ্চয়ই; আমি বরং ততক্ষণ আমার গানটা অভ্যাস করি।

চিত্রা। বেশ, তাই কর।

শ্রীরাধা। আমার দূতী কোথায় গেল ভাই—দূতী?

দূতী। এই যে আমি।

শ্রীরাধা। তাহ'লে ভাই, তুমি আমার পাশে এস; তোমাকে শুনিয়েই তো গাইতে হবে?

[দূতী শ্রীরাধার নিকটে গেল]

শ্রীরাধার গীত

পহিলহি রাগ নয়ন ভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
না সো রমণ—না হাম রমণী।
দুঁহু মন মনভব পেশল জানি॥
এ সখি সো সব প্রেম কাহিনী।
কানুঠামে কহবি বিছুরল জানি॥
না খোজলুঁ দূতী, না খোজলুঁ আন।
দুঁহু কেরি মিলনে মধত পাঁচবান॥
অব সই বিরাগ, তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখো প্রেমকো ঐছন রীতি॥

'রায় রামানন্দ'

(গীতান্তে একজন দাসীর প্রবেশ)

দাসী। প্রভু আজ আর আসবেন না। তোমরা দেব-মন্দিরে গিয়ে সঙ্গীত অভ্যাস করগে।

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নাটমন্দির

(শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দ উপবিষ্ট)

শ্রীচৈতন্য। অপূর্ব্ব ভারতী আজ
শুনিলাম শ্রীমুখে তোমার—
সাধ্য সাধনের রহস্য নিগূঢ়,
যোগীজন নাহি জানে যাহা !
বুঝিলাম—ইষ্টময় প্রাণ তব,
কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-হ্রদে সদা নিমজ্জিত !
একে একে কহিয়াছ তুমি
স্বধর্ম্ম পালন হ'তে—
শান্ত, দাস্য, সখ্য, প্রেম, বাৎসল্য, মধুর,
সাধকের সর্ব্বসাধ্য সার,
শুনি যাহা তৃষ্ণা মোর—বর্দ্ধিত ক্রমশঃ।
রসিকের চূড়ামণি তুমি !
যদি এতই করুণা—

কহ কৃপা করি,
এই সর্ব্ব সাধ্য প্রেম হ'তে
আগে যদি রহে কিছু আর ?

রামা। (স্বগত)
আশ্চর্য্য ! স্তম্ভিত আমি,
শুনি' সন্ন্যাসীর বাণী !
এতদিন আছি এ সংসারে,—
কিন্তু, নাহি জানি—নাহি শুনি,
দেখি নাই কভু,
—আছে কেহ এ ভুবন-মাঝে,
ইহার অধিক তত্ত্ব চাহে জানিবারে !

শ্রীচৈতন্য। অপূর্ব্ব অমৃত-নদী
বহে শ্রীমুখে তোমার ;
কহ—কহ তত্ত্ব সার,—
উৎকণ্ঠায় নাহি রাখ' মোরে ;
আগে কহ—আগে কহ আর।

রামা। চীরধারী কে তুমি সন্ন্যাসি !
কহ, কেবা যাদুকর,
এ কি সূত্র ধরি—
কোথা ল'য়ে যাও মোরে ?
সম্মুখে আমার দেখি ব্রজধাম,
কালিন্দীর কূলে—
কুঞ্জ-ঘেরা বনে,

নব নীরদ-বরণ—
কেরে ঐ বাঁশরী বাজায়,
রন্ধ্রে রন্ধ্রে উঠে কোন ধ্বনি—
কারে ডাকে বাঁশী ?
আর,—
কে গো তুমি চকিত বিদ্যুৎ-লতা !
নীল সাড়ী ঝাঁপি কায়—
রজনীর অন্ধকারে
মিশাইয়ে কালো মুক্ত কেশ,
জ্ঞান-হারা ছুটে চল'—
শঙ্কিত চরণে দলি
তৃণ গুল্ম কর্দ্দমাক্ত কণ্টকের বন !

শ্রীচৈতন্য। সুধায় ভরিল কর্ণ,
বল, বল রামরায় !

রাম। কৃষ্ণ-অঙ্গে মিশিল কিশোরী,—
আধ রাধা, আধ শ্যাম ত্রিভঙ্গিম ঠাম,
নয়নে নয়ন মিলে,
দুঁহুঁ মুখে মৃদু-মৃদু হাসি,
বনফুল-মালা গলে দোলে,
প্রেমের হিল্লোলে
নাচে নূপুর চরণে !
রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলনে—
সাধ্য সার এই রাধা-প্রেম।

শ্রীচৈতন্য। হে প্রেমিক!
আগে কহ—আগে কহ আর।

রামা। শারদ-পূর্ণিমা নিশি,—
কদম্ব-কানন-মাঝে মধু নিধুবন,
রাসের মণ্ডলী করে
মত্ত ব্রজনারী,
করে কর—প্রতি গোপী পাশে—
নাচেন শ্রীহরি!
কিন্তু, নাহি সেথা রাধা;
অন্যাপেক্ষ হেরি প্রাণনাথে—
অলক্ষ্যে কোথায়
মান ভরে গিয়াছেন চলি'!
অন্য মন নন্দের নন্দন,—
নাহি উল্লাস, বিলাস,
ত্যজি রাস, পীতবাস
কুঞ্জে কুঞ্জে শ্রীরাধার করেন সন্ধান!

শ্রীচৈতন্য। রাম রায়! রাম রায়!
আজি কিনিলে আমারে।
কোথা রাই? কোথা রাই?
দেখাও তাঁহারে।
নিরানন্দ কালা,
একি জ্বালা,—
প্রাণ আর ধরিতে না পারি!

কোথা অভিমানী রাই—
কুটীল নয়না,
কোথা প্রেমময়ী ?
দেখাও—দেখাও—
শ্যামেরে বাঁচাও,
নিরানন্দ হরি,
সহিতে না পারি,
প্রাণ যায় রক্ষা কর মোরে ;
আনন্দ মূরতি শ্যামে
দেখাও বারেক।

রামা। মদন ধরিল ধনু
দেখাইতে পথ ;
নাচিতে নাচিতে
রতি—আগুবাড়ি যায় !
কুঞ্জ-তরু কুসুম ছড়ায়,
শাখী পরে শুক-সারি গায়,
উতল পবন,
উচাটন মন—ব্রজেন্দ্র নন্দন
একাকিনী দেখিলেন
অভিমানী রাই,—
কালিন্দীর কুলে,
বেতসের লতা-গৃহ দ্বারে
বসিয়া বিরলে,

ভাসিছেন নয়নের জলে !
আদরে মুছায়ে আঁখি,
বিনোদিনী রাধারে মাধব
লইলেন বক্ষোপরে তুলি !
রাধা-কৃষ্ণ যুগল মিলন
চরম সাধন !
ইহা হ'তে সার
বুদ্ধিগ্রাহ্য আর নাহি মোর কিছু ।

শ্রীচৈতন্য । বুদ্ধির অতীত স্থানে
কর দরশন,
দেখাও আমারে—
যদি থাকে কিছু আর ।

রামা । বুদ্ধির অতীত স্থানে
অন্তর-নয়নে দেখি সম্মুখে আমার,—
রাধা-শ্যাম এক তনু,
এক প্রাণ—ভেদাভেদ নাই দুই জনে !
দু'য়ে দেখি এক—
রাধা-রূপে গঠিত ললিত তনু
কান্তি কনকিয়া,—
নিশা-অন্তে জ্যোৎস্নার ধারা
বিরহে মধুর !
অন্তরে ব্রজের কৃষ্ণ,—
নিজ প্রেমে

ঝর বিগলিত অরুণ-নয়ন !
বিন্দু বিন্দু—সুধা সম
স্খলিত অধরে সদা—
'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'
নামের গুঞ্জন !
নারায়ণ !
তোমারি কৃপায় চিনেছি তোমায় !
তুমি সাধ্য-সাধনের সার,
প্রেম-অবতার,—
নবরূপে নব ভাবে
এসেছ ধরায়,
শ্রীগৌরাঙ্গ নাম—
সর্ব্ব রসের আশ্রয় !
দয়াময়,
যদি করুণার বশে
এসেছ দীনের বাসে,
আকিঞ্চন,—
যুগে—যুগে লীলার প্রকাশে,
ভৃত্য ব'লি—দাস ব'লি—
স্থান দিও কমল-চরণে।

[পুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিলেন]

শ্রীচৈতন্য। রাধা—রাধা—রাধা—শ্রীরাধা—

[মহাপ্রভু সমাধিস্থ হইলেন]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অন্তঃপুর—বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরের সম্মুখস্থ দাওয়া

বিষ্ণুপ্রিয়া ও কাঞ্চনিকা

সময়—মধ্যাহ্ন

বিষ্ণুপ্রিয়ার গীত

গউর-গরবে হাম জনম গোঁয়াওলু
অব কাহে নিরদয় ভেল ?
পরিজন বচনহি গরলে গরাসল গেহ গহন সম কেল !
সজনি, অবদিন বিফলহি ভেল।
সোঙরিতে সো দুখ, হৃদয় বিদারত, পাঁজরে বজরকো শেল।
উঠিবসি করি কত, ক্ষিতিমাহা লুটত, পবন অনল দহ অঙ্গ
কি করব, কা-দেই সমবাদ পাঠাওব, মিলব কিয়ে তছু সঙ্গ ?

'মাধবদাস'

কাঞ্চন। (স্বগত) কান্না শুনলে পাষাণ গ'লে যায়। ভগবান, এমন দেবী, এর অদৃষ্টে এত দুঃখ লিখেছিলেন ? (প্রকাশ্যে) নাও, ওঠ, এতখানি বেলা হ'ল, রান্না চড়াবে কখন্ ? কেবল এই ক'টি চাল বেছেছ ?

বিষ্ণু। হ্যাঁ।

কাঞ্চন। এ রকম ক'রে খেয়ে ক'দিন বাঁচ্বে ?

বিষ্ণু। দু' বছর তো বেঁচে আছি।

কাঞ্চন। কিন্তু শরীর কি হ'য়েছে তুমিই দেখ না! রোজই তো দেখি—সকালের কাজ-কর্ম সেরে চাল বাছ'। 'হরেকৃষ্ণ—হরেরাম' এই বত্রিশ অক্ষরী মন্ত্র একবার জপ করো, আর একটি ক'রে চাল বেছে রাখ। এই রকম ক'রে দুপুর পর্য্যন্ত কত ক'টি চালই বা হয়? আর কোন উপকরণও নেই। এই খেয়ে মানুষ ক'দিন বাঁচতে পারে?

বিষ্ণু। কাঞ্চন, এতো ক'টি নয়—এ যে তাঁর আদেশ! তিনি ব'লে গেছেন। এ তাঁর আশীর্ব্বাদ, আমার অমৃত! আমি বাঁচবো, ভয় করিসনি। আমি যে তাঁকে নিবেদন ক'রে তাঁর প্রসাদ পাই।

কাঞ্চন। কিন্তু বোন্, আমাদের তাতে মন বোঝে কই? তোমাদের বাড়ী আসি, এক ঘরে দেখি—মাসীমা প'ড়ে কাঁদছেন। তোমার কাছে বসি, তোমার মুখ শুক্‌নো—চোখে জল! তোমাদের দুঃখ দেখে পশু-পক্ষী কাঁদে, আমরা তো মানুষ, এ যে আর দেখতে পারিনি ভাই!

বিষ্ণু। চোখে জল? কতটুকু জল? কতটুকু কাঁদি—কতটুকু কাঁদতে পারি? আমার দুঃখ দেখে তোদের বুক ফাটে? কিন্তু আমার—আমার,—আমি ঘরে রাঁধা ভাত মুখে দিই, তিনি যে ভিখারী! আমার মাথার উপর খড়ের চাল, তাঁর আশ্রয় যে গাছের তলা! শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, বর্ষা নেই, সেই সোনার অঙ্গে ছেঁড়া কাঁথা! আমার কতটুকু কষ্ট, কাঞ্চন, আমার কতটুকু দুঃখ?

কাঞ্চন। নে ভাই, চুপ্ কর্, আর কাঁদিস্‌নি। বেলা হ'য়েছে, চল্, রান্না চড়াবি চল্। মাসীমাকে তো দেখলাম না, তিনি কোথায়?

বিষ্ণু। তিনি আমার মাস-শাশুড়ীর বাড়ী গেছেন ; কতদিন তাঁর খবর পাননি, মা পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন।

কাঞ্চন। শাশুড়ী-বউয়ের সমান কপাল! নইলে তোমার অমন স্বামী, তিনি যে এমন নিষ্ঠুর হবেন, একি এর আগে কেউ মনে ক'রতে পারতো? সন্ন্যাস নিয়ে শান্তিপুরে ফিরে এলেন, মার সঙ্গে দেখা ক'রলেন, সকলের সঙ্গে দেখা ক'রলেন, কেবল তোমার সঙ্গে দেখা ক'রলেন না? সন্ন্যাসী হ'লে কি এমনি নিষ্ঠুর হ'তে হয়?

বিষ্ণু। নিষ্ঠুর! ছি ছি, ও কথা বলিস্ নি! ও কথা শুন্‌লেও যে আমার পাপ ; বল্—তাঁর কতখানি দয়া—কতখানি ভালবাসা—আমার উপর তাঁর কতখানি জোর! চার বছর তাঁর চরণ সেবা ক'রে যদি তাঁকে না বুঝে থাকি, বৃথাই আমার জন্ম! কাঞ্চন, আমার দুঃখ আমার জন্য নয়, তাঁর জন্য। কি কষ্ট সহ্য ক'রছেন তিনি! কার জন্য? মানুষের জন্য—জীবের জন্য। তিনি নিষ্ঠুর ন'ন, তিনি প্রেমময়! নিষ্ঠুর হ'লে, আমায় না ব'লে সন্ন্যাস নিতেন। তিনি যে আমার সম্মতি নিয়ে, আমায় ব'লে গৃহত্যাগ ক'রেছেন। আমি যে তাঁকে ব'লেছি, কাঞ্চন, আমি যে তাঁকে ব'লেছি, তাঁর ভালবাসায় ভুলে আমি যে তাঁকে যেতে দিয়েছি!

কাঞ্চন। কেমন ক'রে যে ব'ল্লে ভাই, তাতো বুঝতে পারিনি। লোকে বলে—তিনি মানুষ ন'ন্, দেবতা! তা হ'তে পারে। তোমাদের দু'জনেরই আচরণ মানুষের মত নয়। নইলে প্রাণ ধ'রে কি ক'রে ব'ল্লে—'তুমি যাও, সন্ন্যাসী হওগে'।

বিষ্ণু। পাষাণী! বল্লেম বই কি? আমি জানি, আমি না ব'ল্লে তিনি কখনো যেতেন না ; কিন্তু আমি যে না ব'লে পারলাম না। তাঁর কি

কাকুতি! কাঞ্চন, মানুষের জন্ম তাঁর কি আর্ত্তি! কি দয়া! সেই পদ্মপলাশের মত চোখ—জলে ঢল্ ঢল্ ক'রছে, সেই অত বড় বুক—তার মধ্যে যেন শোকের সাগর উথ্‌লে উঠছে,—যখন আমায় ব'ল্লেন—'আমি যাই, আমার বন্ধন মুক্ত ক'রে দাও', আমি তখন কেমন হ'য়ে গেলেম! আমার মনে হ'ল—আমার চোখের উপর যেন পৃথিবীর একদিক দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লছে, আর সেই আগুন নেবাবার জন্যে তাঁর চোখের রুদ্ধ-স্রোত উন্মুখ হ'য়ে আমারই আদেশের অপেক্ষা ক'রছে! আমি আর বারণ ক'রতে পারলাম কই? আজ দু'বছর হ'ল তাঁর কোন খবর আসেনি। তিনি কেমন আছেন, শুধু এইটুকু জানবার জন্য যে, আমি বেঁচে আছি, কাঞ্চন, শুধু এইটুকু জানবার জন্য যে আমি বেঁচে আছি।

নেপথ্যে ভিখারিণীর গীত

নাচে শচীসুত, লীলা অদভুত, চলনি ডগমগি ভঙ্গিয়া!
সঙ্গে কত কত, ভকত গাওত, হিলন গদাধর অঙ্গিয়া।
আজানু বাহু তুলি, বোলয়ে হরি হরি, আপনি নিজ রসে মাতিয়া,
বদনমণ্ডল, চাঁদ ঝলমল, দশন মোতিম পাঁতিয়া!
কষিত কাঞ্চন, কিরণ ঝলমল, সতত কীর্ত্তন রঙ্গিয়া,
অরুণ নয়ানে বরুণ-আলয়, অঝরে ঝরে দিন রাতিয়া,—
পঙ্গু অন্ধ যত, পতিত দুর্গত, দেওত প্রেম যাচিয়া!

'নরহরিদাস'

বিষ্ণু। (চমকিয়া) কে গায়? কে গায়?
কাঞ্চন। তাইতো—কে গায়? কোন' ভিখারিণী কি?

বিষ্ণু। যেই হোক—কাঞ্চন, ডাক্—ডাক্ ওকে ডেকে নিয়ে আয়! ও ও-গান গায় কেন? ওকে ডেকে নিয়ে আয় ভাই!

কাঞ্চন। দেখি ও কে? আমি ডেকে আনছি।

[প্রস্থান।

বিষ্ণু। দয়াময়, আজ কত দিন—কত দিন পরে ও-গান শুনলেম! ও-গান তো এখন এখানে আর কেউ গায় না?

(ভিখারিণীকে লইয়া কাঞ্চনের প্রবেশ)

কাঞ্চন। এই বৈষ্ণবী ও-গান গাইছিলো।

ভিখা। মা গড় করি। আমায় চিনতে পারনি? আমি তোমার ভিখিরি মেয়ে গো! আহা, সেই সোনার অঙ্গ এমন হ'য়ে গিয়েছেন?

বিষ্ণু। তোমায় চিনেছি, এস—এস বস'। এ-গান তো এখানে কেউ গায় না। এ-গান তুমি কোথায় শিখলে? গাও, গাও, আবার গাও।

[ভিখারিণী উপরের গানটির প্রথম দুই কলি নেপথ্যে গাহিয়াছিল, এখন সম্পূর্ণ গান গাহিল। গান শুনিতে শুনিতে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন, তাঁর কণ্ঠ হইতে আর্ত্তস্বরে কেবল উচ্চারিত হইল]

বিষ্ণু। দয়াময়! আজ তুমি কোথায়?

কাঞ্চন। (ভীত স্বরে) ওকি, অমন ক'চ্ছিস্ কেন? সই—সই?—

ভিখা। মা অমন ধারা হ'লেন কেন?

বিষ্ণু। (ক্রমে প্রকৃতিস্থা হইয়া) না—কিছু তো হয়নি, বেশ তো আছি। তুমি এমন গান গাইতে শিখলে কোথা? তুমি তো এমন কথা কইতে পারতে না? এ তুমি কেমন ক'রে শিখলে?

ভিখা। বাবাঠাকুরের দয়া, মা, বাবাঠাকুরের দয়া! তাঁর দয়ায় যে বোবার বোল্ ফোটে মা!

বিষ্ণু। (ব্যস্ত হইয়া) তুমি কোথায় তাঁর দেখা পেলে?

ভিখা। বাবাঠাকুর শান্তিপুর থেকে যে দিন ক্ষেত্তরে যান, দয়া ক'রে আমায় পায়ের ধূলো দিলেন, আমায় আশীর্ব্বাদ ক'রলেন। কাঙ্গালের ঠাকুর, আমায় ব'ল্লেন—তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। বাবাঠাকুর পথে বেরুলেন, আমিও দূরে দূরে তাঁর সঙ্গ নিলাম। মেয়েটা ম'রে হাল্‌কা ক'রে দিয়েছিল মা, ঝাড়া হাত-পা; কিন্তু মা, বাবাঠাকুরের মায়া কাটাতে পারলাম না। চল্লাম সঙ্গে।

বিষ্ণু। (অতি আগ্রহে) তুমি গিয়েছিলে—তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলে? (দাওয়া হইতে নামিয়া) তা'হলে তুমি জান, তুমি জান; তিনি কেমন আছেন? তুমি কত দূর তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলে? কতদিন তাঁকে ছেড়ে এসেছ? এখন তিনি কোথায়?

ভিখা। তাঁর কথা কত ব'লবো মা? যে পথ দিয়ে বাবাঠাকুর যান, হাজারো হাজারো লোক তাঁর সঙ্গে ছোটে। তিনিও 'হরি হরি' করেন, আর লোকেরাও হরিবোল বলে, গান গায়, নাচে, পথের ধূলোয় গড়াগড়ি দেয়! সেই ক্ষেত্তর পর্য্যন্ত মা। কোন রাজার বাবা গেলেও এমন ধুম হয় না। তিনিও এগোন, লোকেরাও এগোয়। আর আমিও সেই ধূলো মাথায় ছড়িয়ে দিই, তাদের গান শুনে গান গাই।—বাবাঠাকুর চলেন, আর লোকেরা বলে—'জগন্নাথ, জগন্নাথ দেখ্‌তে চ'লেছেন'।

বিষ্ণু। বল, বল,—তারপর—তারপর?

[ছুটিয়া গিয়া ভিখারিণীকে বুকের ভিতর টানিয়া লইলেন]

ভিখা। একি মা, আমায় ছুঁলে? আবার যে নাইতে হবে।

বিষ্ণু। (ভিখারিণীর প্রতি) তোমার মুখে তাঁর কথা শুনছি, আমার গঙ্গাস্নানের পুণ্য হ'চ্ছে! তিনি তোমায় দয়া ক'রেছেন, তুমি তাঁর পায়ের ধূলো পেয়েছ, তুমি পুণ্যবতী, তোমায় ছুঁলে কোন দোষ নেই। তুমি বল, তুমি বল—তিনি কোথায় থাকেন, কে তাঁর সেবা করে? কে তাঁকে যত্ন ক'রে খাওয়ায়? দিনরাত কি 'হরি হরি' করেন? দিন রাত কি তাঁর চোখ দিয়ে জল ঝরে? না—না—তুমি দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও, আমি মাকে ডেকে আনি, আমি মাকে ডেকে আনি, দু'জনে একসঙ্গে শুনবো, দু'জনে একসঙ্গে শুনবো!

[ছুটিয়া শচীদেবীকে ডাকিতে গেলেন, কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে থামিয়া আবার ভিখারিণীর কাছে ফিরিয়া আসিলেন, তার গলা জড়াইয়া ধরিয়া অতি কাতর-কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন]

কখনো কি কারুর সঙ্গে দেশের কথা কন?—মা'র কথা জিজ্ঞাসা করেন? এখানকার কারো কথা কি তাঁর মনে আছে? বল—বল। না না তুমি দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও, আমি মাকে ডেকে আনি—মাকে ডেকে আনি; মা যে তাঁর কথা শোনবার জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছেন! তুমি যেও না, আমি মাকে ডেকে আনি, দু'জনে একসঙ্গে শুনবো—দু'জনে একসঙ্গে শুনবো।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রস্থান।

কাঞ্চন। ওলো দাঁড়া—দাঁড়া, প'ড়ে যাবি।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

যোগা—পথ

সময়—প্রথম প্রহরের পর

[গোবিন্দ ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল]

গোবিন্দ। ঠাকুর বেছে বেছে আচ্ছা জায়গায় আস্তানা নিয়েছেন দেখছি। একেবারে একটা বিশ্রী পল্লীর মাঝখানে। মতলবটা যে তাঁর কি, কিছুই তো বোঝবার যো নেই। কিন্তু গোল যে আমার! তিনি তো কারও সঙ্গে কথা ক'ন না, ভয়ে তাঁর দিকে কেউ ঘেঁসেও না। মাগীর দল যে, ক্রমশঃ আমায় পাগল করবার জোগাড় ক'রেছে। পথে-ঘাটে বেরোতে দিনের ভেতর ছত্রিশ জনের সঙ্গে আমার দেখা। নানা জনের নানা ফরমাস,—"ওষুধ দাও, তাবিজ দাও, মাদুলী দাও, সিঁদুরপড়া দাও।" বলিহারি দেশ! ঐ নেও,—যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই, দেখছি সন্ধ্যে নয়—এ একেবারে রাত দুপুর! ব'লতে না ব'লতে সেদিনকার সেই মাগীটা এসে, প'ড়লো!

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। এই যে চেলাঠাকুর, প্রণাম।

গোবিন্দ। ধর্ম্মে মতি হোক!

মীরা। আমি আপনাদের আস্তানায় গিয়েছিলুম। সেখানে কাউকে না দেখে বাড়ী ফিরছি, পথেই আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো। আমার

সখীর কিছু ক'রলেন?—বাবার কিছু হুকুম হ'লো? সে যে আমায় খেয়ে ফেল্‌লে!

গোবিন্দ। (স্বগত) খেয়ে আর ফে'ল্‌লে কই? খেলে তো আপদ চুক্‌তো,—জীবের একটা উপকার হ'ত! এ নচ্ছার মাগীর মতলব সুবিধের নয়, ক'দিন থেকেই ঘুর-ঘুর ক'রছে! আজ একটা কড়া জবাব দিই, নইলে এ হানা দেওয়া বন্ধ হবে না। (প্রকাশ্যে) তুমি বাছা, ক'দিন থেকেই আসছো। আমি তো গোড়াতেই ব'লেছি, আমাদের ঠাকুর পয়সা-কড়ি ছোঁন্ না। এখানে ওসব দান-ধ্যান ক'রে জাহির হবার সুবিধে হবে না। তোমাদের ও পাপের রোজগারের টাকা নেবার গেরুয়াধারী অনেক আছে। বেশী পয়সা হ'য়ে থাকে, খুঁজে-পেতে তাদের গিয়ে ধরগে।

মীরা। ক'দ্দিন চেলাগিরি ক'র্‌ছো?

গোবিন্দ। সে জবাব তোমার কাছে দিতে হবে না কি?

মীরা। না, তাই জিজ্ঞেস ক'রছি। পাপের রোজগার! তা, পয়সায় দোষ হ'ল কি? ঢের সাধু মোহান্ত দেখিছি, টাকা নিতে তো কারুকে কোন দিন ব্যাজার দেখিনি। তোমরা কোন দেশের সাধু? পয়সা ছোঁন্ না! গোড়ায় অমন বলে সবাই, 'তারপর দিয়ে কুলোন' যায় না!

গোবিন্দ। (স্বগত) ও বাবা, এ যে লাঠি মেরে দান ক'রতে চায়! আচ্ছা না-ছোড়-বন্দা তো?

মীরা। চুপ ক'রে রইলে কেন? তোমার মতলবটা কি বুঝেছি। কিছু বেশী চাও! তা, তাই হবে গো—তাই হবে। আমার সখীর অনেক টাকা, অনেক ঐশ্বয্যি। যে রকম ঝুঁকেছে ছুঁড়ী, মনে ক'রলে তোমরা একটা দাঁও মেরে দিতে পারবে। একবার রাজী কর না

তোমার মোহন্তঠাকুরকে। আমি বরং ব'লে ক'য়ে তোমায়ও কিছু পাইয়ে দেব।

গোবিন্দ। আরে ম'ল, তোর আস্পর্দ্ধা তো কম নয় বেটী! আমায় দালাল বানাতে চাস্? কি ব'লবো—নেহাৎ স্ত্রীলোক—তাই বেঁচে গেলি, নইলে—

মীরা। নইলে? নইলে কি ক'র্‌তে? ফাঁসী দিতে না কি?

গোবিন্দ। কি ক'রতাম তা ভগবানই জানেন। মহাপাপ ক'রেছিলাম, তাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোর সঙ্গে কথা কইতে হ'ল। কিন্তু সাবধান ক'রে দিচ্ছি, আর যেন কখনো আমাদের এ মুখো হ'সনি।

[প্রস্থান।

মীরা। মর্—মর্! দেড় কড়ার গেরীমাটীতে কাপড় ছুপিয়ে তেজ দেখ না! ছুঁড়ীর যেমন, দেবার আর লোক খুঁজে পায়নি। আসল কথা তা তো নয়, ম'রেছেন! তা আমি কেন শুধু শুধু গালাগালি খেয়ে মরি? যাই বলিগে, যার ব্যায়রাম, সেই ওষুধ খুঁজুক। সন্নিসী! সন্নিসী তো নয়, যেন চোয়াড়—ডাকাত! কথার ছিরি দেখ না। এ মিন্সের কোন পুরুষে সাধু নয়। ডাকাত—লুট্‌তে এসেছে!

[প্রস্থান।

(অপর দিক হইতে ঢুণ্ডিরাম ও নারোজীর প্রবেশ)

ঢুণ্ডি। দেখ্‌লে, সেই সাধুটার চেলার সঙ্গে হাত মুখ নেড়ে ছুঁড়ীর কথা ক'বার ঘটাটা একবার দেখ্‌লে? আবার দূতী পাঠানো হ'য়েছে!

তা'হলে ভেতরে ভেতরে চ'লছে? ওঃ—বেইমানের জাত! খুন ক'রলেও রাগ যায় না। ভাই নারোজী, তোমায় এর একটা ব্যবস্থা ক'রতেই হবে।

নারোজী। বারমুখীর বাড়ীর পাশেই ওই প'ড়ো বাগানটায় আস্তানা নিয়েছে?

ঢুণ্টি। হ্যাঁ ভাই, শুধু কি আস্তানা, একেবারে হানা দিয়ে ব'সেছে। ঘরের জানলা খুললেই দেখ—গাছতলায় দিব্যি ব'সে আছে, সা জোয়ান! প্রথমে যখন এলো, তখন মনে ক'র্‌লেম—কে এক ব্যাটা ভিখারী, দু'দিন বাদেই স'রে প'ড়বে। তারপরে দেখি আর নড়বার নামটি নেই! আমার ইনিও নড়েন-চড়েন—আর জান্‌লা খুলে উঁকি মারেন, আর উনিও কোন্‌না আঁখি ঠারেন!

নারোজী। ভণ্ড!

ঢুণ্টি। ভণ্ড ব'লে ভণ্ড, ব্যাটা লণ্ডভণ্ড! নইলে, সহরে ধর্ম্মশালা আছে, দেবতার মন্দির আছে, রাজার অতিথশালা র'য়েছে, সে সব ছেড়ে বেশ্যাপল্লীতে এসে আড্ডা গেড়েছে? মতলব বুঝতে পারছো না? শুনেছে বারমুখীর অনেক পয়সা, একবার চার ফেলে দেখছে। যদি গাঁথ্‌তে পারে, তাহ'লে গেরুয়া ছেড়ে গরদ ধ'রবে।

নারোজী। ধুনি-টুনি জ্বালায়?

ঢুণ্টি। সে সব বালাই নেই।

নারোজী। সঙ্গে ঐ চেলা ছাড়া আর কেউ আছে?

ঢুণ্টি। না, আর বড় কাউকে দেখ্‌তে পাই না, ঐ এক ব্যাটাই। ওই ব্যাটা ভিক্ষে-টিক্ষে ক'রে আনে, আর সে 'হরি হরি' ক'রে চেঁচায়।

নারোজী। ভক্ত-টক্ত কেউ জোটেনি ?

ঢুণ্ঢি। না, এ পাড়ায় তো চেংড়া ছোঁড়ারা ছাড়া সহরের ভাল লোক দিনে বড় কেউ আসে না। আর রাত্তিরে যারা আসে, তারা কে ওর চীৎকার শুন্‌তে যাবে ? তবে ছোটলোক কতকগুলো দল বেঁধে যায়, ওর সঙ্গে চেল্লায়, আর হরি ব'লে ধেই ধেই ক'রে নাচে। তারপর যে যার ঘরে চ'লে যায়, আর কি ক'রবে ?

নারোজী। কি নাম ব'ল্লেন ?

ঢুণ্ঢি। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য।

নারোজী। কোন্ দেশী ?

ঢুণ্ঢি। খবর নিয়ে জেনেছি—বাঙ্গালী।

নারোজী। কি চান ? একেবারে সাব্‌ড়াতে ?

ঢুণ্ঢি। অত দূর ক'রতে হবে না। দু'চার ঘা একটু মোলায়েম ক'রে দিলেই স'রে প'ড়বে। বুঝ্‌বে—বাবার বাবা আছে। সাধু হইছিস্, সাধুর মত থাক্, তা নয় গেরুয়ার জালে মেয়ে মানুষ আটকান' ?

নারোজী। হুঁ। দেখুন ঢুণ্ঢিরাম বাবু, কাজটি বড় সোজা নয়! ডাকাতি করি, মানুষও মারি, কিন্তু সাধুর গায়ে হাত দেওয়া—এ অভ্যাস নেই। এ হবে এই প্রথম। আপনাকে যা ব'লেছি, দশ হাজারের এক পয়সা কমে এ কাজে হাত দিতে পারবো না।

ঢুণ্ঢি। তুমি যে বড় গরজ ঠাওরালে দেখ্‌ছি।

নারোজী। তা যাই বলুন, গরজ আপনার যত না হোক, আমার তো বটে ? যদি লাঠি খেয়ে মরেই যায়, ধরা পড়ি, তা হ'লে আমারো তো

কাঁধের ওপর মাথা থাকবে না! আপনি স্ফূর্ত্তি ক'রতে, শুনেছি বারমুখীকেই দিয়েছেন দশ লাথ। আর আমার মাথাটার দাম কি দশ হাজারও দেবেন না?

টুণ্টি। আরে, তোমার মাথা নেয় কে? এ-কাজ ক'রে হাত পাকালে কথনো তো ধরা পড়নি। আর এ একটা বিদেশী ভিথারী, তার মাথা নিতে এত ভাবনা?

নারোজী। আপনাদের মত লোকের মাথা হ'লে কিছুই ভাবতুম না। ও দুশো একশোতেই সেরে দিতুম। আর ও সাধু, আসলই হোক, আর ভণ্ডই হোক, ওর মাথার দর কিছু বেশী দিতে হবে।

টুণ্টি। দেথ নারোজী, গায়ের জ্বালায় রাত্তিরে ঘুম নেই, দিনে আহার নেই। কাজ-কর্ম্মে মন দিতে পারি না। আমি ধুলোর মত পয়সা ছড়িয়ে বারমুখীর মন পেলুম না, আর ও বেটার চাল নেই—চুলো নেই—গাছতলায় বাস, বেটা দু'বার হরি হরি ব'লে মজা লুটবে? এ আর বরদাস্ত হয় না। বেশ, তুমি যা ব'লছো—তাতেই রাজী। তাহ'লে কবে কাজে হাত দিচ্ছ?

নারোজী। কথাবার্ত্তা যথন ঠিক হ'য়ে গেল, কবে আর কি? যদি সুবিধে হয়, আজ রাত্রেই। তাহ'লে বায়নার পাঁচ হাজার দিয়ে রাথুন, বাকী পাঁচ, কাজ হাসিল ক'রে নেবো।

টুণ্টি। বায়না তো দেব, কিন্তু যদি না পার? কি—?

নারোজী। কি, কি? যদি স'রে পড়ি? সে ভয় নেই। আমরা তো আপনাদের মত ভদ্দর লোক নই; ডাকাত্তি ক'রে থাই—আমাদের কথার ঠিক আছে। বিশ্বাস না হয়, আপনিও পথ দেথুন, আমিও নিজের কাজে যাই।

টুণ্টি। আহা-হা—চট কেন ভাই—চট কেন? আমি তোমায় রাগাবার জন্তে ঠাট্টা ক'রছিলুম; রক্তটা গরম ক'রে দিলুম—সেটা আর বুঝলে না? চল—চল—আমার গদীতে, বায়নার টাকা নেবে।

নারোজী। তা যাব না। আমি পথে দাঁড়াব, আপনি টাকা এনে আমার হাতে দেবেন।

টুণ্টি। আচ্ছা তাই হবে। আমি টাকা তোমায় পথেই দিচ্ছি, তা'হলে আজই রাত্তিরে কাজে হাত দেবে তো?

নারোজী। দেখি, কাজটা তো আর সোজা নয়! বারমুখীর ঘর থেকে দেখা যায় না ব'ল্লেন?

টুণ্টি। দেখা আর যায় না? ওই দেখাতেই তো আমার মাথা খেয়েছে। বেটী এত বড় নেমকহারাম্, আমি আজ পাঁচ বছর গোলামী ক'রছি-টাকাকে টাকা জ্ঞান করিনি, যখন যা চেয়েছে দিয়েছি, হীরে-জহরতে মুড়ে রেখেছি, আর ওই জানালার ফাঁক দিয়ে দেখে একেবারে উড়ু উড়ু!

নারোজী। বারমুখী কিনা? ফাঁক পেলেই উড়বে। তারপর দেখুন, আপনি একজন বোনেদী প্রেমিক, আপনি আর এটা জানেন না যে, গোলামী ক'রে ও জাতকে বশে রাখা যায় না? যখন গোলামী ক'রেছেন, তখন তো উড়বেই; তার ওপর গেরুয়ার টান বড় টান! তা দেখুন, সন্ধ্যার পর আপনার ওখানেই, যে ঘরের জানালা দিয়ে দেখা যায়,—সেই ঘরে ব'সে আট-ঘাট একবার দেখে নেব। তারপর, সুবিধা বুঝি, আজ রাত্তিরেই ফরসা!

টুণ্টি। বেশ বেশ। এই জন্তেই তো, এত লোক থাকতে তোমার শরণ নিয়েছি। বেশ—তাই হবে, চল, বায়নার টাকাটা দিইগে।

নারোজী। হ্যাঁ, পথে দাঁড়িয়ে!

ঢুণ্ঢি। তুমি ভারি সাবধানী,—সাক্ষী রাখতে চাও না। তাই হবে—তাই হবে। চল।

নারোজী। চলুন। দেখি, আপনার হাতে বৌনি, দিন কেমন যায়?

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বারমুখীর বিলাস-কক্ষ

সময়— রাত্রি দুই প্রহর

[বারমুখী তাহার ঘরের জানালার ধারে, বাহিরের দিকে কি যেন দেখিতেছিল]

বার। (জানালা হইতে দেখিয়া ফিরিল) আজ আর সমস্ত দিন দেখ্‌তে পাইনি। শূন্য গাছতলা, সাধু নেই। সঙ্গের সেই লোকটিকেও দেখতে পাচ্ছিনি। এখান থেকে চ'লে গেলেন কি? গাছের ডালে তো দেখছি—কোপিন, ছেঁড়া কাঁথা টাঙ্গানো র'য়েছে। তা'হলে কি যান্‌নি? মীরা—মীরা—অনেক সাধু দেখেছি, মোহান্ত দেখেছি, সন্ন্যাসী দেখেছি, কিন্তু এমন শ্রী তো কখনো কারও দেখিনি? রূপ দেখ্‌লে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না। চোখ দু'টি যেন করুণা ছেনে কেউ গ'ড়েছে! মীরা—মীরা—

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। কেন গো, এত ডাকাডাকি কেন?

বার। হ্যাঁরে, তোকে যে ব'লেছিলুম, খবর নিলি? পাশের বাগানের সাধু চ'লে গেছেন, না এখনো আছেন?

মীরা। তুমি খবর নিতে ব'লেছিলে ভাই, আমার কিন্তু সকালে সেই ডাকাত-চেলা মিন্সের কাছে গালাগালি খেয়ে আর যেতে ইচ্ছে হয় নি। মিন্সের যেমন চেহারা তেমনি মুখ,—যেন ছড়াগোবরের হাঁড়ী! গেলুম দয়া ক'রে টাকা দেবার জন্যে খোসামোদ ক'রতে, না গুণ্ডা মিন্সে তেড়ে এলো মারতে! ব'ল্লে, 'পাপের পয়সা, আর কাওকে খুঁজে দিগে যা, আমার গুরু পয়সা ছোন্ না!' তুমি রাগই কর, আর যাই বল ভাই, আমি কিন্তু সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে খেলার ভেতর আর নেই!

বার। তোর মন বড় পাপী। তুই দয়া ক'রে টাকা দিতে গিয়েছিলি ব'লছিস্ কি! ছি, ছি, ও কথা কি ব'লতে আছে? পাপের অর্থ—! ঠিকই তো, তিনি ঠিকই ব'লেছেন, নেবেন কেন? আমাদের অর্থ নেবেন কেন?

মীরা। তা না নিয়েছে, নাই নিয়েছে—ভালই হ'য়েছে। তার জন্যে তুমি কিছু মনে ক'রো না!

বার। মনে আর কি ক'রবো! ভেবেছিলাম রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ঐ খোলা মাঠে গাছতলায় থাকেন, যদি দয়া ক'রে কিছু নিয়ে একটা আশ্রম ক'রে থাকতেন? কিন্তু এমন ভাগ্য নিয়ে জন্মেছিলুম, তা হ'ল না। ওঃ—কত পাপ ক'রলে এ ঘরে জন্ম হয় বল্ দেখি!

মীরা। তা দুঃখ কেন? কান্নাই বা কিসের? তোমার কি দেবার বয়েস গিয়েছে না কি?—না, ঐ বাউণ্ডূলে চেলার গুরু ছাড়া আর সাধু-ফকীর নেই? দেবার লোকের আবার ভাবনা? দেবে বই কি, সময় হোক,—বুড়ো বয়সে পুকুর পিতিষ্ঠে ক'রবে—গাছ পিতিষ্ঠে ক'রবে, মন্দির পিতিষ্ঠে ক'রবে, গরীব-দুঃখী অনাথ ফকিরকে হাতে তুলে দেবে! কত সাধু আছেন, মোহান্ত আছেন, গুরু আছেন, পুরুত আছেন,—চার ধাম তীর্থ ক'রবে, তখন নাম হবে, লোকে ধন্যি ধন্যি ক'রবে! পুণ্যি আর কাকে বলে? ওই তো পুণ্যি—লোকের মুখে! আর এখন থেকে উড়িয়ে দাও যদি, শেষকালে টুকনি হাতে! আমাদের মা-দিদিমার এই তো শিক্ষে। এ ভুল্‌লে যে কষ্ট পেতে হবে ভাই!

বার। কষ্ট, না ছাই! এর চেয়ে আর কি কষ্ট পাব? অভাব কিছুরই নেই, তবু প্রাণ হু-হু করে! লোকে আসে, আদর করে, যত্ন করে, আমি চ'লে গেলে হয়তো বুক পেতে দেয়, সর্ব্বস্ব আমায় দিয়ে ভিখারী হয়, ভালবাসে, কাঁদে—

মীরা। কত লোক আবার পাগল হ'য়ে রাস্তার ভাত কুড়িয়ে খায়!

বার। তাও মিথ্যা নয়। কিন্তু, কি জীবন বল দেখি? বিশ্বাস করবার কেউ নেই!

মীরা। (স্বগত) বুঝেছি, আর দেখ্‌তে হবে না, এই গেরুয়াই মাথা খাবে!

বার। আমি সন্ন্যাসীকে এই ঘর থেকে দেখি। সকালের সূর্য্যের মত সেই দিব্য কান্তি!—মুখে সদাই হরি হরি—চোখে জল! আমায় সব ভুলিয়ে দেয়! যত দেখি ততই দেখবার তৃষ্ণা বাড়ে! আমি

দেখি—দেখি—দেখি! কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমার জানিস্? আমি যার খাই, সে মনে করে বিপরীত! ছি ছি—কি ঘৃণা! ছোট লোক—ইতর—আমাদের চেয়েও হীন এই সব লম্পট! তারা অন্ধ, সাধু বোঝে না—সন্ন্যাসী মানে না, আমার মনের ভিতর যে জ্বালা, তা বোঝে না, বোঝবার চেষ্টা করে না। কেবল আসে, নিজেদের পাপের ভার আমাদের বুকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেরা সাধু হ'য়ে বেরিয়ে যায়,—জ্ঞানী, মানী, ভদ্র,—সমাজের মাথা! আর আমরা? যে বেশ্যা—সেই বেশ্যা! একটা রাস্তার কুকুরকে ধ'রে এনে পোষে—তাকে বিশ্বাস করে, আমরা হাজার সত্য কথা ব'ল্‌লেও বিশ্বাস করে না। এই আমাদের জীবন!

মীরা। কি ক'রবে বল? চার কাল তো এমনিই হ'য়ে আসছে।

বার। দেখ্, রোজ রাত্তিরে সেই মদ খাওয়া—সেই নাচা—গান গাওয়া—আমার আজ আর ভাল লাগছে না। তার আসবার সময় হ'য়েছে,—এখনি হয়তো এসে প'ড়বে। এলে তুই বলিস্, আমি বাড়ী নেই,—না না—বলিস্ আমার অসুখ ক'রেছে।

মীরা। অসুখ তো আগে ক'রতো—বুক ধড়্ ফড়্, মাথা ঘোরা, মিরগী হ'য়ে হাত-পা চালা—এমনি সব সখের অসুখ; কিন্তু অনেক দিন তো সে সব ভুলে দিয়েছ; আমার কথায় বিশ্বাস ক'রবে?

(নেপথ্যে ঢুণ্ঢিরাম)—

ঢুণ্ঢি। মীরা—মীরা? এ কি, আজ এরই মধ্যে দরজা বন্ধ কেন?

মীরা। এই যে ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে এসে প'ড়লো গো! তবে যাও, ওই ঘরে গিয়ে অসুখ ক'রে প'ড়ে থাক। আমি দরজা খুলে দিই।

বার। নাঃ—আর প্রতারণা ক'রবো না, তুই তাকে দরজা খুলে দে। এত দিন বিষ খেয়েছি আজও বিষ খাব!

মীরা। হ্যাঁ, সুমতি হোক—তাই খাও। আমি দরজা খুলে দিইগে।

[প্রস্থান।

বার। জানালাটা বন্ধ ক'রে দিই। (জানালার ধারে গিয়া বাহিরের দিকে দেখিয়া) না—এখনো আসেননি। খোলাই থাক্।

(মীরার সহিত ঢুণ্ঢিরাম ও নারোজীর প্রবেশ)

নারোজী। কি বাইজী, চিন্‌তে পার? আছ কেমন? খবর সব ভাল?

বার। (স্বগত) একি, নারোজী সঙ্গে কেন? (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ ভাল, তোমার সব ভাল?

নারোজী। আমাদের আর ভাল কি? তোমরা ভাল থাকলেই আমাদের ভাল।

ঢুণ্ঢি। নারোজীর সঙ্গে দেখা হ'ল, অনেক দিন পরে। তাই ধ'রে নিয়ে এলাম তোমার গান শোনাব ব'লে। ওকি, মুখ অমন শুক্‌নো কেন? কাঁদছিলে নাকি?

বার। কাঁদবো কি দুঃখে?

মীরা। (স্বগত) নিজে না কাঁদুক, তোমায় কাঁদাবার যোগাড়ে আছে।

ঢুণ্ঢি। তবু ভাল! আমি বলি—বুঝি বিরহের হুতোশ লেগেছে!

বার। দেখ, ও সব ঠাট্টা ভাল লাগে না। ও রকম ইতর কথা যদি বল, তাহ'লে আমি এখনি বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাব। কেন, কিসের

জন্তে দিনরাত তুমি অমনি ব্যাং-খোঁচা ক'রে খোঁচাবে? তোমার ভাল না লাগে, না হয় এখানে নাই আস্‌বে?

নারোজী। ছিঃ বাইজী, অত কি রাগ ক'রতে আছে? যেখানে ভাল-বাসা, সেইখানেই তো ঝগড়া! সেইখানেই তো সন্দেহ! তুমি রাগ ক'রলে বেচারা যায় কোথায়? বোস'—বোস', মাথা ঠাণ্ডা কর। কতকাল পরে ঢুণ্ঢিরামবাবুর সঙ্গে এলুম, তোমার দু'টো গান শুনবো ব'লে, না প্রথমেই তুমি একেবারে পাশুপৎ অস্ত্র হান্‌লে? ব'ল্‌লে—'বেরিয়ে যাও'! কাজটা কি ভাল?

বার। দেখ দেখি ভাই নারোজী, আমার বাড়ীর পাশের ওই প'ড়ো বাগানটায় একজন সাধু এসে র'য়েছেন, আমার ওই জানালা থেকে দেখা যায়। এই হ'ল আমার অপরাধ? ওঁর আর গায়ের জ্বালা থামে না? দিন-রাত আমায় টিট্‌কিরি দেন—বলে, দিন-রাত আমি জানালা খুলে তাঁকে দেখি।

নারোজী। তাই নাকি? কই, কোন্ জানালা দিয়ে কাকে দেখা যায়? দেখি?—(উঠিয়া গিয়া জানালায় দেখিল) ওঃ—ওই যে একজন লোক—হ্যাঁ—হ্যাঁ—গেরুয়া পরা, ওই যে গাছতলায় ব'সে।

[বারমুখী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল]

বার। এসেছেন?

[ছুটিয়া দেখিতে গিয়া না দেখিয়া জানালার নিকট হইতে ফিরিল, নারোজী বারমুখীর মুখ দেখিয়া একটু হাসিল, বলিল]

নারোজী। ফির্‌লে যে—দেখ্‌লে না?

বার। (সংযত হইয়া) দেখ্‌লে যে তোমার বন্ধু বেগড়ায়।

ঢুণ্ঢি। (জনান্তিকে নারোজীর কাছে গিয়া) দেখ্‌লে ?

নারোজী। হ্যাঁ—চাঁদের আলোয় যতদূর সম্ভব।

[যতক্ষণ এই অভিনয় চলিতেছিল, মীরা, মদের পাত্র,
ফুল, পান প্রভৃতি রাখিয়া গেল]

(বারমুখীর প্রতি) বেশ, বেশ, সুমতি হ'য়েছে দেখ্‌ছি। এখন একখানি গান গাও, শুনে নিজের কাজে যাই।

বার। কাজে যে বেরিয়েছ—তা তোমার হাতে লাঠি দেখেই বুঝেছি। নারোজী! দেখছি তোমার কাজ আর ফুরোলো না।

নারোজী। তোমরা থাক্‌তে আমাদের কাজ কি ফুরোয় বাইজী ? কি বলেন ঢুণ্ঢিরামবাবু ?

বার। ঢুণ্ঢিরামবাবু রেগেই আছেন, বুঝেছ নারোজী ?

(বারমুখীর গীত)

কেন কেন অভিমান ?
তোমারি চরণে বাঁধা এ প্রাণ !
প্রভু গুণ ধর, অগুণ পরিহর,
ধরম করম সব ও পদে ক'রেছি দান !
রাখ রাখ মান, করুণা-নিদান,—
আমি যে এমন—সে তোমারি বিধান !

[এই গানটি প্রথমে নৃত্যের তালে গাহিতে গাহিতে বারাঙ্গনা বারমুখী উচ্ছ্বাসে প্রার্থনার সুরে গাহিতে গাহিতে কাঁদিয়া ফেলিল। যখন নৃত্য হইতেছিল, তখন ঢুণ্ঢিরামের ইঙ্গিতে নারোজী চলিয়া গিয়াছে। বারমুখী নাচিতে নাচিতে জানালার ধারে গিয়া বাহিরে দেখিল এবং চীৎকার করিয়া উঠিল]

বার। একি! নারোজী ওখানে কেন?

ঢুণ্ঢি। (বারমুখীর হাত ধরিয়া টানিল) তুমি ওখানে কি ক'রছো? এদিকে এস।

[নেপথ্যে গোবিন্দের কণ্ঠস্বর শোনা গেল]

গোবিন্দ। তবেরে শালা, ডাকাতির আর জায়গা পাওনি? কামারের কাছে এসেছ ছুঁচ্ বেচতে?

বার। হাত ছেড়ে দাও। (হাত ছিনাইয়া লইয়া) আমি তোমার মতলব বুঝেছি—বুঝেছি!

[ছুটিয়া প্রস্থান করিল।

ঢুণ্ঢি। সব মতলব ভেস্তে গেল নাকি? নারোজী বোধ হয় ধরা প'ড়েছে, আমি তো পালিয়ে বাঁচি। (ছুটিয়া পলাইল)

মীরা। একি কাণ্ড বাধালে? সবাই ছুট্‌লো কেন?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

পরিত্যক্ত উদ্যানের একাংশ

[নারোজী পলাইতেছে, গোবিন্দ নারোজীরই লাঠি কাড়িয়া লইয়াছিল—সেই লাঠি উঁচাইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল]

নারোজী। উহু-হু—শালা পা'টা একেবারে ভেঙ্গে দেছে।

গোবিন্দ। পালাবি কোথায়? বর্দ্ধমানের পাবড়ার বহর তো জান' না? দাঁড়া শালা, আগে তোরই লাঠিতে তোর মাথাটা দোফাক ক'রে দিই। শালা, সাধুর মাথা ভাঙ্গতে এসেছিলে? মনে ক'রেছিলে, সাধুর আস্তানা—গাছের গোড়ায় কলসী-কলসী মোহর পোঁতা আছে—না?

নারোজী। (স্বগত) ও বাবা, এ শালা তো দেখছি, আমার ওপরে ওস্তাদ! আগ্‌লালে তো মহড়া? পালাতে দিলে না। পা'টা জখম ক'রে দেছে।

(শ্রীচৈতন্যের প্রবেশ)

শ্রীচৈতন্য। আমি জপ ক'রছিলাম; গোবিন্দ, তুমি চীৎকার ক'রে আমার জপ ভেঙ্গে দিলে! এ কে?

গোবিন্দ। তুমি তো বেহুঁস,—জপ ক'রছিলে! এ ব্যাটা একটা ডাকাত, মনে ক'রেছিল, তুমি যেখানে ব'স, তার নীচে সোনা পোঁতা আছে, তাই এই লাঠি নিয়ে এসেছিলো তোমার মাথা ভাঙ্‌তে। গাছের হাঁড়োলের ভেতর যে আমার আড্ডা—তাতো জানতো না? যেমন তোমায় মারবে ব'লে লাঠি উঁচিয়েছে—সেই লাঠি কেড়ে নিয়ে, ঠুক ক'রে একটি ঘা। পালাচ্ছিলো—এক পাবড়ায় কাত হ'য়ে প'ড়েছেন।

শ্রীচৈতন্য। ক'রেছ কি, গোবিন্দ, ক'রেছ কি! আহা, বুঝতে পারনি, ও আমার কাছে হরিনাম শুনতে এসেছিল! তুমি এই সাধুকে মেরেছ?

গোবিন্দ। হরিনাম শুনতে এসেছিলো? নিশুতি রাত্রে—লাঠি উঁচিয়ে?

শ্রীচৈতন্য। আমারই অপরাধ, গোবিন্দ, আমারই অপরাধ। আমি এ নগরের সকলের বাড়ীতে গিয়েছি, ওর বাড়ীতে তো যাইনি; সকলকে ডেকেছি—ওকে তো ডেকে হরিনাম শুনাইনি! (নারোজীর নিকটে গিয়া) বাবা, বড় লেগেছে, না? না? আমারই অপরাধ! আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি, বল'—'হরিবোল, হরিবোল—হরিবোল'! তোমার সকল ব্যথা—সকল জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

নারোজী। এ কে? এ কি উন্মাদ! আমি হরিনাম ক'রবো ব'লে আমায় মিনতি ক'চ্ছে! আমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে!

শ্রীচৈতন্য। গোবিন্দ, তুমি বৈষ্ণব হ'য়ে হিংসা ক'রেছ। তোমায় সঙ্গে এনে দেখছি আমি মহা অপরাধ ক'রেছি। মানুষকে প্রহার ক'রতে আছে? মানুষ,—যার হৃদয়ে আমার কৃষ্ণের বাস! তুমি একে আঘাত ক'রে আমার শ্রীকৃষ্ণকে কাঁদালে?

গোবিন্দ। ঠাকুর, তুমি যে বুদ্ধি দিয়েছ, সেই বুদ্ধি নিয়ে তো ঘর করি; এখন আমার অপরাধ ধ'ল্লে আমি যাই কোথা?

শ্রীচৈতন্য। বাবা, ও নির্ব্বোধ। ওকে ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর। একবার হরি বল?

নারোজী। আমি কে, তা জান?

শ্রীচৈতন্য। জানিনে? তুমি আমার দুষ্টু ছেলে। এস, একবার বাপে-বেটায় হরি বলি। হরিবোল—হরিবোল—হরিবোল!

নারোজী। চিরদিন পাপ ক'রেছি! চুরি, খুন, ডাকাতি! ও নাম মুখে আনতে যে ভয় হয়! তুমি ব'ল্লে, আমি তোমার ছেলে; আমি তোমায় 'বাবা' ব'লে ডাকি। বাবা! বাবা! ও নাম ক'রতে এখনো আমার বুক কাঁপছে।

শ্রীচৈতন্য। ভয় কি? আমি তোমায় অভয় দিচ্ছি। বল—"হরি,—আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর"।

[নারোজী শ্রীচৈতন্যের মুখের দিকে চাহিয়া বালকের মত কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল]

শ্রীচৈতন্য। কাঁদ্‌ছো বাবা, কাঁদ্‌ছো? তোমার কান্না দেখে যে, আমার কান্না পাচ্ছে। কাঁদতে কাঁদতে একবার হরি বল। চোখের জল শুকিয়ে যাবে। ভয় কি? দুঃখ কি?

নারোজী। আমি যে ডাকাত নারোজী!

শ্রীচৈতন্য। ডাকাত ছিলে—সাধু হ’লে। তুমি যে মানুষ! মানুষ যে মুহূর্ত্তে মনে করে সেই মুহূর্ত্তেই সে সাধু হ’তে পারে। সাধু কি ?—দেবতা হ’তে পারে! তাই দেবতারাও নরদেহের ঈর্ষা করেন, নরদেহের আশ্রয় নিয়ে পৃথিবীতে আনন্দ উপভোগ ক’রতে আসেন! তুমি মানুষ! এই মানুষই তো ছোট থেকে বড় হয়, খুনে থেকে সাধু হয়—দেবতা হয়। একবার হরি বল, দেখবে তোমার ভাগ্যকে দেবতারাও ঈর্ষা ক’রবেন।

নারোজী। এমন আদর! ডাকাত আমি—যাকে খুন ক’রতে ‘এসেছিলাম, তাঁর এমনি আদর—এমনি ভালবাসা! (শ্রীচৈতন্যের পা ধরিয়া) দয়াময়, দয়াময়! তুমি কে? সত্য, তুমি কে? আমার কানে এ কি মন্ত্র দিলে—আমি মানুষ! আমি হরিনামের অধিকারী!

শ্রীচৈতন্য। অধিকারী নও? তুমি মানুষ, তোমার মত অধিকারী কে? একবার আমার সঙ্গে বল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে॥

নারোজী। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম—রাম রাম হরে হরে॥

(বার মুখীর প্রবেশ)

(সঙ্গে দূরে মীরা)

বার। প্রভু!
নীচ জাতি, নীচ বৃত্তি,
অতি হীনা বারাঙ্গনা আমি!

পাপে পুষ্ট দেহ,
পাপে পুষ্ট অন্তর আমার,
চিরদিন পাপ সহচরী ;—
ধন-জন-পূর্ণ এ ধরণী—
আত্মীয় বান্ধব ভরা ;
কিন্তু জন্মাবধি
একাকিনী আমি !
নাহি কোন আপনার জন,
নাহি কেহ সহায় আমার ;
মরুভূমি মাঝে
তৃষাতুরা হরিণীর প্রায়
একা ছুটি মরণের পথে,
মরণের ব্যথা নাহি বুঝে কেহ,-
উপহাস করে সবে
যন্ত্রণা দেখিয়ে,
ঘৃণা করে,—
দুরন্ত নাগিনী .
বিনিময়ে বিষ ঢালি আমি !
অভাগিনী অনন্ত দুখিনী
চরণে আশ্রয় মাগি ।
নরহন্তা দস্যুর প্রধান
আসিল হেথায়
তোমারে করিতে বধ,—

তুমি অযাচিত কৃপাদানে
উদ্ধার করিলে তারে।
বুঝিলাম—তুমি সত্য পতিতপাবন !
তাই সাহসে করিয়া ভর,
বড় আশে আসিয়াছি আমি,
নিরাশ করো না মোরে।
কহ দেব !
কহ পিতা. উপায় কি মোর ?

শ্রীচৈতন্য। মাতা. সম্বর রোদন।
পাপ বলি যবে চিনিয়াছ পাপে,
সুনির্ম্মল হইয়াছে অন্তর তোমার,
কৃষ্ণের করুণা-দৃষ্টি পড়িয়াছে তাহে।
হবে মহা অপরাধ,
আর পাপী ব'লে
করো না মা, নিজ অপমান।
নহ তুমি একা ;-
করুণার সিন্ধু জগতের নাথ
চিরদিন তোমার অন্তরে সাথী !
মরুভূমি মাঝে
তাঁহার প্রেমের উৎস সদা প্রবাহিত,
তুমি পাইয়াছ সন্ধান তাহার !
ত্যজি পাপের আশ্রয়,
ঐশ্বর্য্য বিলাস,

তাঁরে ডাক একবার,—
জন্ম জন্মান্তের পিপাসা মিটিবে,
উদ্ধার হইবে,
কৃষ্ণে পাবে,
সব জ্বালা জুড়াবে এখনি।
বল—কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি!
জেন' মাতা,
'একবার কৃষ্ণ নামে যত পাপ হরে,—
পাপী হ'য়ে তত পাপ করিবারে নারে!'

ব্যর। পিতা,
কন্যা বলি তুমি—
চরণে তোমার আদরে দিলে গো স্থান ;-
তুমি কৃষ্ণ মোর,
তুমি ইষ্ট—তুমি গুরু।
তোমারি আদেশে
পাপের আশ্রয়--
ঐশ্বর্য্য বিলাস করিব বর্জ্জন।
আজি হ'তে ত্যজিয়ে সংসার,
কৃষ্ণ নাম করিব গো সার ;
আর ভয় কারে?
মীরা! মিটিয়াছে সাধ,
আর আমি গৃহে নাহি যাব,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি সংসারে ফিরিব।

অলঙ্কার—আভরণ—
ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
আর মোর নাহি প্রয়োজন।

[অলঙ্কার খুলিল]

এই লও তুমি,
ঘরে ফিরে যাও,
ধন-রত্ন যা কিছু আমার ছিল,
ইচ্ছামত ভুঞ্জ সেই সব।

মীরা। আমিই বা ঐশ্বর্য্যে কি ক'রবো ? চিরদিন তোমার সেবা ক'রেছি, তুমি যদি গৃহ ত্যাগ কর, আমারই বা গৃহে কি কাজ ? আমি তোমার সঙ্গেই থাকবো। যারা ঐশ্বর্য্য দিয়েছে, তারাই সে পাপ ভোগ করুক।

শ্রীচৈতন্য। মা, পাপের জ্বালা কি বুঝেছ। আজ থেকে তোমার মত পতিতা যারা—তাদের নাম বিলাও—তাদের জ্বালা জুড়িয়ে দাও।

নারোজী। বাবা, আমি কি ক'রবো ?

শ্রীচৈতন্য। তুমিও জগতের জীবকে কৃষ্ণ নাম বিলাবে। এত দিন মানুষ মেরেছ, আজ থেকে নাম শুনিয়ে মানুষকে অমর কর। গোবিন্দ ! নারোজীকে হাত ধ'রে নিয়ে এস। আর এখানে নয়, চল শ্রীধামে যাই।

গোবিন্দ। ঠাকুর ! এতক্ষণে বুঝলাম কেন এ পল্লীতে আস্তানা নিয়েছিলেন ! (নারোজীরপতি) এস ভাই, আমার বুকে এস।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নবদ্বীপের উপকণ্ঠ—প্রান্তর

চাপাল-গোপাল

চাপাল। দিন কাটে। পাচ পাঁচটা বছর কোথা দিয়ে চ'লে গেল। বাড়ী ছেড়েছি, লোকালয় ছেড়ে বনে-বাদাড়ে ঘুরি, তাতেও দিন কাটে! কিন্তু মন? মনের সে ঘোর! সে তো আজও কাটলো না? যত দিন যাচ্ছে, অন্ধকার বাড়ছে, ভয় বাড়ছে। এ ভয়ের হাত থেকে কে আমায় নিষ্কৃতি দেবে?

(ভিখারিণীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

হরি বিনা তোর কে আর আছে বল,—
কে আর অমন যতন ক'রে মুছায় চোখের জল?
জীবনের পথে চলিতে চলিতে—
আপন বলিতে যারা ফেলে চ'লে যায়,
সেই, আঁধার-নিশিতে, প্রদীপ নিবিতে
হরি আসিয়ে চকিতে, আলো ধ'রে মুখপানে চায়।
যখন—মরণ শিয়রে, পরাণ শিহরে,
কালের সাগরে ছুটে তুফান প্রবল,—
হরি তরী এনে বলে "ভয় কি? ভয় কি?
চল্—চল্ ওরে পারে চল্"।

চাপাল। কিরে বেটী, আজ এখন বুঝি মনে প'ড়লো? আজ আর সকালে বুঝি সময় পাস্‌নি?

ভিখা। ছিঃ বাবা, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? এখন মনে প'ড়বে কেন? সব দিন তো সময় মত ভিক্ষে মেলে না; তুমি আবার তোমার এই চাঁড়াল মেয়ের হাতে ফল ছাড়া আর কিছু খাও না। সব বাড়ীতে তো আর ফল মেলে না, তাই ভিক্ষেয় দেরী হ'ল—আসতেও দেরী হ'ল। শুধু-হাতে সকাল সকাল এসে কি ক'রবো বল? নাও বাবা, আজ সবে এই ক'টি ফল পেয়েছি—খাও।

চাপাল। না—আমি খাব না। আজ আর আমার ক্ষিদে নেই।

ভিখা। আবার রাগ হ'ল বুঝি?

চাপাল। রাগ নয়। তিন বছর আগে একদিন না খেয়ে উপোস ক'রে ম'রতে গিয়েছিলুম। তুই আবাগী—চেনা নেই, শোনা নেই—কোত্থেকে কতকগুলো ফল এনে আমার সাম্‌নে ধ'র্‌লি। আমি খাব না ব'ল্‌লুম, তুই কেঁদে মাটী ভেজালি। আমি, তোর কান্না দেখেই হোক, আর ক্ষিদের জ্বালায়ই হোক—সে গুলো গিল্‌লুম। মরা হ'ল না। সেই থেকে তুই রোজ ভিক্ষে ক'রে এনে গেলাস্। ঘরের যারা ছিল,—পরিবার, ছেলে, আত্মীয়, স্বজন, পাড়া-পড়্‌শী, তাদের আচরণে রেগে ঘরের মায়া কাটিয়ে বেরিয়ে প'ড়লুম। তারপর একদিন রোগের যন্ত্রণায় প্রাণের মায়া কাটাতে যাচ্ছি, এমন সময়, চাঁড়ালের মেয়ে তুই এসে এমন মায়ার বাঁধনে বাঁধ্‌লি যে, সেই থেকে আর মরবার ইচ্ছাও হ'ল না।

ভিখা। তা বাবা, মেয়েই তো সব চেয়ে মায়ায় বাঁধে।

চাপাল। কিন্তু, আমায় বেঁধে তোরই বা লাভ কি, আর আমারই বা লাভ কি?

ভিখা। আমার লাভ—বাবার সেবা করা। বেঁচে আছ—তাই তো রোজ হরিনাম শুন্‌ছো। নাম শুনিয়ে আমারও আনন্দ, শুনে তোমারও আনন্দ!

চাপাল। বেটী বড় চালাক! ঐ রকম ক'রে গান শুনিয়ে আমায় দলে ভেড়াবে মনে ক'রেছ?—বৈষ্ণব ক'রবে? তারপর তোদের মত মালা-তিলক প'রে ধেই-ধেই নাচ্‌বো। আমায় তত বোকা পাস্‌নি বেটী। কালী কু—দুত্তোর! ও দুই কুলই ফক্কা। আমার কালীতেও কাজ নেই, হরিতেও কাজ নেই।

ভিখা। বালাই! বোষ্টম হ'তে তোমায় কে ব'লেছে! আমি ব'লছিলাম, নাম শুনিয়ে আমারও আনন্দ, শুনে তোমারও আনন্দ।

চাপাল। আনন্দ না ছাই! ও সব ছেঁদো কথা। এই আনন্দের লোভ দেখিয়ে আগমবাগীশ মদ ধরালে—তন্ত্র ধরালে। নইলে বেশ তো ছিলাম। ঘর-সংসার ক'রছিলাম, কোন বালাই ছিল না। তারই পরামর্শে শ্রীবাসের বাটীর দরজায় মদ আর পাঁঠার মুড়ি ফেলে রেখে এলাম। হোম ক'রে নিমেটাকে ঘর ছাড়ালাম। আনন্দের মধ্যে হ'ল—হাত-পা ফুলে এমন ব্যাধিতে ধ'রলো যে, মনের ঘেন্নায় ঘর-বাড়ী ছেড়ে, লোকালয় ছেড়ে, এই বনে বাস ক'রতে হ'চ্ছে। তুই হরিনাম শোনাস, মাথা কিনিস আর কি! তাতে কি আমার ব্যায়রাম সারলো? আনন্দ হয় কি ক'রে রে বেটী?

ভিখা। বাবা, রাগ ক'রো না, আমার মুখ আল্‌গা, একটা সত্যি কথা বলি। তন্তর ধ'রে সত্যিই তো মা'র কাছে আর আনন্দ চাওনি,

চেয়েছিলে শুঁড়ীর বাড়ীর মদ আর অজেতের অখাদ্যি-কুখাদ্যি! বামুনের পেটে ও-সব সইবে কেন?

চাপাল। মদ? শোধন ক'ল্লে মদ আর মদ থাকে নাকি?—হয় কারণ; আর বলির পাঁঠা অখাদ্য?

ভিখা। অখাদ্য নয়? একটা জীব হত্যে ক'রে খাওয়া? আর মদ—মদ, তা যাই বল। তার যা ফল—তা পেয়েছ। তাতে 'কালী কুলাও'য়ের দোষ কি? আর হরি কথা শুনে আনন্দ হয় না যে ব'লছ, এ কথাটা কিন্তু বাবা, তুমি সত্যি বলনি। আনন্দ যদি না হ'ত, তাহ'লে এই তিন বচ্ছরের ভেতর, উপোস ক'রে মরা ছাড়া আর বুঝি মরবার পথ খুঁজে পেতে না? মা গঙ্গার দেশ—ডুবে ম'রতে কে বারণ ক'রেছিল? আনন্দ পাও ব'লেই তো রোগের যাতনায় ভুগেও ম'রতে পারনি।

চাপাল। বড় লম্বা লম্বা কথা ব'লছিস্ যে রে বেটী? ওঃ—ভিক্ষে ক'রে খাওয়ান কিনা, মাথা কিনেছেন! তাই ঝাঁজ ঝাড়া হ'চ্ছে! বেটীর চাঁড়ালের ঘরে না জন্মে উদ্ধারিণীর পেটে জন্মালেই ঠিক হ'তো।

ভিখা। (হাসিয়া) ঠিকই তো হ'য়েছে, কেমন বাপের বেটী? তোমারি কি ঝাঁজ কম?

চাপাল। ঝাঁজ হবে না? আমি মরি রোগের যন্ত্রণায়, আর উনি বলেন—আমি হরি-কথা শুনে আনন্দ পাই!

ভিখা। বাবা, রাগ ক'রো না, একটা কথা বলি।

চাপাল। কি?

ভিখা। আমি তোমার ব্যামোর কথা নিত্যিই আমার বাবাঠাকুরকে জানাই।

চাপাল। তোর আমি ছাড়া আবার বাবাঠাকুর কে রে আঁটকুড়ীর বেটী?

ভিখা। তুমি হ'লে বাবা, আর তিনি বাবাঠাকুর। ঠাকুর গো'—ঠাকুর! প্রভু! শ্রীগৌরাঙ্গ!

চাপাল। ও বেটী, কপাল পুড়েছে? গৌরাঙ্গ বুঝি তোমারও প্রভু হ'য়েছেন। কই, একথা তো একদিনও আমায় বলিস্‌নি? আহা, আমিই তাকে ঘর ছাড়িয়েছিলুম হোম ক'রে।

ভিখা। তিনি মনে না ক'রলে কেউ কি তাঁকে ঘর ছাড়াতে পারতো বাবা? সেজন্যে তুমি কিছু ভেবো না বাবা!

চাপাল। হ্যাঁরে, সে এখন কোথায়? কোথায় তার দেখা পেলি? সে তো দেশছাড়া অনেক দিন। তুই তার খবর পেলি কি ক'রে? কোথায় তারে দেখ্‌লি?

ভিখা। কোথায় আর দেখা পাব, তিনি কি এ দেশে আছেন? আমি মনে মনে রোজ রাত্তিরে তাঁকে বলি—"বাবাঠাকুর, বাবার আমার বড় যন্তরণা, তাঁর রোগটি সারিয়ে দাও।" তা কাল বাবাঠাকুর আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে ব'ল্লেন—এই ছ্যাথ'—ব'ল্‌তে আমার গায়ে কাঁটা দেয়! ব'ল্লেন—"আমাকে ব'ল্‌লে কি হবে? তুই যাকে বাবা বলিস, সে অপরাধ ক'রেছে—শ্রীবাসের কাছে। শ্রীবাস আমার ভক্ত—পরম বৈষ্ণব, তার মনে ব্যথা দিয়েছে; তোর গোপালের বৈষ্ণব-অপরাধ হ'য়েছে। সে যদি শ্রীবাসের পায়ে ধ'রে মাপ চায়, আর শ্রীবাস যদি তাকে দয়া করে, তাহ'লেই তার রোগ সারবে।"

চাপাল। দুর—এ তোর গল্প!

ভিখা। গল্প যে নয় বাবা, সেটা তুমিও বুঝতে পারছো। এই দ্যাখ', আমার কথা শুনে তোমার গায়েও কাঁটা দিয়েছে!

চাপাল। তা দিয়েছে—দিয়েছে, তোর বাবার কি? বেটী, এইবার ধরা প'ড়েছিস্! বুঝেছি, তুই তার চর। আমায় গৌরাং ভজাবে মনে ক'রে এই চাল চাল্‌ছিস্।

ভিখা। গৌরাঙ্গ ভ'জতে কি আর বাকী আছে বাবা? সে অনেক দিন ভজেছ। আমি যে তোমায় ফল এনে দিই, সে তো তাঁকেই নিবেদন ক'রে তবে তোমায় দিই। নইলে কি আমার দিতে সাহস হয়? তাঁর প্রসাদ খেয়ে তুমি অজান্‌তে বোষ্টম হ'য়ে গিয়েছ, গৌরাঙ্গ ভজেছ।

চাপাল। সর্ব্বনাশ ক'রেছিস বেটী! এতদিন চাঁড়ালের হাতের ফল খেয়েও জাত যায়নি, তুই বেটী গৌরাঙ্গের প্রসাদ খাইয়ে আমার জাত মারলি!

ভিখা। মারবো না! বাপ বেটীর কি দু'জাত হয়?

চাপাল। হয় না! না? তুই ঠিক ব'লেছিস; হয় না। তা যাক্‌গে, মরুক্‌গে, তা দ্যাখ্, আমি নিমাইয়ের কাছে মাপ চাইতে পারি। কিন্তু, ঐ শ্রীবাস?—ন'দেয় গিয়ে? না—আমি ন'দেয় আর এ মুখ দেখাব না। শ্রীবাসের কাছে মাপ চাইতেও পারবো না। ওর ঐ চিতে বাঘের মত সমস্ত গায়ে তিলক মাটীর ছাপ দেখ্‌লে আমার কেমন রাগ হয়। মনে হয়, ও বেটা আসল ভণ্ড!

ভিখা। তবে—'ভোগ' রোগের যন্তরণায়।

চাপাল। তা ভুগ্‌ছিই তো। (একটু পরে) হ্যাঁরে, তুই সত্যি ব'ল্‌ছিস্?

ভিখা। আমি, কাল স্বপন দেখে, আজ শ্রীবাস ঠাকুরের বাড়ী

গিয়েছিলাম, তাঁকে সব ব'লিছি। তিনি শুনে কাঁদতে লাগলেন।

চাপাল। কেন, সে বেটা আবার কাঁদ্‌বে কেন? তার তো আর আমার মত হাত-ও ফোলেনি—পা-ও ফোলেনি। তার আবার কান্না কিসের? বেটা আসল ভণ্ড কি না!

ভিখা। তিনি ব'ল্লেন—তাঁর ওপরেও বাবাঠাকুরের ঠিক ওই আদেশ হ'য়েছে।

চাপাল। সেও স্বপ্ন দেখেছে নাকি?

ভিখা। না বাবা, স্বপ্ন নয়। বাবাঠাকুর অনেক তীর্থ ঘুরে এখন ক্ষেত্তরে আছেন। রথের সময় ন'দে শান্তিপুরের অনেকেই তাঁর সঙ্গে সেখানে দেখা ক'রতে যান কি না? এবারে শ্রীবাসঠাকুরও গিয়েছিলেন।

চাপাল। হ্যাঁরে, আমাকে তাঁর মনে আছে?

ভিখা। মনে নেই? তিনি কি কাউকে ভোলেন?

চাপাল। ভোলেনি? মনে আছে? হ্যাঁরে, কিছু ব'লেছে? আমার কথা কিছু ব'লেছে?

ভিখা। ব'লেছেন—তোমার ব্যায়রাম সারবে, যদি তুমি শ্রীবাস ঠাকুরের কাছে মাপ চাও।

চাপাল। প্যাঁচে ফেলেছে! জানি, ও নিমে ছেলেবেলা থেকে হাড়-দুষ্টু, আমাকে জব্দ করবার জন্য শ্রীবাসের কাছে মাপ চাইতে ব'লেছে। তার চালাকি আমি বুঝেছি। তা—আমি শ্রীবাসের বাড়ী গেলে তো?

ভিখা। তুমি না যাও,—শ্রীবাস ঠাকুর যদি এখানে আসেন?

চাপাল। আস্‌বে কি ক'রে? সে বেটা জানে নাকি, আমি এখানে আছি?

ভিখা। জানেন না? আমার কাছে—তুমি কোথায় থাক—শ্রীবাসঠাকুর তা জেনে নিলেন। তিনি আজই তোমার কাছে আসবেন ব'লেছেন।

চাপাল। আস্‌বে? ব'টে? সে যদি আসে, আমি পালাব। আমি এ মুখ আর তাকে দেখাতে পারবো না। বেটি, তোর ঐ খাবার প'ড়ে রইলো। চাপাল স'রলো।

(চাপাল যাইতেছিল, বাধা দিয়া শ্রীবাস প্রবেশ করিলেন)

শ্রীবাস। চাপাল—চাপাল—ভাই!—

[চাপাল মুখ ফিরিয়া দাঁড়াইল]

চাপাল। আমি ব'লেছি—শ্রীবাসকে এ মুখ দেখাব না,—সেই শ্রীবাস এসে পথ আগ্‌লে কি বিপদেই ফেল্লে! বেটি, আমি বুঝিছি: এ সব তোর গড়া-পেটা! আমায় এমনি ক'রে ফাঁদে ফেলে 'হরি' বলাবি? বৈষ্ণব ক'রবি?

শ্রীবাস। চাপাল, এ কারুর গড়া-পেটা নয় ভাই! এ মহাপ্রভুর ইচ্ছা—তাঁর কৃপা! তুমি ব্যাধিগ্রস্ত হ'য়েছিলে, লোকে ব'ল্‌তো, আমার অভিশাপে তোমার এই শাস্তি। কিন্তু, শাস্তি তোমার কি আমার, তা আমি ব'ল্‌তে পারি না। তোমার কথা স্মরণ ক'রে আমিও এই কয় বৎসর কম যন্ত্রণা পাইনি? ভাই, আমি তোমায় ক্ষমা ক'রেছি। তোমার এ মেয়ের কথা ঠিক্। তোমার মুক্তির দিন এসেছে।

চাপাল। (স্বগত) এখন কি করি? খুঁজে খুঁজে আমার এখানে এসেছে! সেই শ্রীবাস! আর তো চুপ ক'রে থাকতে পাচ্ছিনি। বুকের ভেতরটা কে যেন গামছা দিয়ে মোচড়াচ্ছে! (শ্রীবাসের পদতলে পড়িয়া) শ্রীবাস, শ্রীবাস, তোমার এত দয়া! তুমি চাইবার আগে আমায় ক্ষমা ক'রেছ? ভাই, আমি যে মহা-পাপী, মহা অপরাধী, চিরকাল তোমার হিংসা ক'রেছি! তোমাকে উপহাস ক'রেছি। আমি একটা মাতাল, একটা ছোট লোক—

শ্রীবাস। গোপাল, স্থির হও—স্থির হও; চোখের জল মোছ। আমার সঙ্গে এস, নবদ্বীপের নিদয়ার ঘাটে, শ্রীহরি স্মরণ ক'রে একবার ডুব দিলেই, তুমি ব্যাধি-মুক্ত হবে। আমি, পুরীধামে শ্রীগৌরাঙ্গ মহা-প্রভুর মুখে এই কথা শুনেছি। এই তাঁর আদেশ।

ভিখা। দেখ্‌লে বাবা, তোমার উপর তাঁর কত দয়া? আনন্দময়ের সংসার,—তুমিই কি বাবা, আনন্দে বঞ্চিত থাক্‌বে? তার যো কি? এইবার একবার হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে আমার সঙ্গে নিদয়ার ঘাটে এস,—যে ঘাট পার হ'য়ে মহাপ্রভু কাটোয়ায় গিয়ে সন্ন্যাস নেন্, সেই ঘাটে; বুড়ো ছেলে তুমি, তোমায় নাইয়ে-ধুইয়ে তোমার গায়ের মলা-মাটি সব পরিষ্কার ক'রে দিই?

চাপাল। নাঃ, ছাড়লে না। বেটীর চাঁড়ালের গোঁ, সেই হরি ভজালে—তবে ছাড়লে! শ্রীবাস, আমি আনন্দ পেয়েছি—আনন্দ পেয়েছি। ব্যাধিমুক্ত হই আর না হই, তুমি আমায় ক্ষমা ক'রেছ, আমার আর কোন দুঃখ নেই। শ্রীবাস, তোমরা মানুষ নও—দেবতা। আর আমার এই মেয়ে,—তোকে কি ব'ল্‌বো?

ভিখা। 'আবাগের বেটী'—আবার কি ব'লবে? যা, আজ' তিন বচ্ছর ব'লে আসছো?

চাপাল। তুই সত্যিই আমার মেয়ে। তুই শুধু খেতে দিয়ে আমায় বাঁচিয়ে রাখিস্‌নি, নাম শুনিয়ে আমায় উদ্ধার ক'রেছিস। গা বেটি—আবার গা. তোর বাবাঠাকুরের নাম গা। আমায় কে যেন ব'ল্‌ছে—তোর গৌর আর হরি অভেদ!

(ভিখারিণীর গীত)

কাঞ্চন গঞ্জন শ্রীঅঙ্গ রঞ্জন গৌরাঙ্গ সুন্দর ঠাম!
প্রেমের সন্ন্যাসী, দ্বারে দ্বারে আসি, প্রেম ঢালে অবিরাম।
ত্যজিয়া বাঁশরী, কি ভাবে আ-মরি, দণ্ড-কমণ্ডলু করে,
সদা উতরোলে, রাধা রাধা বলে, কমল-নয়ন ঝরে!
কালো কায় ঢাকা, রাধারূপ আঁকা, নবলীলা নব সাজে,—
হের দীনজন, মাগিছে শরণ চরণ-রাজীব রাজে!

'গিরিশচন্দ্র'

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

গম্ভীরা-সম্মুখ

কাল—গভীর রাত্রি

(নিত্যানন্দ একা বসিয়াছিলেন। দামোদর প্রবেশ করিলেন)

দামোদর। প্রভু আর উঠেন নি?

নিত্যা। না; এক প্রহর তাঁর কোন সাড়া পাইনি।

দামো। বোধ হয় ঘুমিয়েছেন।

নিত্যা। আমি অনেক দিন প্রভুর সঙ্গ ছাড়া। এ ভাব কত দিন হ'য়েছে।

দামো। দক্ষিণ থেকে আসার পর বেশ ছিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে কৃপা ক'রলেন ;—রথের উৎসব ক'রলেন। এ বছর রথে বাঙলা থেকে যে সব ভক্ত এসেছিলেন, তাঁদের বিদায় দেবার পরই এই ভাব। রাত্রে বিরহে বাহ্যশূন্য হন। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ক'রে যখন কাঁদেন, তখন মনে হয়—প্রভু বুঝি এখনই দেহ-ত্যাগ ক'রবেন। সকাল হ'তে এ ভাব অনেকটা কাটে। নিত্য শ্রীমন্দিরে যান—প্রসাদ পান। অপরাহ্ণে গদাধরের ওখানে ভাগবত শুনেন।

নিত্যা। বাড়ীর কথা কিছু মনে আছে ? কখনো কি সে কথা ক'ন ?

দামো। যখন বাঙ্গলার ভক্তরা এসেছিলেন, তখন মনে ছিল ; কত মা'র জন্য কাঁদলেন। নন্দোৎসবে এবারে ভারি ধুম হয়। প্রতাপরুদ্র প্রভুকে একখানি সোনার কাজ করা কাপড় দেন ; আর একখানি শচীদেবীর জন্য। জগন্নাথের মহা-প্রসাদের সঙ্গে সেই দু'খানি কাপড় নবদ্বীপে আয়িকে পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ভক্তরাও চ'লে গেলেন, আর সব ভুললেন। অনেক দিন তাঁর মুখে কৃষ্ণ-কথা ভিন্ন আর কিছু শুনিনি।

নিত্যা। দিব্যোন্মাদ ভাব! শ্রীমতীর বিরহ পুঁথিতে প'ড়েছিলাম ; গৌরাঙ্গ-লীলায় সে বিরহ প্রত্যক্ষ। কি টানে, কি প্রেমে যে, ভগবানকে পাওয়া যায়, ভগবান দেহ ধ'রে এসে তাই দেখাচ্ছেন !

দামো। প্রভুপাদ, এইবার তুমি যাও, একটু বিশ্রাম করগে, আমি এখানে বসি।

নিত্যা। না দামোদর, আমায় আজ রাত্রে এখানে থাকতে দাও।

তোমরা ভাগ্যবান, সর্ব্বক্ষণ তাঁর সেবা ক'রছো, আমি মাত্র দু'দিন এখানে এসেছি, আমি ক্লান্ত নই, তুমি বিশ্রাম করগে। আজ সেবার ভার আমার।

দামো। বিশ্রাম ক'রতে ব'লছো, বিশ্রাম কি হয়? তবু তোমার আদেশ, —যাচ্ছি।

[নিত্যানন্দকে প্রণাম করিলেন, মহাপ্রভুর দ্বারে প্রণাম করিলেন, পরে চলিয়া গেলেন]

নিত্যা। (আকাশের দিকে চাহিয়া) সাম্‌নে ঐ পূর্ণিমার চাঁদ, ভাঙ্গা ভাঙ্গা নীল মেঘের ভিতর দিয়ে তার কিরণ ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদ হাসছে, কিন্তু আমার মনে হ'চ্ছে—ও যেন উন্মাদের হাসি! কেন? হঠাৎ আজ এ ভাবের উদয় কেন?

নেপথ্যে শ্রীচৈতন্য। স্বরূপ, স্বরূপ, আমায় ছেড়ে দাও—আমি বৃন্দাবনে যাব। আমি যে অনেক দিন আমার কৃষ্ণকে দেখিনি? আমায় আর ধ'রে রেখ না। বুঝতে পারছো না—আমার যে প্রাণ যায়! কোথায় আমার কৃষ্ণ—কোথায় আমার প্রাণনাথ? আমি যে পথ খুঁজে পাচ্ছি না, বৃন্দাবনের পথ খুঁজে পাচ্ছি না!

[বলিতে বলিতে বাহিরে আসিলেন]

নিত্যা। প্রভু! প্রভু!

শ্রীচৈতন্য। কে তুমি?

নিত্যা। প্রভু, আমায় চিনতে পারছো না,—আমি যে নিত্যানন্দ।

শ্রীচৈতন্য। নিত্যানন্দ, নিত্যানন্দ! আমার কৃষ্ণ কোথায়—কৃষ্ণ

কোথায়? আমি যে বৃন্দাবনে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমায় পথ দেখাও—আমায় পথ দেখাও!

[নিত্যানন্দের গলা ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন]

নিত্যা। ভাই, ভাই, স্থির হও।

শ্রীচৈতন্য। স্থির হ'তে পাচ্ছি না। কই—কৃষ্ণের তো সন্ধান পেলাম না। আমি কৃষ্ণকে খুঁজ্‌তে এসে বনে পথ হারিয়েছি! আমায় বৃন্দাবনের পথ দেখাও—আমার কৃষ্ণকে দেখ্‌বো। আমার কৃষ্ণ যে সেখানে!

নিত্যা। কি উত্তর দেব?

শ্রীচৈতন্য। নিত্যানন্দ, আমি বৃন্দাবনে যেতে চাই—কিন্তু যেতে পারছি না।

নিত্যা। কেন? তুমি ইচ্ছাময়! তুমি যেখানে থাক, সেইখানেই তো বৃন্দাবন! তোমার বৃন্দাবনে যাবার বাধা কি?

শ্রীচৈতন্য। বাধা?—বাধা তুমি!

নিত্যা। আমি! সে কি? আজ তুমি এ কি ব'লছো?

শ্রীচৈতন্য। তোমাকে আমি বাঙলায় পাঠিয়েছিলাম—সে কতদিন হ'ল?

নিত্যা। ছু' বছরের উপর।

শ্রীচৈতন্য। তুমি ফিরে এলে কেন?

নিত্যা। সে কি তুমি জান না? তুমি কৃষ্ণ-বিরহে উন্মাদ; কিন্তু আমি যে তোমার বিরহে পাগল! তাই এসেছি। তাই সেখানে থাকৃতে পারিনি।

শ্রীচৈতন্য। তবে আমার ভাগ্যে কৃষ্ণ দর্শন নেই—কৃষ্ণ দর্শন নেই! আমি বৃথাই সংসার ত্যাগ ক'রেছি! বৃথা আমার সন্ন্যাস! বৃথা আমি আমার আত্মজনকে কাঁদিয়েছি!—বৃথা আমার বেঁচে থাকা!

নিত্যা। কেন, কেন এমন ব্যাকুল হ'চ্ছ ?

শ্রীচৈতন্য। পাপের কণ্টকে পথ ভ'রে আছে—পা ফেলতে পারছি না! তোমায় বাঙলায় পাঠিয়েছিলেম, সেখানকার জীবকে উদ্ধার ক'রে এই পাপ নির্ম্মূল ক'রতে। তুমি বাঙলা ত্যাগ ক'রে এলে, কে পাপ দূর ক'রবে—কে জীবের উদ্ধার ক'রবে ?

নিত্যা। সেখানে তো অদ্বৈত আছেন। কৃষ্ণ-ভক্তির ভাণ্ডারের চাবি যে তাঁকে দিয়ে এসেছ। সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

শ্রীচৈতন্য। শাস্ত্রানুশীলনে অভ্যস্ত পণ্ডিত, জ্ঞানের গহনে হয় সে চাবি হারিয়ে ফেলেছে, নয় সমস্ত ভাণ্ডার আত্মসাৎ ক'রে ব'সে আছে। তাহ'লে জীবের উপায় কি ? বাঙলা হ'তে উৎসারিত প্রেমের বন্যায় জগৎ ভাসাব ব'লেই যে ঘর ছেড়েছিলাম। তা হ'ল কৈ ? যতদিন তা না হয়, ততদিন বৃন্দাবনের পথ যে দূরে—দূরে স'রে যাচ্ছে! নিত্যানন্দ, শেষে তুমিও নিদয় হ'লে ?

নিত্যা। তুমি বারবার এই কথা ব'লছো ? তুমি ব'লছো—আমি তোমার কৃষ্ণ-দর্শনের বাধা! তুমি ব'লছো—আমি তোমার উপর নিদয়! নিদয় আমি—না তুমি ? বল, কি অপরাধ ক'রেছি যে, আমায় এই শাস্তি দিচ্ছ ? কি মহাপাপ ক'রেছি ? তার চেয়ে বল, এখনি তোমার সামনে এ হীন প্রাণ ত্যাগ করি।

শ্রীচৈতন্য। প্রাণত্যাগ ? সে তো অতি সহজ। তার চেয়েও কঠিন—তোমাকে আবার বাঙলায় ফিরে যেতে হবে ;—আমার মায়া ত্যাগ ক'রতে হবে।

নিত্যা। মায়া ? তোমার মায়া ? আমি ত্যাগ ক'রবো ? জন্ম-জন্মান্তরের সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে,—তোমার মায়া ? বাঙলার কেন্

নিভৃত পল্লীতে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেম। বৃদ্ধ পিতা, স্নেহাতুরা জননী, আর ছোট ছোট ভাই,—দরিদ্রের ঘরে আনন্দের হাট! পিতা স্নেহে নাম রেখেছিলেন,—নিত্যানন্দ। একদিন এক অপরিচিত সন্ন্যাসী গৃহে অতিথি হ'লেন; পিতা পরমানন্দে অতিথির সৎকার ক'রলেন; আর, সেই সন্ন্যাসী অতিথি, পিতার অতিথি-সৎকারের দক্ষিণা-স্বরূপ, পিতার কাছে ভিক্ষা চাইলেন আমাকে। আনন্দের হাট ভেঙ্গে গেল! বার বৎসরের বালক,—পিতার সজল নয়ন, মাতার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, আর ছোট ছেটে উলঙ্গ ভাইদের কাতর চীৎকার মায়ার বন্ধনে বাঁধতে পারলে না, আমি সন্ন্যাসীর সঙ্গ নিলেম! তার পর, একদিন নয়, ছ'দিন নয়, এক মাস নয়, ছ'মাস নয়—কুড়ি বৎসর ভারতের সর্ব্ব তীর্থে ঘুরে বেড়িয়েছি—কক্ষচ্যুত উল্কার মত, আমার লক্ষ্যস্থলে পৌছুবার জন্য। শেষে খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে নবদ্বীপে এসে পেলাম তোমায়! দেখ্‌লেম—আমার পরিত্যক্ত সমস্ত মায়া পুঞ্জীভূত হ'য়ে তোমার বক্ষে আমাকে বাঁধবার জন্য অপেক্ষা ক'রছে। আর তুমি সেই বন্ধন ছিন্ন করবার জন্য আমায় আদেশ ক'র্‌ছো? না না, পারবো না—আমি তা পারবো না। নিষ্ঠুর, তুমি ও আদেশ আমায় ক'রো না। (বসিয়া পড়িলেন)

চৈতন্য। বার বছরের বালক, যে হাসিমুখে সকল মায়ার বন্ধন ছিন্ন ক'রে সন্ন্যাসীর সঙ্গ নিয়েছে, সে যদি না পারে তো—শক্তিধর এ জগতে কে আছে যে পার্‌বে ভাই? এই গুরুভার বহন কর্‌বার জন্যই তোমার দেহ ধারণ। তুমি পারবে না, তা কি হয়? শুধু আমার মায়া ত্যাগ নয়,—তোমাকে এই মুনি-বৃত্তি ত্যাগ ক'রে—যদি প্রয়োজন হয়—আবার গৃহী হ'তে হবে।

নিত্যা। আকুমার সন্ন্যাসী আমি, আমি গৃহী হব?

শ্রীচৈতন্য। নইলে গৃহীর ব্যথা দূর ক'র্‌বে কে?

নিত্যা। আচণ্ডালে কর প্রেম বিতরণ,
দয়ার পয়োধি তুমি,—
কিন্তু মোর ভাগ্যে অকরুণ হেন!
কহ, কোন্ পাপে এই শাস্তি দানিছ আমায়?
আশ্রমের সার সন্ন্যাস আশ্রম,—
আজি কহ ত্যজিবারে তাহা?
সংসারে ফিরিব, পুনঃ গৃহী হব,
কিবা কবে লোকে?
উপহাস করিবে সকলে,
ঘৃণায় ফিরাবে মুখ,
কবে সবে আছিল সন্ন্যাসী,
এবে বান্তাসী হইল পুনঃ
কদাচার পাষণ্ড দুর্জ্জন!
কহ, স্বর্গ হ'তে পড়ি নরকের কূপে
কেমনে ধরিব প্রাণ?
কেমনে বাঁচিব?

শ্রীচৈতন্য। মায়া-ত্যাগী কহ আপনারে;—
কিন্তু দেখি, মায়ায় আবদ্ধ আঁখি,
আপনারে নার চিনিবারে!
শত সূর্য্য সম সদা তেজোময় তুমি,
অগ্নি সম নিত্য পূতঃ,

ব্রহ্ম-তেজে গঠিত ও দেহ,
কোন্ শক্তি ধরে পাপ,
তোমারে স্পর্শিতে পারে !
নিত্য মুক্ত, নিত্য শুদ্ধ তুমি,
অনল-শিখায় তুলারাশিপ্রায়—
নিঃশ্বাসে তোমার মহাপাপ হয় ভস্মীভূত !
লোক-শিক্ষা হেতু জন্মেছ ধরায়,
তুমি ডর পাপে ? ডর লোক-নিন্দা,—
জান অপবাদ ?

নিত্যা। জড়িত রসনা,
বিঘূর্ণিত মস্তিষ্ক আমার,—
জ্ঞান-হারা আমি,
কি দিব উত্তর ?
দয়াময়,
আমারে করুণা কর।

শ্রীচৈতন্য। উপায় নাই—উপায় নাই! ভাই, আমি যে সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী ; গৃহীর আচার আমার এই আশ্রমের বিরুদ্ধ। যে আশ্রম গ্রহণ ক'রেছি, তার সম্মান মৃত্যু পর্য্যন্ত রক্ষা ক'রতেই হবে। নইলে সত্য-ভ্রষ্ট হব ; আমার উপায় নাই। তুমি অবধূত, সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী নও। তুমি সংসারে প্রবেশ ক'রে সংসারের বদ্ধ জীবদের যদি উদ্ধার না কর, তাহ'লে তারা আমার কৃষ্ণ-লীলার আস্বাদ কথনো পাবে না, তাদের মলিনতা যাবে না—পাপ যাবে না—। তুমি সংসারে ফিরে যাও, প্রতি গৃহে, উচ্চ নীচ নির্ব্বিচারে বৃন্দাবনের মাধুর্য্য বিস্তার

কর। কোথায় কে পাপী আছে, তাপিত আছে, দুরাচার আছে, খুঁজে খুঁজে তাদের উদ্ধার কর। সকলকে প্রেমের বন্ধনে বাঁধ। সকলকে শিখাও—"ভজে বা না ভজে তাঁরে—সবে কৃষ্ণদাস"।

নিত্যা। (নিমাইয়ের পদতলে বসিয়া পড়িয়া)
পূর্ণব্রহ্ম তুমি সনাতন,
তুমি কৃষ্ণ—জগত-জীবন,
ব্রজেন্দ্র-নন্দন তুমি!
অনন্ত তোমার মায়া
ব্রহ্মা, বিষ্ণু বুঝিবারে নারে!
প্রেম অবতার!
সংসারের বদ্ধ জীব তরে
এসেছিলে কৃষ্ণ-প্রেম বিলাতে ধরায়;
কিন্তু অজ্ঞ,—জ্ঞান-হীন—
বুঝিতে না পারি—
ধূলি-মুষ্টি সম যে সংসার
করিয়াছ ত্যাগ,
ফিরে যেতে সে আশ্রমে
কেন কহ মোরে?

শ্রীচৈতন্য। কৃষ্ণ-প্রেম
আজীবন কর্ম্মহীন করিয়াছে মোরে,
আমি কভু নহি নিজ বশ!
ঘুচেছে আশ্রয়, ঘুচেছে আশ্রম,

প্রাণনাথ ভুলে আছে মোরে—
আমি তো অরণ্যবাসী !
তুমি কর্ম্ম-অবতার,
চিরদিন সহায় আমার—
তাই এই গুরুভার অর্পিহে তোমায় ;
মোর হ'য়ে তুমি
কৃষ্ণ-প্রেমে জগৎ ভাসাও,
আমারে বাঁচাও,
জীবেরে উদ্ধার কর।

[দূরে শ্রীজগন্নাথের মন্দির হইতে মঙ্গলারতির বাদ্য শুনা গেল]

ওই—শ্রীমন্দিরে মঙ্গল আরতি বাজে।
কহ ভাই, কহ—
মোর ব্রত কৃপা করি করিলে গ্রহণ ?

নিত্যা। কি আর বলিব,
চিরদিন আজ্ঞাধীন আমি—
আজ্ঞা তব অবশ্য পালিব।

শ্রীচৈতন্য। নিত্যানন্দ, এবারেও তুমি আমায় কিন্‌লে। তুমি বাঙ্‌লায় যাও। আমিও যত সত্বর পারি, বাঙ্‌লার পথে বৃন্দাবনে যাব।

নিত্যা। তাহ'লে বাঙ্‌লায় কি তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?

শ্রীচৈতন্য। না, আমার সঙ্গে তোমার দেখার এই শেষ! আজ মায়ার শেষ সূত্র ছিন্ন ক'রলেম, আজ আমার সন্ন্যাস-ব্রত পূর্ণ

হ’ল। নিত্যানন্দ, আমার বিশ্বরূপ,—তোমায় প্রণাম—প্রণাম—প্রণাম !

[প্রস্থান।

নিত্যা। নিত্যানন্দ নাম,
বিধি বাম—আজি হ’তে আনন্দ ফুরাল !

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

নবদ্বীপ—শ্রীগৌরাঙ্গের শয়ন-কক্ষ

[এই গৃহ, শ্রীচৈতন্যদেব গৃহে থাকিতে যেমন সাজানো ছিল, ঠিক তেমনিই সাজানো আছে]

সময়—অপরাহ্ন

[বিষ্ণুপ্রিয়া সেই রুদ্ধ-কক্ষে, গৌরাঙ্গের শ্রীহস্ত-লিখিত একখানি পুঁথি ফুল দিয়া সাজাইতেছিলেন]

বিষ্ণু। এই তাঁর হাতের লেখা পুঁথি। এ’খানিকে তিনি বড় ভালবাসতেন। তাঁর বড় আদরের গ্রন্থ। এতে আর কিছু লেখা নেই,—প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত আছে—কেবল শ্রীকৃষ্ণের নাম।

[পুঁথি খানিকে একবার মাথায় ঠেকাইয়া আবার যথাস্থানে রাখিলেন]

পান খেতে বড় ভালবাসতেন। নিত্য পান সেজে রাখি। এই গাড়ুর জলে পা ধুতেন। চাঁপা ফুলের রং করা এই গামছায় মুখ মুছতেন, সেই গামছা, সেই গাড়ুর উপরে তেমনি সাজিয়ে রাখি ! তিনি যা যা

ব্যবহার ক'রতেন,—সেই কৃষ্ণকলি ধুতি, সেই রেশমের পাড়-বসান চাদর! সেই শয্যা,—নগর-কীর্ত্তনের পর গভীর রাত্রে ক্লান্ত হ'য়ে যখন এই শয্যায় এসে ব'সতেন, আমি এই খানটিতে ব'সে তাঁর পদসেবা ক'রতেম। ফুলের পাপড়ির চেয়েও নরম সেই দু'খানি পা, লাল টুকটুকে,—কে যেন আলতা মাখিয়ে দিয়েছে,—এখন পথ চ'লে চ'লে না জানি তাতে কতই ব্যথা পান! কে আমার মতন যত্ন ক'রে সে চরণের সেবা করে? রাত্রে কখন' কখন' আচম্‌কা ঘুম ভাঙ্গে। মনে হয় তিনি তেমনি মিষ্টি ক'রে ডাক্‌লেন—'প্রিয়া'! ধড়্‌মড়্‌ ক'রে উঠি। মনে হয় তিনি এই শয্যায় তেমনি ব'সে, আর আমি তাঁর চরণ-সেবা ক'রতে হাত বাড়াই,—শূন্য—শূন্য—শূন্য! কোথায় সে চরণ?—

[ধুনুচিতে আগুন ছিল, তাহাতে ধুনা দিয়া নিমাইয়ের ব্যবহৃত সমস্ত দ্রব্যের আরতি করিলেন। ধুনুচি রাখিয়া গলবস্ত্রে স্বামীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন, বলিলেন—]

দয়াময়! অন্তরে নয়, কল্পনায় নয়, আর একবার কি সেই চরণে মাথা ছোঁয়াতে পাব না?

[নেপথ্যে,—দ্বারে করাঘাত—]

কাঞ্চনিকা। সই—সই! দেখ্‌ দেখি, কি এনেছি?

বিষ্ণু। কে—কাঞ্চন? (দরজা খুলিলেন) কি এনেছিস্‌?

কাঞ্চন। ব'লবো কেন?

বিষ্ণু। তবে?

কাঞ্চন। দেখ্‌ দেখি কি?

বিষ্ণু। একি,—এ যে সোনার কাজ করা শাড়ী! এ তোকে কে দিলে?

কাঞ্চন। মাসীমা।

বিষ্ণু। মা?

কাঞ্চন। হ্যাঁ, এই মাত্র পুরী থেকে একজন ভক্ত এলেন। দাদা তাঁর হাতে কত কি পাঠিয়েছেন,—কত রকমের প্রসাদ, আর দু'খানি কাপড়। এক খানি মাসীমার জন্যে; আর এক খানি কার জন্যে তা ব'লে দেননি; দেখেই মাসীমা ব'ল্লেন,—তোমার জন্যে,—ব'লেই কাঁদতে লাগলেন। আমার আর তর্ সইলো না, নিয়ে ছুটে আসছি—তোমায় দেখাব ব'লে।

বিষ্ণু। (ক্ষিপ্র-কম্পিত-হস্তে কাপড়খানি লইয়া বুকের ভিতর রাখিয়া) এখনো মনে আছে? বিদায়ের দিনে সেই সকালে তুমি ব'লেছিলে—এমনি কাপড়ে আমায় মানায় ভাল! এখনো মনে আছে—এখনো মনে আছে!—

[কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিতা হইলেন]

কাঞ্চন। মাসীমা, মাসীমা, শীগ্‌গির এস, দেখ—সই কেমন ক'রছে?

চতুর্থ দৃশ্য

নবদ্বীপ-পথ

চণ্ডেশ্বর ও পঞ্চানন

চণ্ডে। হ্যাঁহে, আবার ন'দেয় হ'ল কি? গাঁকে গাঁ সব ওপারে যাচ্ছে—কুলিয়ায়? চার দিকে হরিধ্বনির চোটে কান পাতবার যো নেই? হঠাৎ লোক গুলো খেপ্‌লো নাকি? হ'ল কি?

পঞ্চা। কালকের রাত্তির পর্য্যন্ত তো কোন সাড়া পাইনি! আমিও তো ঠিক্ বুঝতে পারছি না। নিমেটা যে দিন দেশত্যাগী হয়, সে দিন অমনি গাঁ খালি ক'রে সব ওপারে গিয়েছিল শান্তিপুরে; এও তেমনি রাতারাতি গাঁ ফাঁক!

(রত্নেশ্বরের প্রবেশ)

রত্নে। ওহে, শুনেছ?

চণ্ডে। 'শুনেছ' ব'ল্লে কি বুঝবো? কি শুনেছ?

রত্নে। নিমাই এসেছে।

চণ্ডে। কোথা থেকে এলো? কোথায় এলো? কখন এলো?

রত্নে। এসেছে কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়ী। আস্‌ছে—পুরী থেকে।

পঞ্চা। বল কি! তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

রত্নে। আমার কুলিয়াতে একটু কাজ ছিল। ভোরে উঠে পারানি ঘাটে গিয়ে দেখি, অন্য সময় একখানা নৌকো পাওয়া যায় না—এ গঙ্গাময় নৌকো। চারদিক থেকে লোক ও-পারে যাচ্ছে। আর নদীর দু'ধারে অগুণ্‌তি মাথা দাঁড়িয়ে!

পঞ্চা। মাথা দাঁড়ায় কি ক'রে?

চণ্ডে। আর যদিই দাঁড়ায়, তাতেই বা প্রমাণ হয় কি ক'রে যে, নিমে ও-পারে এসেছে।

রত্নে। আগে শোন, শেষ ক'রতে দাও। এপারে ওপারে লোকের মুখে কেবল হরি ধ্বনি, আর গৌরাঙ্গের জয়! সংকীর্ত্তনের দলই বেরিয়েছে এমন হাজার!

চণ্ডে। এঁ্যা!

পঞ্চা। তুমি ওপারে গেলে নাকি ?

রত্নে। যেতে পারলাম কই ? সে যে লোকের ভিড় !—পারানি নৌকো, জেলে ডিঙ্গি, গহনার নৌকো, মহাজনী নৌকো, কেউ বাছ্‌ছেনা, যে যেখানে পারছে অমনি উঠে—পড়ছে। ঠেলা ঠেলিতে নৌকো ডুবছে, লোকে সাঁতরাচ্ছে ! আর পারানির মাশুলই বা কত ! মাথা পিছু দশ টাকা বিশ টাকা ! যার আছে সে গ্রাহ্য ক'রছে না, তাই-ই দিচ্ছে। আমি সে ভিড়ে না পারি এগুতে, না পারি পেছুতে— না পারি নৌকোয় উঠতে, না পারি নদীর ধারে ঘেঁস্‌তে।

চণ্ডে। এঁ্যা ?

পঞ্চা। তারপর ?

রত্নে। যারা ও-পার থেকে নিমাইকে দেখে ফিরে আসছে, তাদের মুখে সব খবর পেলুম।

পঞ্চা। কি খবর পেলে ?

রত্নে। পুরী থেকে বেরিয়েছে বৃন্দাবনে যাবে ব'লে—বাঙলা ঘুরে। পথে পানিহাটি, কুমারখালি, শান্তিপুর—এই সব জায়গায় মচ্ছব ক'রতে ক'রতে কাল শেষ রাত্তিরে কুলিয়ায় মাধব দাসের বাড়ী উপস্থিত। সেই শেষ রাত্তির হ'তেই কোথা থেকে কার কাছে যে খবর পেয়ে লোক সব আস্‌তে আরম্ভ ক'রলে, কেউ ব'ল্‌তে পারে না। লোকে ব'লছে—কুলিয়ার ধুলো সব মানুষ হ'য়ে গেছে !

চণ্ডে। এঁ্যা !

রত্নে। আরে, আরও শোন, তারপরে এঁ্যা ক'রো।

চণ্ডে। আরও ?

পঞ্চা। কি বলত হ্যা—বলত হ্যা ?

রত্নে। শুনলাম—যে নিমাই পাঁচ বছর আগে এখান থেকে গিয়েছিল, সে নিমাই আর নেই। এখানে জন্মালো মানুষ, আর পুরী থেকে ফিরে আসছে একবারে ভগবান!

চণ্ডে। এ্যাঁ!

পঞ্চা। ভগবান? কেন, চারটে হাত হ'য়েছে নাকি?

রত্নে। আরে চারটে নয়, হ'য়েছিল ছ'টা।

চণ্ডে। এ্যাঁ! এ আবার কোন্ অবতারের ল'ক্ষণ?

রত্নে। ল'ক্ষণ পরে খুঁজো, আগে আমায় শেষ ক'রতে দাও। এখন উড়িষ্যার রাজা পা টেপে, মন্ত্রী ছাতা ধরে! আমাদের এখানকার বাসুদেব সার্ব্বভৌম—ঐ বাচস্পতির ভাইটা—যাকে প্রতাপরুদ্র এখান থেকে নিয়ে গিয়ে সভা-পণ্ডিত ক'রেছিলো—বুড়ো ব্রাহ্মণ—সেও না কি ওর পাতের প্রসাদ খায়, ওর কাছে নূতন ক'রে মন্ত্র নিয়েছে!

চণ্ডে। এ্যাঁ—বল কি? (মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল)

পঞ্চা। কি হ'ল? ভিরমী গেলে না কি? দাদা, ভিরমী গেলে না কি?

চণ্ডে। বুকে খিল ধ'রেছে ভায়া, বুকে খিল ধ'রেছে। (উঠিয়া) তা'হলে তো দেখ্‌ছি ভায়া, নিমেকে এখান থেকে তাড়িয়ে বড় ভাল কাজ হয় নি? গাঁয়ে থাকলে বড় জোর শ্রীবাসের ওখানে যাত্রায় কৃষ্ণ সাজতো, আর না হয় বিষ্ণু-খট্টায় ব'সে হাত-পা চালতো। সেখানে তার এত প্রতাপ! রাজায় পা টেপে? মন্ত্রী ছাতা ধরে?

রত্নে। আরে শুধু কি তাই? দেশ-বিদেশের বড় বড় সাধু—বড় বড় পণ্ডিত থেকে দীন-দুঃখী কাঙাল ভিখারী পর্য্যন্ত তাকে ভগবান ব'লে পূজো ক'রছে। আর এখানেও এক রাত্রির ভেতরে যা লোক দেখে এলাম—তার একটা কিছু ক্ষমতা জন্মেছে!

চণ্ডে। আর বলো না ভায়া, আর বলো না—আমার সর্দ্দিগর্ম্মী হবার জোগাড় হ'য়েছে। পঞ্চু ভায়া, এ সব আমাদেরই বোকামীর ফল, বুঝেছ? গাঁয়ে থাক্‌লে ভিক্ষাও জুটতো না। তোমাদের পাঁচ জনের পরামর্শে তাকে তাড়াবার ষড়যন্ত্র করা দেখ্‌ছি কাজটা ভাল হয়নি।

পঞ্চা। এখন বুঝি আমাদের দোষ হ'ল? তুমিই তো তাল পাকাবার গুরু। নূতন একটা কিছু হ'লেই দেখি, তুমি আগে লাঠি ধ'রতে যাও। দিন কতক প'ড়লে রোঘোকে নিয়ে, তারপরে হ'লো নিমে, তারপরে হ'লো আগমবাগীশ। চাপালটাকেও দেশ ছাড়া করবার বুদ্ধিতো তোমার মাথা থেকেই বেরিয়েছিলো। তোমার বাড়ীর মেয়েদের দিয়ে তার পরিবারকে ফুস্‌লে ফাস্‌লে পরামর্শ দিয়ে—

রত্নে। আরে চাপালকেও যে আজ দেখলাম—ঘাটে ভিড়ের ভেতরে।

চণ্ডে। চাপাল?

পঞ্চা। চাপালও যে আজ পাঁচ বছর দেশ ছাড়া।

রত্নে। তা তো ছাড়া! আজ দেখলাম ভিড়ের ভিতর একটা কীর্ত্তনের দলে। তার সে মহাব্যাধি আর নেই—এখন দিব্য-কান্তি হ'য়েছে।

পঞ্চা। তোমায় চিন্‌তে পার্‌লে? কি ব'ল্লে?

রত্নে। একটু দূরে—আমি ডাকলাম, একবার চাইলে, কোন উত্তর দিলে না। সেই কালনার এক কীর্ত্তনের দলে ভিড়ে গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ ক'রে নাচছে। তার ব্যায়রাম একেবারে সেরে গেছে।

চণ্ডে। 'গৌরাঙ্গ, গৌরাঙ্গ' ক'রছে? তা'হলে সে বেটার শুধু ব্যায়রাম সারেনি, 'কালীকুলাও'-ও সেরেছে? এ্যাঁ!

পঞ্চা। সারলো কি ক'রে—খবরটা নিলে না?

রত্নে। চাপাল কথার তো উত্তর দিলে না। সেই দলের একজনের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল—তাকে একটু পাশ কাটিয়ে এনে জিজ্ঞাসা ক'রলেম, সে ব'ল্লে—চাপাল ভাল হ'য়েছে, গৌরাঙ্গের কৃপায়।

চণ্ডে। এঁ্যা!—তাও হয় না কি?

রত্নে। শুনলাম তো তাই। আর চাক্ষুস দেখেও এলাম। দিব্য সেরে গেছে, আর গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ, ক'রে নাচ্‌ছে।

চণ্ডে। রত্নেশ্বর ভায়া! আমায় যে একেবারে অবাক ক'রে দিলে! চাপালটার সেই ব্যায়রাম সারলো?

রত্নে। সারলো বৈ কি?

চণ্ডে। তাহ'লে কিছু ক্ষমতা জন্মেছে, কি বল পঞ্চানন ভায়া?

পঞ্চা। তা জন্মেছে ব'ল্‌তে হবে।

চণ্ডে। তাহ'লে একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয় না?

পঞ্চা। কি?

চণ্ডে। তুমি তো জান ভায়া, ব্রাহ্মণী শূলব্যথায় বড়ই কাতর হন, দুপুর রাত্রে প্রায়ই কাটা পাঁঠার মত ছট্‌ ফট্‌ করেন। নিমাই তো বাড়ীর কাছেই এয়েছে—একবার ব'লে ক'য়ে দেখলে হয় না, কি বল রত্নেশ্বর ভায়া? ক্ষমতা যখন জন্মেছে—চাপালের ঐ ব্যায়রাম সারলো—

রত্নে। তার যে সেরেছে তাতে আর কোন ভুল নেই। তবে, তোমার ও তৃতীয় পক্ষের শূল, ও কি হয় তা ব'লতে পারি না।

চণ্ডে। ভেবে দেখতে হবে। এ বেলা আর টোলে যাওয়া হবে না, বাড়ীতে গিয়ে পরামর্শ ক'রে দেখিগে। কি বল?

(জগাই ও মাধাইয়ের প্রবেশ)

মাধাই। কি শিরোমণি মশাই! এই যে আপনাদেরও দেখছি। কোথায় যাচ্ছেন, টোলে না কি ?

চণ্ডে। হঁ্যা বাবা। যাচ্ছিলাম তো ?

মাধাই। আপনারা শোনেন নি না কি,—আজ থেকে সাত দিন যে, নবদ্বীপের টোল বন্ধ ?

চণ্ডে। টোল বন্ধ ? কেন বাবা—কেন ? রাজ-দর্শনের সম্ভাবনা হ'য়েছে না কি ?

জগাই। রাজ-দর্শন কি ব'লছেন ? রাজার রাজা যে নবদ্বীপে আসছেন !

চণ্ডে। রাজার রাজা ? তিনি আবার কে ?

জগাই। জানেন না—শোনেন নি ? আমাদের মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ ! তিনি যে কুলিয়ায় এসেছেন।

চণ্ডে। হঁ্যা বাবা, তা শুন্‌ছিলাম এই রত্নেশ্বরের কাছে। তার নাকি খুব ক্ষমতা জন্মেছে ?

মাধাই। তাঁর আবার ক্ষমতা জন্মাবে কি ? সকল ঐশ্বর্য্য, সকল ক্ষমতা —সকল গুণের আধার যে তিনি। স্বয়ং ভগবান নরদেহে !

চণ্ডে। (স্বগত) গিন্নীর শূলব্যথাটা—

জগাই। কাল তিনি এখানে পদার্পণ ক'রবেন। নবদ্বীপে আজ থেকেই চব্বিশ-প্রহরী উৎসব হবে। টোল সব আপনা-আপনিই বন্ধ হ'চ্ছে ; পড়ুয়ারা সব নগর সাজবার জন্য মত্ত। প্রভুপাদ অদ্বৈত আচার্য্য, শ্রীবাস,—এঁরা সকলে শচীদেবীকে নিয়ে কুলিয়ায় গেছেন।

মাধাই। আমরা সেখান থেকে ফিরে এসে নবদ্বীপের বাড়ী বাড়ী গিয়ে

এই সুসংবাদ দিচ্ছি। আপনারাও বাড়ী যান, টোলে আজ আর যেতে হবে না। নিজের-নিজের বাড়ীতে পূর্ণকুম্ভ বসান, দ্বারে—আল্‌পনা দিন। উৎসবের আয়োজন করুন। নবদ্বীপের এমন দিন আর কখনও হয়নি। নবদ্বীপকে ধন্য করবার জন্যই প্রভু এখানে আবির্ভূত হ'য়েছেন। আপনারা নবদ্বীপে জন্মেছেন। নবদ্বীপের কেউ মানুষ নন, কেউ সাধু, কেউ দেবতা! বলুন—নবদ্বীপের জয়! শ্রীগৌরাঙ্গের জয়! আমাদের নবদ্বীপের নিমাইয়ের জয়!

চণ্ডে। জয় বই কি বাবা, জয় বই কি! জয় ব'ল্‌তেই হবে। দশ মুখেই ধর্ম্ম।

মাধাই। সকলকে বলুন, এই উৎসবে কারও যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, জগাই-মাধাইয়ের সমস্ত ভাণ্ডার আজ নবদ্বীপের।

চণ্ডে। তা ব'ল্‌তেই হবে বাবা, ব'লতেই হবে। চল, টোল যখন বন্ধ, তখন বাড়ীতেই যাওয়া যাক।

(অদ্বৈতের প্রবেশ)

অদ্বৈত। জগন্নাথ, মাধব, আমি তোমাদের দুই ভাইকেই খুঁজছিলাম। আমি অনেক কষ্টে কুলিয়ায় পৌছে শচীদেবীকে সেইখানে রেখে এলাম। কি আশ্চর্য্য ভাই, দেখলাম—প্রভুর সেই পূর্ব্ব ভাবের কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই। সর্ব্ব পূজ্য ঈশ্বর—সন্ন্যাসীর বেশ—তবু মাকে দেখবা মাত্রই তাঁর চরণ বন্দনা ক'রলেন।

মাধাই। প্রভুপাদ, আপনাকে আমি আর কি ব'লবো; লোক-শিক্ষার জন্যই ভগবানের অবতার; তাঁর তো লৌকিক ব্যবহারের এতটুকু ত্রুটি হবে না।

অদ্বৈত। ভক্তের প্রাণে ঠিক অনুভব ক'রেছ। মাঝে—মাঝে—জ্ঞান আমার অন্ধ ক'রে দেয়। "

রত্নে। কাল কখন আসবেন শুনে এলেন ?

অদ্বৈত। না, তা এখনো কিছু বলেন নি। কখন আসবেন, কার বাড়ীতে পদার্পণ ক'রে কৃতার্থ ক'রবেন, সে তিনিই জানেন। চল মাধব, চল জগন্নাথ, ঘরে ঘরে উৎসবের ব্যবস্থা করি।

চণ্ডে। হ্যাঁ। ব্যবস্থা ক'রতেই হবে। চল বাবা, আমরাও যাই।

[সকলের প্রস্থান।

(অন্যদিক হইতে চাপাল ও তৎ-পশ্চাতে উদ্ধারিণীর প্রবেশ)

উদ্ধারিণী। তুমি এমন অধম্মে ? পুরুষ মানুষ কি না ? কদ্দিন আগে শুনেছি তোমার ব্যায়রাম সেরেছে—এই নবদ্বীপের নিদয়ার ঘাটে ডুব দিয়ে, আর সেখান থেকে এক পো রাস্তা বাড়ী না গিয়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ ? ভাগ্যিস পাড়ার পাঁচ জনের সঙ্গে আজ কুলের যাচ্ছিলাম নিমাইকে দেখতে, তাই চোখে প'ড়লো—গঙ্গার ঘাটে ব'সেছিলে এক জয়গায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে। উদ্ধারিণী বামনীর চোখ, তাকে ফাঁকি দেবে ? তারপর সেই থেকে যে এত সাধ্যি-সাধনা ক'রছি—একটা কথারও জবাব নেই, উঠে গোঁ ভরে চ'লেছ ! এখনো মতলবটা কি ?

চাপাল। (স্বগত) মনে ক'রেছিলাম, কথা কব না। কিন্তু ছিনে জোঁক, কিছুতেই যে সঙ্গ ছাড়ে না ! নিমাই এখানে এসেছে শুনে নবদ্বীপে এলাম—এসে শুনলাম নিমাই ও-পারে। পার হ'তে পারলাম না। নিরিবিলি গঙ্গার ধারে ব'সে ও-পারের লোকের মাতনি দেখ'ছি,

গেরোর কপাল—পড়্বি তো পড় একেবারে উদ্ধারিণীর চোখে! কথা কইতেই হবে। নইলে দেখ্ছি সহজে ছাড়বে না। (প্রকাশ্যে) কেন আমায় সেই থেকে বিরক্ত ক'রছো? বাড়ী ফিরে যাও না।

উদ্ধারিণী। তবু ভাল, বোল ফুট্লো। আমি মনে ক'রেছিলাম, বুঝি বোবা হ'য়ে গিয়েছ!

চাপাল। বোবাই হব মনে ক'রেছিলাম, তুমি বোবা হ'তে দিলে কই? বাড়ী ফিরে যাব? বাড়ী কার?

উদ্ধারিণী। তোমার।

চাপাল। ব্যায়রাম সেরেছে ব'লে—না? গোয়ালঘরের পাশে গোল-পাতার নূতন চালা, ভাতখাবার পদ্মের পাতা, ভাঁড়ে জল, ছেঁড়া মাদুর! সে সব ঠিক তোলা আছে, না আবার নূতন ক'রে গুছিয়ে নিতে হবে?

উদ্ধারিণী। টিট্‌কিরী দে'ওয়া হচ্ছে? আমার দোষ কি? পাঁচজনে ব'ল্লে ছাই-পাঁশ রোগ—ছোঁয়াচে, পেটে ছুটো গুঁড়ো জন্মেছে,—তোমারি পিণ্ডিস্থল, তাদের মুখ চেয়েই ওই ব্যবস্থা ক'রেছিলুম। তাতে যদি আমার দোষ দাও—সে আমার ভাগ্যি!

চাপাল। এখন দয়া ক'রে—আমার মুখ চেয়ে বাড়ী ফিরে যাও। তোমার ও মায়া-কান্নায় আর আমি ভুলছি না। বাড়ী যাব, আবার টোল ক'রে ছেলে পড়াব, মাথায় মোট ক'রে এনে তোমাদের খাওয়াব, চুরি ক'রে হোক—ভিক্ষা ক'রে হোক—তোমাদের সখ মেটাব—গয়না গড়িয়ে দেব! পিণ্ডস্থল ছেলে—তাকে মানুষ ক'রবো, তার চুড়োয় ঘটা হবে, পৈতেয় ঘটা হবে, বিয়েয় নবৎ ব'সবে, তুমি বৌ ঘরে এনে সাধ মেটাবে! তারপর? যদি আমার আবার হাত

ফোলে—নাক ফোলে—কি আর একটা ঐ রকম শক্ত ব্যায়রাম হয় ? তখন আবার গোয়ালঘরের পাশে চালা উঠবে, আবার দাদা আসবে, আবার পাড়ার পাঁচ জন সৎপরামর্শ দেবে ! আর আমি ও-পথে নেই। আমার যদি পাঁচ বচ্ছর কেটে থাকে আর যে ক'টা দিন বাঁচবো—কাটবে। ইহকালের উদ্ধারের জন্য আর উদ্ধারিণীর দরকার হবে না। পরকালের জন্য ?—যার মুখ চাইলে পরকালের গতি হবে, তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি—তাঁকেই খুঁজে বেড়াচ্ছি !

[প্রস্থান।

উদ্ধারিণী। মাথা খারাপ হ'য়েছে ;—নাঃ—ও আর ঘরে ফির্‌বে না।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

নবদ্বীপ—মহাপ্রভুর বাটীর সম্মুখস্থ পথ

[প্রথমে নবদ্বীপের কুলস্ত্রীগণ মঙ্গলঘট লইয়া শাঁখ বাজাইতে বাজাইতে চলিয়া গেলেন ; সঙ্গে সঙ্গে বালক-বালিকারা খৈ ও ফুল ছড়াইতে লাগিল। পরে গোবিন্দ প্রবেশ করিল]

গোবিন্দ। প্রভু যে আবার এ পথে আসবেন তা মনেও করিনি। এই সেই সদর ! দরজা বন্ধ। ইচ্ছে ক'চ্ছে একবার বাড়ীর ভেতর গিয়ে বৌমাকে প্রণাম ক'রে আসি ! আমার বৌমা ! সেই বৌমা ! ঠাকুর আমার কুলেয়—তাঁর মা'র সঙ্গে দেখা ক'রলেন, কিন্তু আমার মা'র সঙ্গে দেখা ক'রলেন না ; তাঁর একবার খোঁজও নিলেন না !

(নেপথ্যে দেখিয়া) ঐ যে ঠাকুর আমার আস্‌ছেন! আমি তো গাছ-তলাটায় একবার ব'সে নিই!

[গাছতলায় গামছা পাতিয়া বসিল]

(সংকীর্ত্তন করিতে করিতে নগরিকগণের প্রবেশ)

সংকীর্ত্তন

হরি নামের সুধা বিলাবে ধরায়,
নদিয়ায় এসেছে গোরা রায়,
তোরা আয় আয়!
কে কোথায় আছিস দীনের দীন,
এবার কেন্‌রে আপন দিন,
ভবে আর থাক্‌বে না কেউ হীন—
দীননাথ ডাক্‌ছে তোদের আয়!
(ওরে আয়—আয়—আয়!)

(শ্রীগৌরাঙ্গদেব, অদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীবাস, জগাই, মাধাই প্রভৃতি ভক্তগণের প্রবেশ)

শ্রীগৌরাঙ্গ। মা জন্মভূমি, তোমায় প্রণাম। অদ্বৈত, এই সেই গৃহ, আমার পূর্ব্বাশ্রমের বাস্তভূমি, আমার তীর্থ! হে পুণ্যক্ষেত্র, তোমায় প্রণাম, কোটী কোটী প্রণাম। আজ আমার জন্ম সার্থক হ'ল! তোমায় দেখলেম। তুমি আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর।

শ্রীবাস। প্রভু, একবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রবেন না?

শ্রীগৌরাঙ্গ। মা'র সঙ্গে তো দেখা হ'য়েছে পণ্ডিত! সন্ন্যাসী আমি, এ গৃহে তো প্রবেশের আর আমার অধিকার নাই।

গোবিন্দ। (স্বগত) আমার অভাগার কপাল, তাহ'লে তো আর বৌমার সঙ্গে দেখা হয় না!

(অপর দিক হইতে চাপাল গোপালের প্রবেশ)

চাপাল। (পদতলে পড়িয়া) নিমাই, নিমাই, বাবা, আমি যে তোমায় দেখ্‌বার জন্য পাগল হ'য়ে বেড়াচ্ছি। আমায় চিনতে পার বাবা?—আমি সেই গোপাল। তোমার কৃপায় কেবল আমার দেহের ব্যাধি নয়, আমার অন্তরের ব্যাধিও দূর হ'য়েছে। শ্রীবাস পণ্ডিত আমায় ক্ষমা ক'রেছেন; তুমি একবার তোমার ঐ চাঁদমুখে বল বাবা—তুমি আমায় ক্ষমা ক'র্‌লে? নইলে যে আমি শান্তিতে ম'র্‌তে পারবো না।

শ্রীগৌরাঙ্গ। একি, গোপাল, ছি, ছি, ওঠ—ওঠ, তুমি আমার পায়ের তলায় কেন? তোমার স্থান যে আমার এই বক্ষে।

চাপাল। ওরে আমার দয়ার ঠাকুর! ওরে আমার বাপের ঠাকুর! তুমি আমায় বুকে তুলে নিলে! আমি কি পাগল হব! আমি কি পাগল হব! তোমার এত দয়া! ওরে নবদ্বীপে কে কোথায় আমার মত পাষণ্ডী আছিস আয়—কে কোথায় আমার মত দুরাচার আছিস আয়, আমার দয়ার ঠাকুর নিমাই, আমার প্রেমের ঠাকুর নিমাই,—একবার তাকে দেখে ধন্য হ', একবার তাকে দেখে উদ্ধার হ'!

শ্রীগৌরাঙ্গ। (চাপালের বুকে হাত দিয়া) গোপাল, গোপাল, স্থির হও, স্থির হও। তোমার কথায় যে আমি চঞ্চল হ'চ্ছি!

চাপাল। বাবা, আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছি নে—স্থির হ'তে পাচ্ছি নে! আমার মত যত পাপী এখানে আছে—তাদের তুমি আমার মত কৃপা না ক'রলে আমি যে স্থির হ'তে পাচ্ছি নে! ঐ যে বাবা, ঐ যে, চিনতে পারছো, কারা মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে? লজ্জায় তোমার কাছে আসতে পাচ্ছে না? আমি ওদের নিয়ে আসি, আমি ওদের নিয়ে আসি,—ওরাই বা এ আনন্দে বঞ্চিত থাকবে কেন?

[নেপথ্য হইতে চণ্ডেশ্বর, রত্নেশ্বর ও পঞ্চাননকে আনিয়া]

লজ্জা কি ভাই, লজ্জা কি? প্রভু যে আমার লজ্জা-হরণ! আমাদের জন্যই তো ওঁর অবতার, আমাদের জন্য—সাধুদের জন্য নয়, আমাদের মত অভাগাদের জন্য! এস, এস, প্রভুর আশ্রয় নাও, করুণাময়ের আশ্রয় নাও।

চণ্ডে। বাবা, আমরা যে মহাপাপী, আমাদের যে বলবার আর কিছুই নেই!

শ্রীগৌরাঙ্গ। পাপী! ছি—ছি—ও-কথা উচ্চারণ ক'রতে নাই! আপনারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের আপনার জন।

মাধব। আমাদের এই দুই ভাইকে দেখে, এই গোপালকে দেখে বুঝতে পারছো না—পাপ কবে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে! স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তাঁকে দেখেছো, শত্রুভাবেই হোক, আর মিত্র-ভাবেই হোক! উদ্ধারের কি আর বাকী আছে?

চণ্ডে। নেই, নেই, সত্যই নেই!—বাবা নিমাই, আমরা উদ্ধার হ'য়েছি—উদ্ধার হ'য়েছি!

রত্নে। বাবা, সারাজীবন শাস্ত্রচর্চ্চা ক'রে—আমরা যে শুকিয়ে আছি,

হৃদয় যে আমাদের ভক্তিহীন! বল বাবা, আমাদের ধর্ম্ম কি? আমাদের কার্য্য কি?

শ্রীগৌরাঙ্গ। "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবন,—
কলিকালে শ্রেষ্ঠধর্ম্ম জেন সর্ব্বজন।"

জনতার সকলে। জয় শ্রীগৌরাঙ্গের জয়! জয় প্রেমের অবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জয়!!

শ্রীগৌরাঙ্গ। না, না, বল শ্রীকৃষ্ণের জয়! আমার কৃষ্ণের জয়! গোবিন্দ, গোবিন্দ, চল, আর এখানে নয়। বৃন্দাবন—বৃন্দাবন—ঐ যে বৃন্দাবনের পথ!

গোবিন্দ। সেই সদরটায় একবার ব'সে নিলাম। প্রভু, সেই সদর! চল।

[মহাপ্রভু দু' এক পা অগ্রসর হইয়াছিলেন; একটু চমকিয়া দাঁড়াইলেন; সদরের দিকে একবার সতৃষ্ণ-নয়নে চাহিলেন। তারপর যেমন অগ্রসর হইতে যাইবেন, হঠাৎ সদর খুলিয়া, আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃতা বিষ্ণুপ্রিয়া ছুটিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন, কোন কথা কহিতে পারিলেন না,—কেবল অস্ফুট চীৎকারে কাঁদিয়া উঠিলেন]

শ্রীগৌরাঙ্গ। (একপদ পিছাইয়া) কে? কে তুমি?

[বিষ্ণুপ্রিয়া ক্রন্দন-জড়িত অস্পষ্টস্বরে কি বলিলেন,
তাহা কেহ শুনিতে পাইল না]

শ্রীগৌরাঙ্গ। কে—বল?

বিষ্ণু। (সংযত হইয়া) তোমার দাসী!

শ্রীগৌরাঙ্গ। (একটু পরে) কি চাও?

বিষ্ণু। তুমি তো অন্তর্যামী! আমি কি চাইবো? জগৎকে মহামন্ত্র দিয়ে উদ্ধার ক'রলে,—আমার উপায়?

শ্রীগৌরাঙ্গ। (একবার বিষ্ণুপ্রিয়ার দিকে চাহিলেন,—একবার জনতার দিকে চাহিলেন পরে বলিলেন) তুমি যে বিষ্ণুপ্রিয়া! তোমার আর চিন্তা কি? চিরদিনই—জীব তোমার স্মরণে উদ্ধার হবে—।

[পা হইতে খড়ম জোড়াটি বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্মুখে খুলিয়া দিলেন, বিষ্ণুপ্রিয়া সেই খড়ম জোড়াটি উঠাইয়া লইলেন,—নিজের মাথায় ঠেকাইলেন, পরে তাহাকে বক্ষে ধরিয়া নির্নিমেষ নয়নে শ্রীগৌরাঙ্গের মুখের পানে চাহিলেন; চারি চ'ক্ষে মিলন হইল। বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে-চোখে একটা আনন্দের জ্যোতি!]

জনতা বাষ্পাচ্ছন্ন-কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিল,—"হরি হরিবোল! জয় মায়িজীর জয়!! জয় প্রিয়াজীর জয়!!!

[পরে তাঁহাকে প্রণাম করিল]

[বিষ্ণুপ্রিয়া সেই ভাবেই নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখে দিব্য-জ্যোতি, দৃষ্টি-স্থির।
শ্রীগৌরাঙ্গ ধীরে ধীরে চলিলেন,—শোকাচ্ছন্ন জনতা তাঁহার অনুসরণ করিল।
মঞ্চ হইতে সকলে চলিয়া যাইবার পরও বিষ্ণুপ্রিয়া সেইভাবে দাঁড়াইয়া;
তাঁর দৃষ্টি কেবল জনতার মধ্যে মহাপ্রভুর দিকে।
ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল]

প্রথম অভিনয় রজনীর

পাত্র, পাত্রী ও সংগঠনকারিগণ

শিক্ষক	...	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর-সংযোজক	...	প্রোফেসর শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগচী
ঐ সহকারী	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
নৃত্য-শিক্ষক	...	শ্রীললিতমোহন গোস্বামী
হারমোনিয়ম-বাদক	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস ও শ্রীননীলাল দাস
সঙ্গতি	...	শ্রীসতীশচন্দ্র বসাক
বংশী-বাদক	...	শ্রীবঙ্কিমবিহারী ঘোষ
মঞ্চ-শিল্পী	...	শ্রীপরেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
ঐ সহকারী	...	শ্রীমাণিকলাল দে
স্মারক	...	শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতৃগণ

শ্রীগৌরাঙ্গ	...	শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী
শ্রীনিত্যানন্দ	...	শ্রীজহরলাল গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য	...	শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী (এমেচার)
শ্রীবাস পণ্ডিত	...	শ্রীকানাইলাল ঘোষ
রামানন্দ রায়	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
মুকুন্দ	...	শ্রীমৃণালকান্তি ঘোষ
স্বরূপ দামোদর	...	শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়
গদাধর	...	শ্রীসুবলচন্দ্র ঘোষ
জগাই	...	শ্রীসন্তোষকুমার সিংহ
মাধাই	...	শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
গোবিন্দ	...	শ্রীসন্তোষকুমার দাস
শ্রীমন্ত	...	শ্রীকমলকুমার ঘোষ
সার্ব্বভৌম	...	শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ
চাপাল গোপাল	...	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
পাঁচুধন	...	শ্রীমতী রাণীবালা
চণ্ডেশ্বর	...	শ্রীননীগোপাল মল্লিক
রত্নেশ্বর	...	শ্রীশরৎচন্দ্র সুর
পঞ্চানন	...	শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
বাসুদেব	...	শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী
ঢুণ্ঢিরাম	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী

নারোজী	...	শ্রীভূপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (এমেচার)
শিবরাম	...	শ্রীআশুতোষ বসু (এমেচার)
মায়াধর	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
মাগুনি	...	শ্রীবিভূতিভূষণ চৌধুরী
ভাবনা	...	শ্রীকানাইলাল দাস
বাইধর	...	শ্রীশৈলেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
তাপস	...	শ্রীবিভূতিভূষণ চৌধুরী
জনৈক ব্রাহ্মণ	...	শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
অধিকারী	...	শ্রীললিতমোহন গোস্বামী
দোয়ারগণ	...	সরস্বতী, পদ্মাবতী, মুকুল, ননীবাবু ও জ্যোৎকুমারবাবু
নাগরিক, দর্শক, শিষ্য ও ভক্তগণ	...	শরৎবাবু, যতীনবাবু, হরিপদবাবু, শৈলেশ-বাবু, বিভূতিবাবু, কমলবাবু, সত্যেনবাবু, জ্যোৎকুমারবাবু, প্রবোধবাবু, কানাই-বাবু, সুবোধবাবু, কামাখ্যাবাবু, তারাপদ-বাবু, মুরারিবাবু, রামবাবু ইত্যাদি
শচীদেবী	...	শ্রীমতী কুসুমকুমারী
বিষ্ণুপ্রিয়া	...	" কৃষ্ণভামিনী
সীতাদেবী	...	" সরোজিনী
কাঞ্চনিকা	...	" সুষমাবালা
উদ্ধারিণী	...	" শান্তবালা
বারমুখী	...	" সরস্বতী

মীরা	...	শ্রীমতী মতিবালা
ভিখারিণী	...	„ রাজলক্ষ্মী
পুঁটী	...	„ পুরবালা
শ্রীরাধিকা	...	„ সুশীলাবালা
বৃন্দা	...	„ তারকদাসী
ললিতা	...	„ উষারাণী
বিশাখা	...	„ বীণাপাণি
চিত্রা	...	„ পদ্মাবতী
দূতী	...	„ সত্যবালা
দেবদাসীগণ	...	সুবাসিনী, রাধারাণী, সুরমাবালা, চারুবালা, লক্ষ্মীপ্রিয়া ইত্যাদি
প্রতিবেশিনী ও পুরস্ত্রীগণ		মতিবালা, সুবাসিনী, সরোজিনী, তারকদাসী, রাধারাণী, সত্যবালা, পদ্মাবতী, সুরমাবালা, লক্ষ্মীপ্রিয়া, উষারাণী, চারুবালা, মুকুল, বকুল ইত্যাদি